চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 169 Saturday, 20 May, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৬৯ সংখ্যা ❋ ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, শনিবার, ২০ মে, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

শুধু মহিলারাই নয়, পুরুষরাও ভোগে বন্ধ্যাত্বে। এই অসুখ থাকলে বিবাহিত দম্পতির সন্তান আসে না। তাই বন্ধ্যাত্ব রুগীরা হীনমন্যতায় ভোগে। আধুনিক চিকিৎসায় বন্ধ্যাত্ব নিরাময় সম্ভব। সঠিক চিকিৎসা ও বিকল্প পদ্ধতিতে সন্তান আসে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

সেনাবাহিনী শাসিত পাকিস্তানের বর্তমানে দেউলিয়া হওয়ার পথে। দেশটির আপাদমস্তক চিনের ফাদে পড়ে ঋণে ডুবে রয়েছে। কিন্তু চিনারাও নিরাপদে নেই সেখানে। তাই সেদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যম প্রশ্ন করেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

শুক্রবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যঙ্গর সুরে শুভেন্দু অধিকারি বলেন, ''আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবো। তাঁর এক অমূল্য সম্পদ চলে গেলেন। তৃণমূলের বিরাট ক্ষতি হলো।'' ...বিস্তারিত পাতা ৭

পিএসজিতে না খেললে লিওনেল মেসি কোথায় যাবেন, এটা এখন ফুটবল দুনিয়ার বড় আলোচনা। যে আলোচনা এখন প্রবল, তাতে ফরাসি ক্লাব ছাড়লে মেসির সম্ভাব্য সেরা গন্তব্য স্পেন। যেখানে মেসির 'মেসি' হয়ে ওঠা। পিএসজিতে যাওয়ার সময়ই মেসি বলেছিলেন, তিনি আবার তাঁর পুরোনো ক্লাবে ফিরবেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

অভিষেককে সিবিআই নোটিস, আজ হাজিরার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা শোনেনি ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল যে কুন্তল ঘোষ ও অভিষেককে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে হবে সিবিআইকে, তা বহাল রয়েছে। তারপরেই অভিষেককে নোটিস পাঠাল সিবিআই। কেন্দ্রীয় এজেন্সির নোটিস পাওয়ার পরে নবজোয়ার যাত্রা বন্ধ করে শুক্রবার রাতেই কলকাতায় ফিরে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অভিষেক এদিন ছিলেন বাঁকুড়ায়। শুক্রবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ সিবিআইয়ের নোটিস পান ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তারপরেই সিদ্ধান্ত নেন কলকাতায় ফিরবেন। শনিবার সকাল ১১টায় সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে যাওয়ার কথা অভিষেকের। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নির্দেশে উল্লেখ করেছিলেন, কুন্তল ঘোষের মুখোমুখি বসিয়ে অভিষেককে জেরা করা উচিত। সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে হাইকোর্টে ফিরে আসে। বেঞ্চ বদলে যায় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। তিনি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের রায় বহাল রাখেন। সেইসঙ্গে আদালতের সময় নষ্ট করার জন্য অভিষেক ও কুন্তলকে ২৫ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করে হাইকোর্ট। গতকালের ওই নির্দেশের পর পশ্চিম বর্ধমান থেকে অভিষেক সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হতে তাঁর কোনও ভয় নেই। দরকারে একদিনের জন্য নব জোয়ার যাত্রা থামিয়ে তিনি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে পারেন। সেইসঙ্গে তিনি এও বলেন, নাগরিক হিসাবে তাঁর সামনে ডিভিশন বেঞ্চ ও

সুপ্রিম কোর্টের দরজা খোলা রয়েছে। এদিন ডিভিশন বেঞ্চে ধাক্কা খান অভিষেক। তারপরেই এজেন্সির নোটিস যায় তাঁর কাছে। এখন দেখার শনিবার এই জিজ্ঞাসাবাদ কতক্ষণ হয় বা পরবর্তী ঘটনাক্রম কেমন হয়। অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে নয়া জট। শুক্রবার মামলার শুনানিতে রাজি নন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, গতকাল বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ইডি-সিবিআই। সেই সঙ্গে মূল তদন্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টায় এই মামলা করা হয়েছিল বলেও সন্দেহ আদালতের। সেই কারণেই অভিষেক ও কুন্তল উভয়েরই ২৫ লাখ টাকা করে জরিমানা করে, সেই টাকা স্টেট লিগাল এইড সার্ভিসেস অথরিটির কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সিনহা। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম সেই মামলাটি বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু আজ সেই মামলা শুনতে রাজি নন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ। সূত্রের খবর, ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে আজ কোনওভাবেই শুনানি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তালিকার বাইরে কিছু শুনতে রাজি নয় ডিভিশন বেঞ্চ। সেক্ষেত্রে মামলাকারী পক্ষকে অবসরকালীন বেঞ্চে যেতে বলা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অভিষেকের আইনজীবীরা তখন আবেদন করেন, মামলাটি ছেড়ে দিতে। ফের প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করতে চান অভিষেকের আইনজীবীরা। সেক্ষেত্রে নতুন বেঞ্চ গঠন হলে তবেই হবে শুনানি। এদিকে কাল থেকে হাইকোর্টে গরমের ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। ফলে সমস্যায় পড়তে পারেন অভিষেক, এমনই মনে করছেন আইনজীবী মহলের একাংশ।

পুরনিয়োগ মামলায় ধাক্কা রাজ্যের, মামলাই শুনল না ডিভিশন বেঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য। মামলা শুনলেন না বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। শুক্রবার এই মামলার শুনানি ছিল। হাইকোর্ট জানায়, মামলাটি এই বেঞ্চের বিচার্য বিষয় নয়। তাই এটা শুনানি করা সম্ভব নয়। এবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে এই মামলা। পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই নির্দেশ বহাল রাখেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। শুক্রবার ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এই মামলা বেঞ্চের বিচার্য বিষয়ে (রোস্টার) নেই। এই মর্মে তারা মামলাটি গ্রহণ করেনি। পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়ের তদন্তভার সিবিআইকে দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ। যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে রাজ্য। নির্দেশের পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয় নতুন করে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। তবে সিবিআই তদন্ত বহাল রাখার নির্দেশ দেন তিনিও। এরপরই ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে তারা। রাজ্যের বক্তব্য, শিক্ষা সংক্রান্ত মামলায় কীভাবে পুরসভা দুর্নীতির উল্লেখ এবং সিবিআই তদন্ত? তবে এদিন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, যেহেতু পুরসভা সংক্রান্ত কোনও মামলা এই বেঞ্চ শোনে না, তাই এই মামলা এখানে শোনা হচ্ছে না। ফলে নিয়ম মেনে মামলাটি এবার প্রধান বিচারপতির এজলাসে চলে যাবে। তিনি বেঞ্চ ঠিক করে দেবেন। তারপর মামলার শুনানি হবে।

বিজেপিকে আক্রমণ মমতা-অভিষেকের

আমার পরিবারের পেছনে লেগে আছে! মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিআই তলব প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁর অভিযোগ, ''বিজেপি নেতারা আমার দল, আমার পরিবারের পেছনে লেগে আছে।'' পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা দেন, ''আমি নবজোয়ার দেখে নেব। আমি জেলায় যাব। আমি ওর মিটিং করব।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এত মার খেয়েও আমি এখনও যা করতে পারি, বিজেপির ট্রাবল ইঞ্জিন তা করতে পারে না। বিজেপি নেতারা আমার দল, আমার পরিবারের পেছনে লেগে আছে। তোমার যা খুশি ইচ্ছা করছো তুমি কর। দিল্লি থেকে বিজেপিকে যতক্ষণ না সরাতে পারছি ততদিন আমাদের লড়াই থামবে না। বামেদের অত্যাচার জঙ্গলমহলের মানুষ দেখেছে। আমরা শান্তি

ফিরিয়ে দিয়েছি। আপনারা ভাল আছেন, তাই ওরা বহুমুখী চরিত্র। অভিষেকের সঙ্গে আজ আমার তিন বার কথা হয়েছে আমি ওকে বললাম সময় নিয়ে নে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া করে চলে আসবি। একটা ছেলে ২৫ দিন ধরে বাইরে। ঠিক করে খাওয়া, ঘুম হয়নি।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী চালু করছি। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা অবধি আমাকে জানাবেন আপনারা। নবজোয়ার যাত্রায় মানুষ আমাদের সাড়া দিচ্ছে। বিজেপির গদ্দার নেতাগুলো কানে কানে ফিসফিস করল, কি করে অভিষেকের প্রোগ্রাম, নবজোয়ার প্রোগ্রাম আটকানো যায় তাই চেষ্টা করছে।'' তিনি আরও বলেন, ''কর্ণাটকে শুধু ব্যর্থতা নয়, দেখবেন বাকি সব জায়গায় হারবে। উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাত নিয়ে থাকবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকে দিয়ে যদি কেউ ভাবে নবজোয়ার আটকে দেবে সে ভুল করছে। আমি নবজোয়ার দেখে নেব। আমি জেলায় যাব। ওর মিটিং আমি করব।''

আমাকে আটকে মুখ্যমন্ত্রীকে নামিয়ে দিলেন! অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ মেঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে ইডি ও সিবিআই, কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এরপরই তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়োজনে 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচি স্থগিত রেখে তলবে সাড়া দেবেন বলেও জানান। আর এরই মধ্যে শনিবার সকাল ১১টায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠাল সিবিআই। আর সিবিআইয়ের সমন পাওয়ার পরই অভিষেক জানিয়ে দিয়েছেন, সিবিআইয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি নিজাম প্যালেস যাবেন। যদিও বিজেপির উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বাঁকুড়া থেকে তিনি বলেন, ''ওরা নবজোয়ার যাত্রাকে ভয়

পাচ্ছে। আমি কথা দিচ্ছি বাঁকুড়া থেকে শুরু করব। যদি কারও ক্ষমতা থাকে আটকে দেখাক। বিজেপি নেতাদের বলব এসে মিছিল করে দেখাও এই বৃষ্টিতে। আমার বিরুদ্ধে এত ইডি, সিবিআই লাগিয়েছে। ৩ বছর আগে বলেছিলাম সিবিআইকে। বাংলার মানুষ মেরুদণ্ড সোজা রেখে চলে। প্রমাণ থাকলে জনসমক্ষে আনুন। আর একদিকে ফাঁসির মঞ্চ রাখুন।'' অভিষেকের সংযোজন, ''ইন্দাসে আমার মিটিং করার কথা ছিল। আমাকে আটকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নামিয়ে দিলেন। দেখুন এবার।'' অভিষেকের কথায়, ''সিবিআইকে চ্যালেঞ্জ করছি, আপনার ক্ষমতা থাকলে, আমি দোষী হলে আমাকে গ্রেফতার করো। ৩-৪ বছর ধরে ডাকাডাকি? এটা তদন্ত হচ্ছে? চোরেরা চুরি করে জেলে যায়। আর এরা চুরি করে বিজেপিতে যায়। বিনম্রভাবে বলছি, আগামী এক বছর পরে বিজেপি থাকবে না সিবিআই, ইডি থাকবে।''

২০০০ টাকার নোট বাতিল! তারিখ জানাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

নয়াদিল্লি, ১৯ মেঃ দু'হাজার টাকার নোট বাজারে প্রায় দেখাই যায় না। এটিএমে পাঁচশো টাকার নোট মেলে। দু'হাজার টাকার নোট উধাও। সরকারি-বেসরকারি লেনদেনে দেখা নেই গোলাপি রঙের সেই নোট, যা মাত্র বছর সাত আগে বাজারে ছেড়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। শুক্রবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নতুন করে বাজারে দু'হাজার টাকার নোট আনতে চলেছে। ২০১৬-র ৮ নভেম্বর রাত থেকে দেশে তখনকার পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিল করা হয়। পরিবর্তে কিছুদিন পর নতুন পাঁচশো ও দু'হাজার টাকার নোট বাজারে আনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। কিন্তু প্রথম থেকেই দু'হাজার টাকার নোটটি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এমন কথাও প্রচার হয়ে যায়, ওই নোটের মধ্যে চিপ বসানো আছে। তারফলে টাকা হাত বদলের যাবতীয় তথ্য সরকারের কাছে চলে যায়। এরফলে অনেকেই দু'হাজার টাকার নোট নিতে চাইতেন না। ধীরে ধীরে বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় সেই নোট। যদিও সরকারিভাবে সে কথা এখনও স্বীকার করা হয়নি। সংসদের বিগত অধিবেশনেই অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী এক প্রশ্নের জবাবে জানান, দু'হাজার টাকার নোট নিয়ে সরকারের নতুন কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। বাজারে ওই নোট না থাকার প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান তিনি। শুক্রবার এক বিবৃতিতে নিয়ামক ব্যাঙ্ক আরবিআই জানিয়েছে, পুরনো নোটগুলি বাজার থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। সেজন্য সমস্ত ব্যাঙ্ককে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এখনও দু'হাজার টাকার যে নোট বাজারে আছে তা তুলে নেওয়া হবে ওই সময়ের মধ্যে। তারপর নতুন নোট বাজারে আনা হবে, ইঙ্গিত দিয়েছে তারা। আরবিআই বলেছে, এটা তাদের ক্লিন নোট পলিসির অঙ্গ।

৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি এখনই যাচ্ছে না, স্থগিতাদেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ হিইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে স্বস্তি ৩২ হাজার অপ্রশিক্ষিত চাকরিহারা শিক্ষকের। শুক্রবার বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে এ সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ ৩২ হাজার (প্রথমে যা ৩৬ হাজার ছিল) প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের যে নির্দেশ দিয়েছিল, তাতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল ডিভিশন বেঞ্চ। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে। তারপর এই বেঞ্চে আবারও এই মামলার শুনানি হবে। তবে একইসঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, সিঙ্গল বেঞ্চ তার জুরিসডিকশন অনুযায়ী কাজ করেছে। একইসঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিয়েছে, পর্ষদকে যে ইন্টারভিউয়ের কথা বলা হয়েছিল, সেই ইন্টারভিউ নিতে হবে। অর্থাৎ, চাকরি এখনই না গেলেও তাঁদের আবারও ইন্টারভিউ দিতে হবে, কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিতে হবে, অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট হবে আবার, তার ভিডিয়োগ্রাফি হবে। ফলে পর্ষদের চাপ খুব একটা লাঘব হল না। প্রথমে ৩৬ হাজার অপ্রশিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। পরে একটি আবেদনের ভিত্তিতে আবারও সংশোধনী রায় দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে বলা হয়েছিল, মুদ্রণের ভুলের কারণে জটিলতা তৈরি হয়েছে। টাইপোগ্রাফির কারণে বহু প্রশিক্ষিতের নামও অপ্রশিক্ষিতের তালিকায় ঢুকে পড়ে। আর সেকারণেই চাকরি বাতিলের তালিকায় তাঁদের নাম চলে আসে। পরে সেসব নাম বাদ দিয়ে ৩২ হাজারের কাছাকাছি অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন বিচারপতি। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ফের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা হয়। চাকরিহারাদের তরফে এদিন মামলা লড়েন বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''আগে ৩৬ হাজার শিক্ষকের কথা বলেছিলেন। পরে যদিও কমিয়ে ৩২ হাজার করা হয়। যত ক্যান্সেলেশন অব অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা বলা হয়েছিল, ফুল স্টে। অনেক কিছু দেখবে আদালত। ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকবে।'' অন্যদিকে আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, ''আমাদের বক্তব্য ছিল পক্ষপাত হয়েছে, ইন্টারভিউ অ্যাপ্টিটিউডের নম্বরে গোলমাল হয়েছে। রিজার্ভেশন রোস্টার মানা হয়নি। সিঙ্গল বেঞ্চ রায় দিয়েছিল সবটা মেনে করতে হবে। সে রায় বহাল থাকছে। তবে যাঁরা চাকরিহারা হন, যাঁদের মামলা প্যারাটিচারদের মতো হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, ডিভিশন বেঞ্চ তাতে স্টে দিলেন ঠিকই, বোর্ডকে প্রসেসটা চালিয়ে যাওয়ার কথাও বললেন। অর্থাৎ সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে ইন্টারফেয়ার করলেন না।'' কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ বলেছিল, ৩২ হাজারের চাকরি বাতিল করে তাঁদের পার্শ্বশিক্ষক হিসাবে বহাল রাখতে হবে। এই হারে চার মাস বেতন পাবেন তাঁরা। দ্বিতীয়ত, সিলেকশন প্রসিডিওরের কথা বলেছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। যেখানে ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণরাও প্রত্যেকে আবেদন করতে পারবে। বেছে নেওয়া হবে যোগ্যদের। প্রথমটিতে ডিভিশন বেঞ্চ অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেও দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সিলেকশন প্রসিডিওরে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে না করেনি আদালত। তবে এখনও নির্দেশের কাগজ সামনে আসেনি। তাহলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

সিদ্দারামাইয়ার শপথ গ্রহণে মুখ্যমন্ত্রী নয়, প্রতিনিধি হয়ে যাবেন কাকলি

নয়াদিল্লি, ১৯ মেঃ শনিবারই নতুন মুখ্যমন্ত্রী পাবে কর্নাটক। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন বিজেপি নেতা বাসবরাজ বোম্মাই। কিন্তু তাঁর ইস্তফার পর পাঁচদিন কেটে গেলেও নতুন মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেননি। কারণ কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা ঠিকই করে উঠতে পারছিল না কংগ্রেস। অবশেষে বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয় কংগ্রেস। জানানো হয়, কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে সিদ্দারামাইয়াই। উপমুখ্যমন্ত্রী হবেন ডিকে শিবকুমার। কংগ্রেসের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শুধু দলের শীর্ষনেতৃত্বই নয়, আমন্ত্রণ জানানো হবে সমমনস্ক অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদেরও। গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণার পরই একে একে বিভিন্ন নেতাদের আমন্ত্রণ পাঠানো শুরু হয়েছে। আমন্ত্রণ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে তিনি এই অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন না। তাঁর বদলে যাবেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল সাংবাদিক বৈঠক করে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে তিনি জানান, সমমনস্ক রাজনৈতিক দলগুলিকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সামিল হওয়ার জন্য। তবে কোন কোন দল সেই আমন্ত্রণ পাচ্ছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। তবে সূত্রের খবর, কংগ্রেসের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা সে রাজ্যে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিনকেও। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিআরএস প্রধান তথা তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওকেও। তৃণমূল সূত্রেও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাওয়ার কথা জানানো হলেও, মুখ্যমন্ত্রী এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যেতে পারছেন না। তার বদলে কর্নাটক যাবেন লোকসভার সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। উল্লেখ্য, বিগত বেশ কিছু সময় ধরেই কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে তৃণমূলের। সংসদে শীতকালীন অধিবেশন থেকে শুরু করে বাজেট অধিবেশন, একই ইস্যুতে দুই দলই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেও, বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে আলাদাভাবে। কংগ্রেসের তরফে ডাকা সমমনস্ক বিরোধী দলগুলির বৈঠকও বারেবারে এড়িয়ে গিয়েছে তৃণমূল। তবে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাওয়ার পর সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার সৌজন্যের খাতিরে মুখ্যমন্ত্রী এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যান কি না, তাই এখন দেখার।

মাধ্যমিকে জেলার জয়জয়কার, কলকাতা জায়গা পেল না প্রথম দশে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মেঃ প্রকাশিত হল এবছরের মাধ্যমিকের ফলাফল। পরীক্ষার ৭৬ দিনের মাথায় রেজাল্ট বেরাল। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে ফলাফল প্রকাশ করেন। ফের একবার জেলায় জয়জয়কার। প্রথম দশে নেই কলকাতার কোনও পরীক্ষার্থী। এই বছরের মার্কশিটে থাকছে কিউ আর কোড। পূর্ব মেদিনীপুরে পাশের হার সবচেয়ে বেশি। তৃতীয় স্থানে আছে কলকাতা। প্রথম হয়েছে দেবদত্তা মাঝি। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৭। দেবদত্তা কাটোয়ার দুর্গাদাসী চৌধুরানী গার্লস স্কুলের ছাত্রী। ৬৯১ পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে ২ জন। শুভম পাল বর্ধমান মিউনসিপ্যাল হাইস্কুলের ছাত্র ও রিফত হাসান মালদহ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। ৬৯০ পেয়ে তৃতীয় হয়েছে ৬ জন। অর্ক মণ্ডল টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র, বেড়াচাঁপার সৌম্যদীপ মণ্ডল। মালদহের রামকৃষ্ণ মিশন থেকে চারজন তৃতীয় হয়েছে। তারা হল, স্বরাজ পাল, অর্ঘ্যদীপ সাহা, মাহির হাসান ও মহম্মদ ইমতিয়াজ। চলতি বছরে মোট ৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৩২১ জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। এবছর ২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং শেষ হয় ৪ মার্চ তারিখে। এদিন ২০২৪ এর মাধ্যমিক পরীক্ষার সম্ভাব্য শুরু ও শেষের দিন জানাল পর্ষদ। আগামী বছর এগিয়ে এল মাধ্যমিক পরীক্ষার তারিখ। সামনের বছর পরীক্ষা শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি। শেষ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। জালিয়াতি ও নকল রুখতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এবার মার্কশিট ও সার্টিফিকেট এ কিউআর কোডের ব্যবহার করবে। যাতে উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট এর নকল আটকানো যায়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে খবর ইতিমধ্যেই সেই সংক্রান্ত প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে সংসদের তরফে। চলতি বছরে ছাত্রছাত্রীরা যে মার্কশিট ও সার্টিফিকেট হাতে পাবেন সেখানে কিউআর কোড ব্যবহার থাকবে। মূলত এই কিউ আর কোড একাধিক জায়গায় বর্তমানে ব্যবহার করা হয়। বিশেষত যাতে যে কোনও জিনিস নকল না করা হয়। বর্তমানে ই-পেমেন্টের ক্ষেত্রেও কিউআর কোড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রের খবর কিউ আর কোডটি স্ক্যান করে ওই মার্কশিটটি আসল না নকল তা সহজেই ধরা পড়বে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কাছে একাধিক জাল মার্কশিটের খবর আসছে। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসে ইন্টারভিউ চলাকালীন উচ্চমাধ্যমিকের জাল মার্কশিট ধরা পড়েছে। এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে আসছে। তার পুনরাবৃত্তি এড়াতে সংসদের তরফে এই সিদ্ধান্ত বলেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে খবর। আগামী ২৪ মে দুপুর ১২টায় চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। এবছর রেকর্ড সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ফল প্রকাশ করবে। ৫৭ দিনের মাথায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ চলতি বছরের ফল প্রকাশ করছে। সাড়ে আট লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। ২৪ মে দুপুর সাড়ে বারোটার পর থেকে বিভিন্ন ওয়েবসাইট মারফত ফলাফল জানতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। তবে ২৪ তারিখ ফল প্রকাশ করা হলেও ৩১ মে সকাল ১১টার পর থেকেই স্কুলগুলি থেকে ছাত্রছাত্রীরা মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট পাবেন। ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। মাধ্যমিকে মেধাতালিকায় থাকা সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরই ব্যক্তিগত ভাবে ফোন করে শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, আগামী ৬ তারিখ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের তরফে। ধনধান্য স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে সেই অনুষ্ঠান। নিজে ফোন করে ওই অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মাকে নিয়ে আসার জন্য স্বয়ং আমন্ত্রণ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল পার্কে পুষ্পস্তবক অর্পণ জি-৭ নেতাদের, তুললেন 'ফ্যামিলি ফটো'

হিরোশিমা, ১৯ মে ঃ জাপানের হিরোশিমায় জি-৭ শিখর সম্মেলনের ফাঁকে হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল পার্কে পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন জি-৭ নেতারা। শুক্রবার সকালে পিস মেমোরিয়াল পার্কে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। জি-৭ নেতারা এদিন 'ফ্যামিলি ফটো'-ও তুলেছেন।জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার আমন্ত্রণে হিরোশিমা এসেছেন জি-৭ নেতারা। শুক্রবার সকালে হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল পার্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে স্বাগত জানান কিশিদা। এরপর জি-৭ নেতারা হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল পার্কে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। জি-৭ নেতারা জাপানের হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল পার্কে চারাগাছও রোপণ করেছেন।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জের, নিজের ভাইকে 'খুন' দাদার

কলকাতা, ১৯ মে ঃ পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে নিজের ভাইকে খুন করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণপুর এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম মুন্তাজ আলি মুনিম (২৫)। মুন্তাজকে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ইতিমধ্যেই তাঁর দাদা হজরত শেখকে আটক করেছে। বড় দাদা হজরতের বিভিন্ন কাজে অসন্তুষ্ট থাকায় তাঁর বাবা নুর ইসলাম ছেলেকে পারিবারিক সম্পত্তি দিতে নারাজ ছিলেন। নুর ইসলাম সম্প্রতি পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছোট ছেলে মুন্তাজ আলিকে দিয়ে দেবেন। সম্পত্তিগত পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে মুন্তাজ এবং হজরতের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই গণ্ডগোল

বেআইনি বাজি কারখানার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা, তল্লাশি, ৬ দফা নির্দেশ নবান্নের

কলকাতা, ১৯ মে ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনার পর সতর্ক প্রশাসন। নবান্নের তরফে দাখিল ছয় দফা নির্দেশ বৃহস্পতিবার দেওয়া হয়েছে পুলিশ সুপার এবং কমিশনারদের।নবান্নের নির্দেশ, রাজ্যের সমস্ত বেআইনি বাজি কারখানার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি, বেআইনি বাজি কারখানার কর্মীদের বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরির কথাও বলা হয়েছে।নবান্নের নির্দেশিকায় পুলিশ সুপার এবং কমিশনারদের বলা হয়েছে, বেআইনি বাজি তৈরির সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। নিয়ম বহির্ভূত ভাবে চলা বাজি কারখানাগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে তা। নিয়ম মেনে বেআইনি বাজি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বাজেয়াপ্ত করা বাজি কী ভাবে নষ্ট করতে হবে তা-ও জানিয়েছে নবান্ন।তাতে বলা হয়েছে, বাজেয়াপ্ত বাজি আদালতের নির্দেশ মেনে নষ্ট করতে হবে। বিপুল পরিমাণ বাজি উদ্ধার হলে প্রয়োজনে অল্প অল্প করে তা নষ্ট করতে হবে। বেআইনি বাজি প্রস্তুতকারকেরা যাতে আবার একই কাজ না করেন তা স্থানীয় থানাকে নিশ্চিত করতে হবে বলেও নির্দেশ নবান্নের। এগরার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল, মূল অভিযুক্ত ভানু বাগ আগেও বাজি কারখানা চালাতেন। তার পর গ্রেফতার হন। মুক্তি পেয়েই আবার তিনি বাজির কারবার শুরু করে দেন। ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি রুখতে নবান্ন স্পষ্ট জানিয়েছে, বেআইনি বাজি প্রস্তুতকারকেরা যাতে আবার একই কাজ না করে তা দেখতে হবে স্থানীয় থানাকেই।এই ধরনের বাজি কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি অংশ। রাতারাতি কারখানা বন্ধ হলে তাঁদের রুজিরোজগারের প্রশ্ন উঠবে। তাই নবান্নের নির্দেশ, প্রয়োজন মনে করলে স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে কর্মীদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে তারা বেআইনি বাজি কারখানায় কাজ না করেও সুস্থ ভাবে জীবনধারণ করতে পারেন। সর্বোপরি সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পরামর্শ পুলিশ প্রশাসনকে দিয়েছে নবান্ন।

রেকর্ড সময়ে নির্মাণ, ২৮ মে নবনির্মিত সংসদ ভবন দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ মেঃ আগামী ২৮ মে নবনির্মিত সংসদ ভবন দেশকে উসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নতুন সংসদ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং নতুন ভবনটি আত্মনির্ভর ভারতের চেতনার প্রতীক (আত্মনির্ভর ভারত)। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। সংসদের বর্তমান ভবনটি ১৯২৭ সালে উন্মুক্ত হয়েছিল এবং এখন প্রায় ১০০ বছর বয়স হতে চলেছে। বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী এই ভবনে জায়গার অভাব অনুভূত হচ্ছিল। উভয় কক্ষেই সংসদ সদস্যদের বসার সুবিধাজনক ব্যবস্থার অভাব ছিল, যা সদস্যদের কাজের দক্ষতাকে প্রভাবিত করছে। লোকসভা ও রাজ্যসভা, উভয় কক্ষই সংসদের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছিল। ফলস্বরূপ, ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। নবনির্মিত সংসদ ভবনটি রেকর্ড সময়ে গুণমানের সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে।

ছায়াছবিতে রাজ্যের নিষেধাজ্ঞায় সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ, প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের

কলকাতা, ১৯ মে ঃ 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়েও সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা রাজ্য সরকারের। এই ছবিতে রাজ্যের নিষেধাজ্ঞায় সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ দেওয়া হল। সুপ্রিম কোর্টে ছত্রে ছত্রে সমালোচিত রাজ্য সরকার।প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, এরপর কোথাও কিছু হলে, রাজ্য সরকারের দায়িত্ব রইল না।'' বাংলায় এবার 'দ্য কেরালা স্টোরি' প্রদর্শনে আপাতত রইল না কোনও বাধা। অশান্তির আশঙ্কার কথা বলে 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিষিদ্ধ করেছিল সরকার। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের, কড়া পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। এই প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ বলেন, রাজ্য সরকার আশঙ্কা করেছিল, যে 'দ্য কেরালা স্টোরি'তেসমাজের একাংশকে খুব বাজেভাবে দেখানো হয়েছে। এতে আইনশৃঙ্খলার ক্ষতি হতে পারে। মানুষে মানুষে বিভেদ আসতে পারে।.. সে জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এবং সেখানে যদি সুপ্রিম কোর্ট বলে না, সেটা স্থগিতাদেশ, তাহলে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব রইল না। এতে তো জেতা -হারার কোনও বিষয় নেই। ইতিমধ্যেই আপনারা দেখেছেন, অন্য একটি রাজ্যে অশান্তি হয়েছে। একটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও করতেও হয়েছে। কোর্ট বলেছে, করা যাবে না, তো তাঁদের ব্যাপার। ফলে এরপর কোথাও কিছু হলে, রাজ্য সরকারের দায়িত্ব রইল না।'

এগরা বিস্ফোরণে ধৃত ভানুর ভাইপোকে সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯ মে ঃএগরায় অবৈধ বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ভানু বাগের ভাইপো ইন্দ্রজি বাগকে পাঠানো হল সিআইডি হেফাজতে। বৃহস্পতিবার ধৃত ইন্দ্রজিকে কাঁথি আদালতে হাজির করানো হয়। বিচারক তাঁকে ৮ দিনের জন্য সিআইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে।এদিন দুপুরে ইন্দ্রজিকে হাজির করানো হয় কাঁথি আদালতে। পুলিশের দাবি, ইন্দ্রজি এগরাতেই ছিলেন। কাঁথি আদালতের লিগ্যাল সেলের আইনজীবী চন্দ্রশেখর দাস বলেন, ' বাগকে আজ কাঁথি মহকুমা আদালতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সিআইডির তরফে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করা হয়। বিচারক সব পক্ষের বক্তব্য শুনে ধৃতকে ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে কারবার, মৃত্যু হতে পারে এমন কাজ, দমকল আইন ইত্যাদি একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।'' আগামী ২৬ মে তাঁকে আবার কাঁথি আদালতে হাজির

ভারতে দ্রুত বিকাশের অন্যতম শর্ত হল রাজ্যগুলির যথার্থ উন্নয়ন

নয়াদিল্লি,১৯মেঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ওড়িশায় ৮০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন। পুরী এবং হাওড়ার মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করলেন তিনি। পুরী এবং কটক রেল স্টেশন দুটির আধুনিকীকরণ প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন তিনি। ওড়িশার ১০০ শতাংশ বিদ্যুৎ চালিত রেলপথ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ডাবল লাইনের সম্বলপুর-তিতলাগড় রেলপথ, আঙ্গুল-সুকিন্দা নতুন ব্রডগেজ লাইন, মনোহরপুর-রাউরকেল্লা-ঝারসুগুদা-জামগা রেলপথের তৃতীয় লাইন এবং বিচ্চু পল্লি-ঝারতারভা নতুন ব্রডগেজ লাইন প্রকল্পগুলির সূচনা হল ।ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে উপহার স্বরূপ এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আধুনিক এবং উন্নয়নকামী ভারতের প্রতীক। বিভিন্ন জায়গায় বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা চালু হওয়া ভারতের দ্রুতি এবং প্রগতিকে স্পষ্ট করে তোলে। এই ধরনের পরিষেবা বিকাশের অর্থে নতুন মাত্রা যোগ করে, পাশাপাশি যাত্রীদের ভ্রমণ আরও স্বচ্ছন্দ করে দেয়। তীর্থযাত্রাই হোক, বা অন্য কোনো কাজেই হোক, মানুষ এখন মাত্র সাড়ে ৬ ঘণ্টায় কলকাতা এবং পুরীর মধ্যে যাতায়াত করতে পারবেন এই ট্রেনে সওয়ার হয়ে- যা আগের তুলনায় অনেক কম। এরফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বাড়বে। নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে নতুন প্রজন্মের সামনে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুরের কোথাও যাতায়াতের প্রশ্নে মানুষের প্রথম পছন্দ ট্রেন। কাজেই পুরী এবং কটক রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণ নতুন রেলপথ কিংবা ওড়িশায় ১০০ শতাংশ বিদ্যু চালিত রেলপথ চালু হওয়া সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রশ্নে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।স্বাধীনতার অমৃতকালের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঐক্য এবং সম্মিলিত সক্ষমতা দেশকে উন্নতির সোপানে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাথমিক শর্ত। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত-এর ধারণাকে প্রতিফলিত করে।প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভারত যেভাবে বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে তাতে প্রতিটি রাজ্যের অবদান রয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। নতুন ভারত নিত্য-নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং তার সুফল প্রান্তিকতম এলাকাতেও পৌঁছে দেওয়ায় দায়বদ্ধ বলে আবারও জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বন্দে ভারত ট্রেনের পাশাপাশি ফাইভ জি প্রযুক্তি এবং অতিমারীর সময় প্রতিষেধক উৎপাদনের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওড়িশার জন্য রেল খাতে বরাদ্দ বাজেটে অনেকটাই বেড়েছে। ২০১৪র আগে যেখানে প্রতি বছর গড়ে মাত্র ২০ কিলোমিটার রেলপথ তৈরি হত সেখানে ২০২২-২৩এ নির্মিত হয়েছে ১২০ কিলোমিটার রেলপথ। ওড়িশার বকেয়া নানা রেল প্রকল্পের কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন।ওড়িশা হল সেই রাজ্যগুলির একটি যেখানে ১০০ শতাংশ রেলপথ বিদ্যু চালিত- এ কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গেও সব রেলপথকে বিদ্যুৎ চালিত করে তোলার কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। বিদ্যুৎ চালিত রেলপথ খনিজ সমৃদ্ধ ওড়িশাকে নানান দিক থেকে উপকৃত করবে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। পরিবেশের পাশাপাশি সামগ্রিক বিকাশের প্রশ্নেও বিদ্যুৎ চালিত রেলপথ ইতিবাচক ও সহায়ক বলে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য। পরিকাঠামোগত বিকাশ মানুষের জীবনযাপন সহজ সাধ্য করে তোলার পাশাপাশি ক্ষমতায়নের বিষয়টিও নিশ্চিত করে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে তিনি পিএম সৌভাগ্য যোজনার কথা বলেন- যার আওতায় দেশের আড়াই কোটি পরিবার বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়ে গেছেন। এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ৭ লক্ষ ২৫ হাজার এবং ওড়িশার ২৫ লক্ষ পরিবার।দেশে উড়ান পরিষেবাও দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে বিমান বন্দরের সংখ্যা ৭৫ থেকে বেড়ে ১৫০ হয়েছে। সাধারণ মানুষও এখন এই পরিষেবা ব্যবহার করছেন যা বোঝা যায় সোস্যাল মিডিয়ায় তাঁদের পোস্ট থেকে। পরিকাঠামো খাতে ১০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি কৃষকদের সামনে নতুন নতুন বাজারের দরজা খুলে দেওয়া, পর্যটনের প্রসার এবং শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুযোগ সামনে এনে দেওয়ার মতো নানান লক্ষ্য পূরণ সম্ভব করে তোলে। সাধারণ মানুষের কল্যাণে সরকারের গৃহীত গরিব কল্যাণ যোজনা, আয়ুস্মান কার্ড, আবাস যোজনা কিংবা জল জীবন মিশনের মতো নানা কর্মসূচির উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের দ্রুত বিকাশের প্রশ্নে রাজ্যগুলির যথার্থ উন্নয়ন প্রাথমিক শর্ত। একথা মাথায় রেখেই পঞ্চদশ অর্থ কমিশন পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার মতো রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় ওড়িশা যাতে আরও দক্ষ হয়ে ওঠে সেজন্য ৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে সরকার।পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং প্রতিটি অঞ্চলের বিকাশ নতুন ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওড়িশার রাজ্যপাল গনেশীলাল, মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ ও ঔদ্যোগিকতা দপ্তরের মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান প্রমুখ।প্রেক্ষাপটপুরী এবং হাওড়ার মধ্যে চলাচলকারী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ট্রেনের যাত্রাপথে পড়ছে ওড়িশার খুরদা, কটক, জাজপুর, ভদ্রক ও বালেশ্বর জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলা। দ্রুত গতির এই ট্রেন যাত্রীদের সাচ্ছংদের পাশাপাশি পর্যটন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের পালে হাওয়া লাগাবে।পুরী এবং কটক রেল স্টেশন দুটির আধুনিকীকরণ প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী। এই কাজ শেষ হলে যাত্রীরা পাবেন আন্তর্জাতিক মানের পরিষেবা।ওড়িশায় ১০০ শতাংশ বিদ্যুৎ চালিত রেলপথ প্রধানমন্ত্রী উৎসর্গ করেছেন জাতির উদ্দেশে। এর ফলে ব্যয় সাশ্রয়ের পাশাপাশি আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের ওপর নির্ভর কমবে। প্রধানমন্ত্রী আজ আরও যেসব প্রকল্পের সূচনা করেন তা পূরণ করবে ওড়িশার মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা।

উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে এক বিশেষ স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির সূচনা

নয়াদিল্লি,১৯ মেঃবিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবস। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত এক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে দেশের ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে এ ধরনের ৭৫ কোটি নাগরিকের জন্য। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে এই কর্মসূচি রূপায়ণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।কেঃদ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র যৌথ উদ্যোগে জি-২০-র আওতায় ' রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে বিশেষ উদ্যোগ' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে একথা ঘোষণা করেন নীতি আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) ডঃ ভি কে পল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেঃদ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব শ্রী রাজেশ ভূষণ, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিশেষ সচিব শ্রী এস গোপালকৃষ্ণন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ টেড্রোজ আধানম গেব্রেইসাস এবং হু সিআরও-র ডিরেক্টর ডঃ পুনম ক্ষেত্রপাল সিং। তাঁরা সকলেই ভার্চ্যুয়াল মঞ্চে উপস্থিত থেকে তাঁদের নিজের নিজের বক্তব্য পেশ করেন।এই উদ্ভাবনী কর্মসূচি প্রসঙ্গে ডঃ পল জানান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা পর্যায়ে এই কর্মসূচিটি সমষ্টিগতভাবে রূপায়িত হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় সহায়সম্পদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে যেতে আগ্রহী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার অমৃতকাল অর্থা, আগামী ২৫ বছরের মধ্যে ভারত একটি উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। এই লক্ষ্যে নাগরিকদের আয়ুষ্মান বৃদ্ধি, প্রসবকালীন মা ও শিশুর মৃত্যুহার হ্রাস ইত্যাদির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। ২০২৩-২৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেটের খসড়ায় এই প্রথম ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এক সুসংবদ্ধ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে ডঃ পল উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বতোভাবে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মোকাবিলা করা হবে। এজন্য দে। লক্ষেরও বেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রচালু করা হবে। ব্যবস্থা থাকবে টেলি-মেডিসিন ও ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবারও।উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে ডঃ পল জানান যে একেবারে নিচের তলা থেকেই উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে রোগীদের শুধুমাত্র চিহ্নিত করাই নয়, জোর দেওয়া হবে উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধের ওপরও। এজন্য চিহ্নিত রোগীদের অন্তত ৮০ শতাংশকে যাতে দ্রুত চিকিসার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয় তা নিশ্চিত করতে সকল পক্ষকেই কাজে লাগানো প্রয়োজন। বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিকেও এই কাজে সামিল করা একান্তভাবে জরুরি বলে তিনি মনে করেন। এছা।াও, বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকেও এই উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক স্বাস্থ্য কর্মসূচি রূপায়ণে এগিয়ে আসতে হবে।উচ্চ রক্তচাপের মতো একটি জটিল রোগের নিয়ন্ত্রণে জীবনশৈলী পরিবর্তনের ওপর বিশেষ জোর দেন ডঃ ভি কে পল। তিনি বলেন, এজন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি ব্যায়াম এবং অন্যান্য নিয়মকানুনও রোগীদের মেনে চলা উচিত। এই কর্মসূচিকে সমষ্টিগতভাবে জন-আন্দোলন রূপে গ।ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। ' অভিন্ন বিশ্ব তথা এক অভিন্ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা' গড়ে তুলতে প্রতিটি দেশকেই এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে বলে ডঃ পল মন্তব্য করেন।ভারতের এই উদ্যোগের বিশেষ প্রশংসা করে ডঃ গেব্রেইসাস বলেন যে ৭৫ কোটি উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের সুস্থ রাখতে ভারত সরকারের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক লক্ষ্যমাত্রা আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এক বিশেষ মাত্রা যোগ করবে বলে তিনি মনে করেন।ডঃ পুনম ক্ষেত্রপাল সিং এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানান। তিনি স্বাগত জানান নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণে দে। লক্ষেরও বেশি ' ভারত স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র' গড়ে তোলার সিদ্ধান্তকেও। এই কাজে গতি সঞ্চারের জন্য তিনি আর্জি জানান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির কাছেও। অন্যদিকে দেশের অর্থনীতি, সমাজ এবং মহামারী প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের একটি তথ্যসূত্র তুলে ধরেন কেঃদ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব শ্রী রাজেশ ভূষণ। তিনি বলেন, গত দু'দশকে ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে ৭ শতাংশের মতো। সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে দেশবাসীর গ। আয়ুষ্কাল। কিন্তু জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এখন আরও বেশি করে অলস হয়ে উঠেছে। এই সমস্যার সমাধানে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন তথা সচেতনতা প্রসারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রী বিশাল চৌহান, ভারতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ডঃ রডরিকো এইচ অফ্রিন ছাড়াও জি-২০ভুক্ত দেশগুলির অন্যান্য প্রতিনিধি এবং হু সিআরও রাষ্ট্রগুলির অংশগ্রহণ কারীরাও উপস্থিত ছিলেন এই বিশেষ অনুষ্ঠানে।

২০ মে বিরোধীদের সমাবেশ বসছে বেঙ্গালুরুতে, সিদ্দা ও শিবকুমারের শপথ ঘিরে সাজোসাজো রব

বেঙ্গালুরু, ১৯ মে ঃবেঙ্গালুরুতে সাজোসাজো রব। ২০ মে, শনিবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। একইসঙ্গে ওই দিন কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ডি কে শিবকুমার। মন্ত্রিসভার আরও কয়েকজন সদস্যও শপথ নেবেন। এনিয়ে দ্বিতীয়বার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে চলেছেন সিদ্দারামাইয়া। প্রথম দফায় তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত।কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর শপথে ফের হয়তো দেখা যেতে পারে বিরোধী ' তারকা রাজনীতিকদের ভিড়। অন্তত এমনটাই আশা করছে কংগ্রেস। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের সমমনোভাবাপন্ন সহযোগী দলগুলির পাশাপাশি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারত রাষ্ট্র সমিতির প্রধান তথা তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও থাকছেন আমন্ত্রিতের তালিকায়।৫ বছর আগে কর্ণাটকের 'সৌজন্য-ই ভারতীয় রাজনীতি এক সন্ধিক্ষণের সাক্ষী হয়েছিল। জেডিএস-কংগ্রেস জোটের মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীর শপথে দেখা গিয়েছিল বিজেপি বিরোধী নেতাদের ' সমাবেশ। সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী, মমতা, সীতারাম ইয়েচুরি, চন্দ্রবাবু নায়ডু, অখিলেশ যাদব, মায়াবতী, শরদ পওয়ারদের দেখা গিয়েছিল এক মঞ্চে। ২০ মে ফের একবার বিরোধীদের সমাবেশ বসতে চলেছে বেঙ্গালুরুতে।

ত্রিদেশীয় সফরে রওনা প্রধানমন্ত্রী জাপান, পাপুয়া নিউ গিনি ও অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে ঠাসা কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃ ত্রিদেশীয় সফরে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে প্রথমে জাপানের হিরোশিমার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই সফরকালে তিনি জাপান, পাপুয়া নিউ গিনি এবং অস্ট্রেলিয়া যাবেন। ত্রিদেশীয় সফরের শুরুতে শ্রী মোদী, জাপানের হিরোশিমায় সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার আমন্ত্রণে জি-৭ শিখর সম্মেলনে যোগ দেবেন। জি-৭ সম্মেলনে শান্তি, সুস্থিতি, খাদ্য, সার ও শক্তি নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রগতি নিয়ে সদস্য দেশগুলির সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী। সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদী, অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ্রে সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি পাপুয়া নিউগিনিতে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সহযোগিতা সংক্রান্ত তৃতীয় সম্মেলনে যৌথ সভাপতিত্ব করবেন। শেষ ধাপে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও অংশ নেবেন শ্রী মোদী। হিরোশিমার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে এই সফরকে ঘিরে তিনি যে কতটা উদ্বিগ্ন, তা টুইট করে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

২৮ মে আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী, অংশ নেবেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃ আগামী ২৮ মে আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। আমেরিকা সফরে গিয়ে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালযের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন রাহুল গান্ধী। ২৯-৩০ মে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হবেন রাহুল গান্ধী।এর আগে ঠিক হয়েছিল ৩১ মে আমেরিকা সফরে যাবেন রাহুল গান্ধী। ৩১ মে থেকে ১০ দিনের আমেরিকা সফরে যাওয়ার কথা ছিল রাহুল গান্ধীর। আর শুক্রবার কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, রাহুল গান্ধী আগামী ২৮ মে আমেরিকা সফরে যাবেন।

মাকে নিয়ে ফেসবুকে কাতর আরজি সুদীপার

কলকাতা,১৯ মে ঃকিছুদিন আগেও বিশ্ব মাতৃদিবসে মাকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট দিয়েছিলেন সুদীপা। মায়ের ছবি শেয়ার করে ফেসবুকে লিখেছিলেন, জীবনের প্রথম পাওয়া উপহার- ' জীবনের প্রথম ডাক- ' সব পথ যখন থমকে দাঁড়ায়, তখন দুহাত পেতে আগলে রাখে- ' জীবনের সবচেয়ে সেরা আনন্দ- মায়ের মুখে দেখতে পাওয়া হাসি। তাই, যদি একটা দিনে- তাঁকে একটু বিশেষ করে আদর-যত্ন করা যায়, তাতে ক্ষতি কি? আমার মা- আমার দেখা, পৃথিবীর সবচেয়ে সরল মনের মানুষ। তোমার মতো হতে পারবো না কেউ। তাই, তোমাকে বারবার কুর্নিশ জানালেও- তা কমই হয়। বেঁচে থাকো মা।প্লিজ মায়ের জন্য প্রার্থনা করুন, ফেসবুকে লিখেছিলেন সুদীপা। অনেকেই তারকার মায়ের জন্য চিন্তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ কামনাও করেছেন।কিন্তু অভিনেত্রীর এই কামনার দু'দিন পরই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তাঁর মা। সময়টা ভাল যাচ্ছে না সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ের। আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত টেলিভিশনের জনপ্রিয় সঞ্চালিকার মা। হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে তাঁকে। ফেসবুকে এই খবর জানিয়েছে সুদীপা। মায়ের জন্য প্রার্থনা করার আরজি জানিয়েছেন তিনি। শোনা গিয়েছে, বিপদ বুঝে অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য অপেক্ষা করেননি সুদীপা। নিজের গাড়িতেই হাসপাতালে নিয়ে যান মাকে। আপাতত সিসিউতে তাঁর চিকিৎসা করছে।

সিএ মালদ্বীপ-এর মধ্যে মউ স্বাক্ষরের প্রস্তাবে অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি,১৯মেঃইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই) এবং দ্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ দ্য মালদ্বীপজ (সিএ মালদ্বীপ)-এর মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরের বিষয়ে সম্মতি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক এই অনুমোদনদানের সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়।আইসিএআই এবং সিএ মালদ্বীপ-র লক্ষ্য হল অ্যাকাউন্টস-এর ক্ষেত্রে জ্ঞান, পেশাদারিত্ব এবং মেধা বিকাশের বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসার। এছাড়াও, আইসিএআই এবং সিএ মালদ্বীপ-এর সদস্যদের এই দু'দেশের মধ্যে পেশাগতভাবে অ্যাকাউন্ট্যান্সির উন্নয়নে আগ্রহী করে তোলাও এই চুক্তি স্বাক্ষরের অন্যতম উদ্দেশ্য।এই মউ স্বাক্ষরের পথ ধরে আইসিএআই মালদ্বীপের সঙ্গে অংশীদারিত্বের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে তোলার সুযোগ পাবে। শুধু তাই নয়, এই মউ স্বাক্ষরের ফলে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে পেশাগত কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্ক আরও নিবি। হয়ে উঠবে। দু'দেশের পেশাদারদের মধ্যে একদিকে যেমন এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে তেমনই বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হবে।মউ স্বাক্ষরের দলিলে বলা হয়েছে যে পারস্পরিক মত ও তথ্য বিনিময় এবং প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত গবেষণা এবং দু'দেশের অ্যাকাউন্ট্যান্টদের মধ্যে পেশাগত উন্নয়ন ও বিকাশ প্রচেষ্টার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। এজন্য তৈরি করা হবে সুনির্দিষ্ট ওয়েবসাইট এবং আয়োজিত হবে সেমিনার, কনফারেন্স এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সফর বিনিময় কর্মসূচি। এছাড়াও, অ্যাকাউন্ট্যান্সির ক্ষেত্রে সর্বশেষ উন্নয়ন সম্পর্কে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে তথ্যেরও আদানপ্রদান ঘটবে। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অ্যাকাউন্টান্টস (আইএফএসি)-এর সদস্য পদের জন্য সিএ মালদ্বীপ বিশেষভাবে আগ্রহী। বর্তমানে এই সংস্থায় ১৩৫টি দেশের ১৮০ জন সদস্

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০মে শনিবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২০মেঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৫ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৭.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮১শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার । জোয়ার- সকাল ৭ টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০৩মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ ব্যস্ত কাজের সূচী আপনাকে খিটখিটে করে তুলতে পারে। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয় করা
বৃষভ রাশিঃবাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জল করবে। নিস্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন। শুভদিন হবে
মিথুন রাশিঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। আপনি কমিশন- ডিভিডেন্ট- বা রয়্যালটি থেকে বেনিফিট পাবেন। অর্থ ব্যয়।
কর্কট রাশিঃবাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। সংসারে শান্তি হবেই।
সিংহ রাশিঃআপনি শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন।
কন্যা রাশিঃআপনি আপনার শখ পূরণে অথবা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন আজই।
তুলা রাশিঃআপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে।শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব শুভদিন
ধনু রাশিঃআপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে।।
মকর রাশিঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চার প্রতি একনিষ্ঠ হোন।।
কুম্ভ রাশিঃআপনার বদ অভ্যাস আপনার উপর ব্যাপক প্রতিহিংসা নেবে। বিবাহের যোগ হবেই আজ
মীন রাশিঃঅত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। তৈরি করতে সাহায্য করবে। বান্ধবী আপনাকে প্রতারিত করতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য ভালো দিন কারণ তারা আকস্মিক অপ্রত্যাশিত মুনাফা বা

গোঘাটে স্বামীস্ত্রীর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

বনস্পতি দে, গোঘাট, ১৯মে ঃ বাড়ির ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। শুক্রবার সাতসকালে এমনই এক দৃশ্য দেখে হাড়হিম হয়ে গেল গোঘাটবাসীর। রহস্যজনক জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল গোঘাটের হাটতলা এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোঘাট থানার পুলিশ। মৃতদের নাম সুনীল বারুই ও নমিতা বারুই। ষাট উর্ধ্ব দুজনেই স্বামী স্ত্রী বলে জানা গিয়েছে। পাড়া সূত্রে জানা গিয়েছে, সুনীলবাবু একটি স্কুলে চাকরি করতেন। তাঁর স্ত্রী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। অবসরের পর থেকে সুনীলবাবুও মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তার জেরে প্রায়শই নিজেরাই ঘরের ভিতরে মারামারি করতেন বলে জানান প্রতিবেশীরা। এক আত্মীয়ের দাবি, বৃহস্পতিবার সারাদিন বাড়ি থেকে বের হননি তাঁরা। শুক্রবার সকালে যখন আম দিতে বাড়িতে যান, তখন দেখেন ভিতর থেকে খিল দেওয়া রয়েছে। পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় ওই আত্মীয়র। তিনি দেখেন, স্বামী স্ত্রী দুজনেই রক্তাক্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছেন। কেউ বাড়ির ভিতরে আবার কেউ বাড়ির উঠোনে। তার পরেই স্থানীয়দের ও পুলিশে খবর দেওয়া হয়। অনুমান করা হচ্ছে, একদিন আগেই দুজনে ফের মারামারি করেন। তখনই লোহার রড দিয়ে একে অপরের উপর আঘাত করেন। আর তার জেরেই মৃত্যু বলে মনে করছেন আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা। তবে ঠিক কিভাবে মৃত্যু? দুজনের আঘাতেই মৃত্যু? নাকি অন্য কোন রহস্য রয়েছে? গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠায়।

এক প্রতিবেশী এই বিষয়ে জানান, নমিতা বারুইয়ের মানসিক অবস্থা ঠিক ছিল না। এই নিয়ে তাঁদের বাড়িতে অশান্তি ছিল। সুনীলবাবুও খুব মনমরা হয়ে থাকতেন। উনি অবসর নেওয়ার পর বাড়িতে অশান্তি আরও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রায়ই ওনাদের বাড়ি থেকে চিৎকার ঝগড়ার আওয়াজ আসত। কিছুদিন ধরে সুনীলবাবুও মানসিক রোগে ভুগতে শুরু করেছিলেন। আজ ওনাদের এক আত্মীয় যখন বাড়ির ভিতরে তাঁদের দেখতে যান, সেই সময়েই দেখতে পান যে দুজন নিথর অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তখনই আমরা সবাই ছুটে যাই, ও পুলিশকে খবর দিই। যা মনে হচ্ছে তাতে নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। এই দুজন বয়স্ক মানুষের জন্য খুবই খারাপ লাগছে। যদিও রহস্য জনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকা জুড়ে।

ঘুসুড়িতে তিরুপতি জুটমিলে আগুন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ মে ঃ হাওড়ার ঘুসুড়িতে তিরুপতি জুটমিলে আগুন। প্রচুর টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। ঘুসুড়ির তিরুপতি জুটমিলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। শুক্রবার দুপুরে ওই জুটমিলে হঠাৎই আগুন দেখা যায়। এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা গোডাউনে। গোডাউনে প্রচুর টাকার জিনিস মজুত ছিল। অগ্নিকাণ্ড এতটাই ভয়াবহ আকার নেয় যে পুরো গোডাউনের বেশিরভাগ মজুত মালই এদিনের অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। প্রায় ঘন্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগে। ঘটনার তদন্ত করা হবে। আগুন আশেপাশে ছড়িয়ে পড়লে আরো বড় ঘটনা ঘটতে পারতো বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনায় প্রচুর টাকার ক্ষয়ক্ষতি হলেও হতাহতের খবর নেই।

রক্তদানে মানতে হবে বিশেষ নিয়ম, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ স্বাস্থ্য দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ রক্তদানের সময়ই জানা যাবে আপনি কতটা সুস্থ রয়েছেন। কোন রোগ থাকলে রক্তদান সম্ভব নয়। আবার সাবালক না হলেও সুস্থ শরীর এবং স্বাভাবিক রক্তচাপ ও পালস রেট ঠিক থাকলে রক্তদান সম্ভব। সেক্ষেত্রে অভিভাবক অনুমতি দেবেন। এখন ৬৫ বছরের বয়স্ক ব্যক্তি রক্তদান করতে পারবেন। এমন অনেক তথ্য বিজ্ঞপ্তি আকারে স্বাস্থ্য দফতর গত বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কি সেই নিয়ম দেখে নিন- প্রাথমিক নিয়ম-১) ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর। ২) সর্বোচ্চ বয়স ৬০ বছর (প্রথমবারের দাতা হলে) থেকে ৬৫ বছর (নিয়মিত দাতা হলে)।

৩) ন্যূনতম ওজন হতে হবে ৩৫০ মিলি দানের ক্ষেত্রে ৪৫ কেজি, ৪৫০ মিলি দানের ক্ষেত্রে ৫৫ কেজি এবং অ্যাফোরেসিসের ক্ষেত্রে ৫০ কেজি।৪) রক্তদানের সময়ে রক্তচাপ থাকতে হবে ১০০-১৪০৬-৯০, পালস রেট থাকতে হবে ৫০-১০০ প্রতি মিনিটে দু'টি রক্তদানের মধ্যে পুরুষদের ৩ মাস ও মহিলাদের ৪ মাসের ন্যূনতম ব্যবধান রাখতে হবে। কারা পারবেন না- ১) হেপাটাইটিস বিসি, এইচআইভি, ম্যালেরিয়া, টিবি থাকলে। ২) মহিলারা স্তন্যদান করালে এবং ঋতুস্রাব

চলাকালীন। ৩) ওপেন হার্ট (বাইপাসসহ) কিংবা অঙ্কো সার্জারি হলে। ৪) অ্যাজমা, ক্যানসার, চেস্ট পেন, হার্টের অসুখ, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ, এন্ডোক্রিন ডিজঅর্ডার, খিঁচুনি কিংবা মৃগীর ইতিহাস, স্কিৎজোফ্রেনিয়া থাকলে। ৫) ইনসুলিন, নাইট্রোগ্লিসারিন, ডিজিটালিসের পাশাপাশি অ্যান্টিকনভালস্যান্ট, অ্যান্টি-এরিথমিক্স, অ্যান্টি কোয়াগুল্যান্ট, অ্যান্টি-থাইরয়েড ওষুধের মতো ওষুধ চললে। ক্ষেত্রবিশেষে বিরতি- ১) সন্তান প্রসবের পর অন্তত ১২ মাস এবং গর্ভপাতের পর অন্তত ৬ মাস। ২) অ্যানাস্থেশিয়া করে বড় অস্ত্রোপচারে বেশি রক্তক্ষরণ হলে অন্তত ১২ মাস। ৩) ছোটখাটো অস্ত্রোপচার হলে, রক্ত নিলে, দাঁত তুললে কিংবা দাঁতের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অন্তত ৬ মাস। ৪) ঠান্ডা লাগা, সর্দিকাশি-সাইনাসাইটিস, কোভিড, ফ্লু ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেরে ওঠার পর অন্তত ২৮ দিন। ৫) টাইফয়েড, কলেরা, প্যাপিলোমা ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মেনিঙ্গোকক্কাল, পার্টুসিস, নিউমনো কক্কাল, পোলিও, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, প্লেগ ইত্যাদির টিকা নিলে অন্তত ১৪ দিন। ৬) মিজলস, রুবেলা, মাম্পস, জাপানিজ এনসেফালাইটিস, ইয়েলো ফিভার, হেপাটাইটিস-এ টিকা নিলে অন্তত ২৮ দিন।৭) টিটেনাস ভ্যাকসিন, অ্যান্টি-স্নেক ভেনম সিরাম, অ্যান্টি-ডিপথেরিয়া সিরামের ক্ষেত্রে ২৮ দিন। ৮) অ্যান্টি-রেবিস ও হেপাটাইটিসবি টিকার ক্ষেত্রে ১২ মাস। টিকা এবং ট্যাটুর ক্ষেত্রে- ১) করোনার টিকা নিলে ১৪ দিন। ২) যে কোনও অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স শেষ হওয়ার পর অন্তত ১৪ দিন। ৩) আকুপাংচার, ট্যাটু ইত্যাদির ক্ষেত্রে অন্তত ১২ মাস। ৪) এমন কোনও ওষুধ যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এখনও অজানা।

ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রা নিম্নমুখী, আপাতত বর্ষণ চলবে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ বৃষ্টি হয়ে চলেছে কলকাতাসহ

দক্ষিণবঙ্গজুড়ে। মাঝেমধ্যেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামছে, সেই সঙ্গে বইছে দমকা ও ঝোড়ো হাওয়া। আপাতত এমনই আবহাওয়া থাকবে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কোনও কোনও জেলায় শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনাও রয়েছে। কলকাতার পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে হাওড়া, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, নদিয়ায়। এদিকে, ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় হালকা হওয়া বইছিল। সকালের দিকে মাঝেমধ্যেই আকাশ আংশিক মেঘলা ছিল। কখনও কখনও আবার রোদের দেখা পাওয়া যায় শহরের আকাশে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী সোমবার পর্যন্ত কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় হাওয়ার বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিমি। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরের জেলাগুলিতেও বৃষ্টি হতে পারে।

ব্যাংক, সাইবার জালিয়াতি রুখতে ফেসবুক 'লাইভ', সতর্ক করবে লালবাজার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ কখনও ফোন করে চেয়ে নেওয়া হচ্ছে ব্যাংকের তথ্য। আবার কখনও বা সুকৌশলে মেল পাঠিয়ে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ বা লিঙ্ক পাঠিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এ ছাড়াও রয়েছে সেক্সটরশন চক্র, যারা অশ্লীল ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করছে। আধুনিক জালিয়াতদের পাল্লায় পড়ে ঘুম উড়েছে আমজনতার একটা বড় অংশের। লালবাজারের গোয়েন্দারাও রীতিমত নাকাল। তদন্তে ভাড়া বা 'মিউল অ্যাকাউঃট'-এর মালিকদের সন্ধান পেয়ে তাদের গ্রেফতার করেন। অনেক সময়ই আড়ালে থেকে ফের শুরু করে জালিয়াতি। এই অবস্থায় সাইবার ও ব্যাংক জালিয়াতি থেকে শহরবাসীকে রেহাই দিতে এবার টিভি চ্যানেলের আদলেই আলোচনা সভার আয়োজন করছেন কলকাতা পুলিশের কর্তারা। লালবাজারের গোয়েন্দা কর্তা ও আধিকারিকদের এই 'প্যানেল ডিসকাশন'-এর শুরুতেই থাকছে জামতাড়া জালিয়াতি। এরপর আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে হবে এই আলোচনা। পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন ধরনের সাইবার ও ব্যাংক জালিয়াতির ফাঁদ পেতে রেখেছে জালিয়াতরা। দেখা গিয়েছে, তাদের মধ্যে মূলত রয়েছে ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া, রাজস্থানের ভরতপুর ও নাইজেরীয়রা। এর আগে সাইবার ও ব্যাংক জালিয়াতি ঠেকাতে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার চালিয়েছে লালবাজার। বিভিন্ন মানুষকে জানাতে লালবাজারের কর্তারা বসাচ্ছেন আলোচনাসভা। টিভিতে যেমন 'প্যানেল ডিসকাশন'-এর অনুষ্ঠান, হয়, একেবারে সেই আদলেই। প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে সঞ্চালক হবেন কলকাতা পুলিশের এক কর্তা। আলোচনায়

স্কুল কলেজ ও আবাসনে ছাত্রছাত্রী এবং প্রবীণদের মধ্যে পুলিশ প্রচার চালিয়েছে। কিন্তু এরপরও জালিয়াতদের কবলে পড়ে প্রায় সর্বস্ব হারাচ্ছেন বহু শহরবাসী। সেই কারণেই আনকোরা নতুন এক পরিকল্পনা করেছেন পুলিশকর্তারা। বিভিন্ন ধরনের সাইবার ও ব্যাংক জালিয়াতি কীভাবে হচ্ছে ও কী কী উপায়ে তা রোধ করা যায়, তা সাধারণ থাকবেন চার বা পাঁচজন পুলিশ আধিকারিক। সঞ্চালক তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের রাস্তা জানবেন। আগামী সপ্তাহ থেকেই ফেসবুক লাইভে এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হবে। প্রথম 'প্যানেল ডিসকাশন'-এ জামতাড়ার জালিয়াতরা যে পদ্ধতিগুলির সাহায্যে জালিয়াতি করছে, তা বোঝানো ও তা এড়িয়ে চলার পরামর্শ থাকবে।

মাধ্যমিকে মহকুমার মধ্যে প্রথম ক্যানিংয়ের শিবম

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৯ মে ঃ এবার মাধ্যমিকে ক্যানিং মহকুমার মধ্যে প্রথম ও রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ক্যানিংয়ের তাঁতকল মোড় এলাকার বাসিন্দা শিবম পাঠক। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৪। ক্যানিংয়ের নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভমেন্ট স্কুলের ছাত্র সে। ভৌতবিজ্ঞানে ১০০, অঙ্ক ও জীবন বিজ্ঞান ও ভূগোলে ৯৯, বাংলায় ৯৮, ইংরেজিতে ৯৭ ও ইতিহাসে ৯২ নম্বর পেয়েছে শিবম। শিবমের ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার। ইতিমধ্যেই সে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশুনা শুরু করে দিয়েছে। তার এই সাফল্যের পিছনে একদিকে যেমন স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকার অবদান রয়েছে, তেমনি বাবা মানস পাঠক, মা কাকলি পাঠক ও দিদি তিতলি পাঠকের ভূমিকা সর্বাধিক বলেই দাবি করেছে শিবম। মানস বলেন, ও ভালো ফল করবে জানতাম, কিন্তু রাজ্যের প্রথম দশের মধ্যে স্থান করবে ভাবতে পারিনি। শিবমের স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দাস বলেন, আমরা একেবারেই নতুন স্কুল। অসহায়, পিছিয়ে পড়া নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পড়ুয়ারাই মূলত আমাদের ছাত্রছাত্রী। অল্প কয়েকদিনেই যে আমাদের পড়ুয়ারা ভালো রেজাল্ট করতে সক্ষম হয়েছে তাতে আমরা ভীষণ খুশি ও আনন্দিত। তাকে নিয়ে তার বন্ধুবান্ধবরা আনন্দ করছে। তার স্কুলেও আনন্দের সারা পড়ে গিয়েছে বলে খবর মিলেছে।

সুদীপ্তর প্রশ্ন গণতন্ত্র নিয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ শীর্ষ আদালতের নির্দেশে বাংলায় 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়েছে। তাই খুব আশা নিয়ে কলকাতায় পা রেখেছিলেন পরিচালক সুদীপ্ত সেন। সঙ্গে এসেছেন অভিনেত্রী অদা শর্মা। কিন্তু দু'জনেই দেখলেন শহরের অন্য ছবি। সুদীপ্ত প্রশ্ন তুললেন গণতন্ত্র নিয়েও। কলকাতায় তবে কি যা বলা হয়, তেমনটা হয় না? কলকাতার সব প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি প্রদর্শন করার অনুমতি মিলেছে। সাংবাদিক বৈঠক উপলক্ষে ভোরবেলার উড়ান ধরে মুম্বই থেকে কলকাতায় এসেছেন পরিচালক সুদীপ্ত সেন। ভেবেছিলেন এ শহরে প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে তাঁর ছবি। সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর কণ্ঠে ঝরে পড়ল খেদ। সুদীপ্ত বললেন, আমি এবং অদা রাজনীতিবিদ নই। আমরা অন্য কিছু জানি না। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরও কিন্তু কোনও হলে দেখানো হচ্ছে না ছবিটি। দেখে হতাশ হলাম। জানালেন, খুব আশা নিয়ে কলকাতা এসেছিলেন। প্রেক্ষাগৃহ ঘুরে ঘুরে দেখবেন আর আনন্দ করবেন ভেবেছিলেন বাঙালিদের সঙ্গে। কিন্তু কোথাও দেখানো না হলে কী করবেন বুঝতে পারছেন না সুদীপ্ত। ৮ মে রাজ্যে 'দ্য কেরালা স্টোরি' ছবিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর থেকেই বিভিন্ন মহলে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা শুরু হয়। সমাধানসূত্র পেতে ছবির নির্মাতারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। অবশেষে বৃহস্পতিবার রায় বেরোয়। পশ্চিমবঙ্গে এই ছবি প্রদর্শনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। ফলে সিনেপ্রেমীদের মধ্যে ফের ছবিটি দেখার উৎসাহ চোখে পড়েছে। কিন্তু কোথায় কী? এখনও অবধি 'দ্য কেরালা স্টোরি' অচল কলকাতায়, আক্ষেপ সুদীপ্তর।

প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি খারিজ, বিবৃতি এসইউ সিআই(সি)-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি খারিজ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে শুক্রবার বিবৃতি দিল এসইউসিআই(সি)দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন,নিযোগে দুর্নীতির প্রশ্ন ছাড়াও হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আজ ৩২০০০ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি খারিজের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। ফলে আপাতত তাঁরা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বস্তি পেয়েছেন। কিন্তু এই শিক্ষকদের সামাজিকভাবে বারবার যে অবমাননার শিকার হতে হচ্ছে তারজন্য প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড তথা রাজ্য সরকার দায়ী। আমাদের দাবি, যাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের চাকরি রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। অন্যদিকে যোগ্য যে প্রার্থীরা মাসের পর মাস রাস্তায় বসে আছেন তাঁদের দ্রুত চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।

সুন্দরবনের ৫০০ মহিলা মৎস্যজীবির হাতে মৎস্যচাষের সরঞ্জাম তুলে দিলো সিফ্রি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো মৎস্যচাষ ও তার আনুষঙ্গিক কাজ। কিন্তু, বিগত ৪-৫ বছর যাবৎ সুন্দরবন বারংবার বিভিন্ন বিধ্বংসী সাইক্লোন ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আমফান, ইয়াস, বুলবুল, ফনি ইত্যাদি এবং এর ফলে সুন্দরবনের মানুষের জীবন জীবিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে কলকাতার ব্যারাকপুরস্থিত কেন্দ্রীয় অন্তর্স্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থান (সিফ্রি) তার SCSP এবং STC কর্মসূচির অধীনে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে তাদেরকে প্রযুক্তিগত সকল প্রকার সহায়তাপ্রদানমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিগত ১০ বছর ধরে সিফ্রি সুন্দরবনের গোসাবা, হিঙ্গলগঞ্জ, কচুখালী, আমতলী, গঙ্গাসাগর, বালিদ্বীপ, নামখানা, কাকদ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনজীবিকার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন বাড়ির পুকুরে মাছ চাষ, খালে মাছ চাষ ও রঙিন মাছের চাষ বিষয়ে সহায়তা প্রদান করে চলেছে। আর, সিফ্রির এই প্রয়াসের ফলস্বরূপ সুন্দরবনের মানুষের কাছে এক বিকল্প আয়ের সুযোগ খুলে গেছে এবং সেই সঙ্গে তাদের আয়ের পরিমাণও বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সিফ্রি এই বছর নতুন করে আরো ২০০০ মহিলা মৎস্যজীবীকে তাদের কর্মসূচির আওয়াতায় আনার কথা ভেবেছে, যা কিনা প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বশক্তিকরণের দিকে কয়েকধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই কর্মকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সিফ্রি ১৯শে মে, ২০২৩ তারিখে সুন্দরবনের কুলতলীতে কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির সহায়তায় এক বৃহৎ মহিলা মৎস্যজীবী সম্মেলনের আয়োজন করলো যেখানে প্রায় ২৫০০ মহিলা মৎস্যজীবী উপস্থিত হয়েছিল। এই দিনের অনুষ্ঠানে সুন্দরবনের বাসন্তী ও গোসাবা ব্লকের অধীনস্ত ১৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৩৮টি গ্রাম থেকে আগত তফসিলি জাতি ও উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ৫০০ জন মহিলা মৎস্যজীবি, যাদের বাড়িতে ছোট পুকুর রয়েছে (পুকুরের আয়তন ০.০২ হেক্টর - ০.০৪ হেক্টরের মধ্যে) এমন মহিলাদের হাতে মৎস্যচাষের বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন মাছের চারা, মাছের খাবার, চুন এবং রঙিন মাছ তুলে দেওয়া হয়। এই দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিল্লী থেকে আগত ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের মহানির্দেশক, ডঃ হিমাংশু পাঠক মহাশয়। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্টজনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ বসন্ত কুমার দাস, নির্দেশক, সিফ্রি, ডঃ গৌরাঙ্গ কর, নির্দেশক, ক্রাইযাফ, ডঃ ডি. বি. শাক্যবার, নির্দেশক, নিনফেট এবং ডঃ প্রদীপ দে, নির্দেশক, আটারি, কলকাতা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সংঘটিত করার ক্ষেত্রে সিফ্রির নির্দেশকের তত্ত্বাবধানে সিফ্রির বৈজ্ঞানিকগণ ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দের নিরলস প্রয়াস ছিল উল্লেখযোগ্য।

সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে আহত একজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি,১৯ মে ঃ সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। আবারো বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত মৈপিঠ কোস্টাল থানার পূর্ব গুড়গুড়িয়া এলাকার গনেশ দাস নামে এক মৎস্যজীবি।স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির কাছে ২০ নং জঙ্গলে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমনের সামনে পড়ে।নিজের চেষ্টায় গুরুতর আহত অবস্থায় সে ফিরে আসে এলাকায়।শনিবারের বাজারে স্থানীয় এক চিকিৎসক প্রথমে তার চিকিৎসা করে।এর পরে জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করার পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় এদিন দুপুরে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সেখানেই শুক্রবার ও চিকিৎসা চলছে আহত গনেশের। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী তিনি।দুটো ছোটো ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর সংসার।২০২৩ সালের এ পর্যন্ত বাঘের আক্রমণে সুন্দরবনে আট জন মৎসজীবি আক্রান্ত হয় চারজন নিহত ও চারজন আহত বর্তমানে।মৎস্যজীবিদের নিয়ে দীর্ঘদিন সুন্দরবন সহ সারা রাজ্য জুড়ে কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি সংগঠন। এদিন এই সংগঠনের জেলা সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন,এই সব গরীব মানুষদের নার্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে আমরা লড়াই করে চলেছি।বিকল্প উপার্জন এদের জঙ্গল মুখী থেকে আটকাতে পারে।২০০৬ সালের বন আইনে বনের অধিকার বলে জঙ্গলে শুকনো কাঠ সংগ্রহ তাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে।আমরা চাই আহত গনেশ দাশের সমস্ত চিকিৎসার খরচ বিনামূল্যে করতে হবে।গুরুতর আহত হওয়ার জন্য বন দপ্তরকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরন দিতে হবে।সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সংসার ও বাচ্চাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে হবে সরকার কে।এছাড়া বাঘে আক্রান্ত পরিবারের পারিবারিক পেনশন দিতে হবে।নহলে আমাদের লড়াই চলবে।

সেচ খালের জল দূষিত ফলে হাজার হাজার কৃষক পরিবার ও বাসিন্দারা বিপন্ন

অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া, ১৯মে ঃ আমতা-বাগনান রোডের ধারে একটি কারখানার নিঃসৃত বজ্য পদার্থে এলাকার বাতাস দূষিত। কারখানার পাশে ধান জমি ও সজ্বি চাষে জল সেচের জন্য যে খাল আছে তার জল কালো ও দুর্গন্ধ যুক্ত। ওই দূষিত জলে চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।দেশি মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণী বিপন্ন। সেচ খালের জল চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন আমতা ১ নং ব্লকের উদং , সোনামুই, খড়দহ, মুক্তিরচক এলাকার অসংখ্য কৃষিজীবী পরিবার ও বাসিন্দারা। দূষিত জলের জন্য এলাকায় চাষাবাদ বন্ধ হতে বসেছে। জানা যায়, আমতা ১ নং ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব গাজীপুরে একটি গেঞ্জি তৈরীর কারখানা আছে। সেই কারখানার নিঃসৃত বজ্য পদার্থ, কেমিক্যাল মিশ্রিত নোংরা দূষিত জল পড়ছে পাশের সেচ খালে। আগে এই খালের জলে আমতার বেশ কয়েকটি এলাকায় চাষাবাদ হয়ে আসছিল। বর্তমানে কারখানা থেকে নিঃসৃত বজ্য পদার্থ কেমিক্যাল মিশ্রিত নোংরা দূষিত জল ঐ খালে এসে পড়ায় ঐ দূষিত জল কৃষি কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় ক্ষতি হচ্ছে ধান চাষ সহ বিভিন্ন সজ্বি চাষ। কৃষকরা

অভিযোগ করে বলেন, কেমিক্যাল মিশ্রিত দূষিত - দুর্গন্ধ যুক্ত ঐ জল জমিতে দেওয়ার ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। ফসলের উৎপাদন কম হওয়ায় কৃষকরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। জল দূষিত হওয়ার ফলে ধান ও অন্যান্য সজ্বি চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না। এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগের সুরে বলেন,এই পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধানে আমতা ১ নং ব্লক প্রশাসন থেকে হাওড়া জেলা প্রশাসনকে বারংবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো ও সুরাহা হয় নি। চাষাবাদ বন্ধ হতে বসায় পূর্ব গাজীপুরের ঐ গেঞ্জি কারখানার গেটে এলাকার কৃষকরা ও বাসিন্দারা অবস্থান বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় এক মহিলা অভিযোগে সুরে বলেন,সেচ খালের জলে গেঞ্জি কারখানার বর্জ্য পদার্থ ও কেমিক্যাল মিশ্রিত নোংরা জল পড়ায় সেচ খালের জল দূষিত হয়ে গেছে।যা চাষের পক্ষে অযোগ্য। এলাকার কৃষকদের ও বাসিন্দাদের দাবি, কারখানা কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাদের কারখানার নিঃসৃত বজ্য পদার্থ ও কেমিক্যাল মিশ্রিত নোংরা জল ঐ সেচ খালে ফেলা বন্ধ করুক। তাদের আরো ও দাবি কারখানা কর্তৃপক্ষ বেআইনি ভাবে ভূগর্ভস্থ জল তুলছে। যার ফলে উদং, সোনামুই, খড়দহ, মুক্তিরচক এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় কমতে শুরু করেছে। যে কারণে এলাকার নলকূপ গুলির জল ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না। তীব্র গরমে ঐ সমস্ত এলাকার মানুষ পানীয় জলের চরম সমস্যায় পড়েছেন। কারখানা থেকে নিঃসৃত বজ্য পদার্থ ও কেমিক্যাল মিশ্রিত নোংরা জল সেচ খালে পড়া প্রসঙ্গে ঐ গঞ্জি কারখানার মালিক কুণাল ঝুনঝুন ওয়ালা বলেন, এই বিষয়টির সমস্যা সমাধানের জন্য গত ২১ এপ্রিল একটা বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে সমস্যা সমাধানের জন্য চার মাস সময় চাওয়া হয়েছিল। নতুন মেশিন এনে জল শোধন করার কথা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ের আগেই কেন কৃষকরা ও বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালো তা বুঝতে পারছি না।

আমতায় বন্ধ্যাত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ শিবির

দুরন্ত বার্তা, আমতা,১৯ মে ঃ বন্ধ্যাত্ব এক অসুখ। শুধু মহিলারাই নয়, পুরুষরাও ভোগে বন্ধ্যাত্বে। এই অসুখ থাকলে বিবাহিত দম্পতির সন্তান আসে না। তাই বন্ধ্যাত্ব রুগীরা হীনমন্যতায় ভোগে। আধুনিক চিকিৎসায় বন্ধ্যাত্ব নিরাময় সম্ভব। সঠিক চিকিৎসা ও বিকল্প পদ্ধতিতে সন্তান আসে। বন্ধ্যাত্ব দম্পতির মুখে ফোটে হাসি। এদের কথা ভেবেই 'নোভা আইভিএফ ফার্টিলিটি'র সহযোগিতায়,গ্রামীণ হাওড়া জেলা তথা উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভার অন্তর্গত আমতার' স্নেহা নার্সিং হোম' এর হোমে গড়ে ওঠে ' বন্ধ্যাত্ব নিরাময ক্লিনিক'।' নোভা আই ভি এফ ফার্টিলিটি র উদ্যোগে আমতার ' স্নেহা উৎসব ভবন' এ হয়ে গেল এক গুরুত্বপূর্ণ ' বন্ধ্যাত্ব নিরাময় বিষয়ক পরামর্শ শিবির। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত ভাষণ দেন, জাইডাস এর সিনিযর এরিয়া ম্যানেজার শ্রী পার্থ দাস। পরামর্শ শিবিরে

বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা, আধুনিক বিকল্প পদ্ধতি ও তার খরচখরচা নিয়ে সুচারু ভাবে আলোচনা করেন বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞা ডাঃ সুগতা মিশ্র। পুরান থেকে আজকের সমাজ ব্যবস্থার বন্ধ্যাত্বের পরম্পরা বিষয়ে আলোকপাত করেন স্নেহা নার্সিং হোমের প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুমন সরকার। ডাঃ সরকার বলেন, সঠিক চিকিৎসা, ধৈর্য্য আর তপস্যা বন্ধ্যাত্বদের সন্তান আসতে সহায়তা করে। বিশিষ্ট সোনোলজিস্ট ও ফিজিশিয়ান ডাঃ প্রবিদ গোলুই ও ডাঃ অনন্যা ঘোষ গোলুই স্বাভাবিক সন্তান ও বিকল্প সন্তান চিকিৎসার নানা দিক তুলে ধরেন।বন্ধ্যাত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের টুকরো কথা বলেন সামাজিক মানুষ তাপস মান্না। উপস্থিত সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান নার্সিং হোমের ম্যানেজার শ্রী সুব্রত হাজরা। শ্রী হাজরা জানান এখন থেকে প্রতি ইংরেজি মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার 'স্নেহা বন্ধ্যাত্ব নিরাময় ক্লিনিকে' চিকিৎসা হবে বন্ধ্যাত্ব রোগীদের। উদ্বোধন ও সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন স্বামী শুদ্ধগুণাত্মানন্দ জী মহারাজ। উপভোগ্য এই পরামর্শ শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক, নানা স্বাস্থ্য কর্মী, ক্লিনিক ও ওষুধ ব্যবসায়ীবৃন্দ। শিবিরে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ সহ সকলকে আন্তরিক ভাবে বরণ করে নেন স্নেহা নার্সিং হোমের স্বাস্থ্য সহায়ক সঞ্জীব কাঁড়ারের নির্দেশমতো স্বাস্থ্য সেবিকা বেলা মান্না, শম্পা ঘোষ, কেয়া পাত্র, শম্পা ভোঁড়, সঙ্ঘমিত্রা রায়, মনিকা অধিকারী, মুনমুন ভৌমিক,শম্পা রাম প্রমুখ। সঞ্চালক দীপংকর মান্নার মধুর সঞ্চালনায .পরামর্শ শিবিরটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৬৯ সংখ্যা, শনিবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

ফাঁসির মঞ্চে বসন্ত বিশ্বাস গাইলেন জীবনের জয়গান

রবীন্দ্র কুমার শীল

(মে মাস বিপ্লবের মাস হিসাবে গণ্য। বাংলা কোনও কালেই গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। বাংলা সব সময়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে ছিল। যেসব বিপ্লবীরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে গিয়েছেন তাঁদেরকে স্মরণ করাই আমাদের কর্তব্য। প্রফুল্ল চক্রবর্তী ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, বিনয়-বাদল-দীনেশ, প্রীতিলতা, বাঘা যতীন, সূর্য সেন বসন্ত বিশ্বাস এর মতো বিপ্লরীরা দেশের জন্য ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। এদেরকে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য।)

১৯১২ সাল। ২৩ ডিসেম্বর। দিল্লিতে কনকনে ঠাণ্ডা। দিল্লির চাঁদনি চক থেকে শুরু করে দেওয়ান-ই -আম পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে লোকে লোকারণ্য। কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। সাদা পোশাকের পুলিশ সতর্ক নরজদারি করতে শুরু করে দিয়েছে। কাউকে এক পাও এগোতে দিচ্ছে না। কড়া নিরাপত্তা। ভারতীয়দের বিশ্বাস করতে পারছে না ইংরেজ সরকার। চলছে নজরদারি। রাস্তার ভিড় করা জনতার মধ্যেও সাদা পোশাকের পুলিশ মিশে গিয়েছে। তারাও জনতার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিল্লির সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের স্পেশাল ট্রেন এসে পৌঁছাল। হাতির পিঠে বসে আছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। উড়ছে ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা। সেই সময়ে 'লীলাবতী' নাম গ্রহণ করে মহিলার ছদ্মবেশ ধারন করে মহিলা দলের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক যুবক। অল্প বয়স। প্রেমদাসজীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই যুবকটি। রাসবিহারী বোস তাঁকে নির্দেশ দিলেন বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে আসতে। সঙ্গে সময় নষ্ট না করে এক ছুটে রাস্তায় এসে উপস্থিত হল সেই বাঙালি তরুণটি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল তরুণ যুবকটি। শরীর কঠিন। শক্তপোক্ত। গুরু রাসবিহারীর নির্দেশ পাওয়া মাত্র ভিড়ের মধ্যে থেকে হাতের বোমাটি লর্ড হার্ডিঞ্জের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বিশাল আওয়াজ হল। চারদিক কাঁপতে শুরু করে দিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ দারুণভাবে আহত হলেন। অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। লেডি হার্ডিঞ্জ কিন্তু তখন মনোবল একেবারে হারাননি। তিনি মনকে একেবারে শক্ত করে রেখে দিয়েছিলেন। তখন তিনি কর্নেল ম্যাকওয়েলকে ডাকলেন। সকলের সাহায্য নিয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জক নিয়ে যাওয়া হল রাজপ্রসাদে। সেখানে ডাক্তাররা চিকিৎসা করলেন। তার ফলে সুস্থ হলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। রাসবিহারী বোস, অবোধবিহারী এবং তরুণ যুবকটি সবার চোখের আড়াল দিয়ে লিয়ে গেলেন। কেউই তাঁদেরকে কেউ সন্দেহ করতে পারেনি। রাসবিহারী বোসের নির্দেশ ছিল কাজ শেষ হলে তরুণ যুবকটি লাহোরে ফিরে যাবে। কিন্তু তরুণ যুবকটি লাহোরে ফিরে না গিয়ে একেবারে রাসবিহারী বোসের আস্তানা দেরাদুনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তরুণ যুবকটি সেই সময়ে মনে করেছিলেন তার কাজ সাফল্য লাভে গুরু খবই প্রশংসা করবেন। সে একেবারে আনন্দে মেতে উঠছিল। ভারতের বড় লাটকে হত্যা করতে পেরেছে। তাঁর কাজ সফল হয়েছে। এতদিন ধরে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করলো। সেই আনন্দে সেই যুবকটি লাহোর না গিয়ে একেবারে গুরুর আস্তানা দেরাদুনে গিয়ে উপস্থিত। দেরাদুনে গিয়ে তরুণ যুবকটিকে দেখে গুরুরাসবিহারী বোস সেখানে নেই। তিনি শুনলেন যে তাঁর গুরু রাসবিহারী বোস বড় লাটকে বোমা মারার প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে গিয়েছেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করছেন রাসবিহারী বোস স্বয়ং। গতকাল যিনি লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনিই দেরদুনে এসে সেই বড় লাটকে মারার নিন্দা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি সভায় বলছেন, ''ত্রিশকোটি ভারতবাসী এরপর থেকে ঘিরে রাখবে আমাদের নয়নের মণি সম্রাট প্রতিভূকে।.. সর্ব্বোচ প্রতিনিধি আমাদের বড়লাট বাহাদুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত এই বোমা আমাদের গায়ে এসে লেগেছে। ঈশ্বর করুণাময়ী। বড়োলাট বাহাদুরের প্রাণহানি হয়নি।'' গুরু রাসবিহারী বোসের এই বক্তব্য শুনে তরুণ যুবকটি একেবারে হতবাক। সে ভাবতে পারছিল না যে বিপ্লবী রাসবিহোরী বোস এই রকম একজন ইংরেজদের ধামাধরা মানুষ। বড়োলাটকে হত্যা করার জন্য যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে বোমা নিক্ষেপ করিয়েছিলেন দিল্লির শোভাযাত্রাকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে তিনি আবার দেরাদুনে এসে বড় লাটকে বোমা মারার জন্য সমগ্র ভারতবাসীকে দুষতে শুরু করে দিয়েছেন। দুই মুখো নীতি গ্রহণ করছেন তাঁর গুরু। তাহলে কী তাঁর গুরু বিপ্লবী নন? এই রকম মনে সন্দেহ দেখা দিল তাঁর মনে। মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। তাঁর গুরুর এই আচরণ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল যুবকটির। বড় লাটের পক্ষ নিয়ে বিপ্লবী গুরুর জ্বালামীয় বত্তৃতা শুনে তাঁর মনটা একেবারে বিষিয়ে গিয়েছিল। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন এই কারণেই সে বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছিল? এই দৃশ্য দেখবে বলেই সে বিপ্লবীদের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল? এই রকম ইংরেজ সরকারের ধামাধরা ব্যক্তিকেই সে গুরু বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাঁর মনটা বিদ্রোহ হতে থাকলো। মাথা একেবারে ঠিক রাখতে পারছিল না। গুরুর আসল চেহারাটা প্রকাশ পেল। এই কারণে কি গুরু তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন লাহোরে ফিরে যেতে।? গুরুর আসল চরিত্রটি প্রকাশ পেল তাহলে এতদিনে। কী করবে ভেবে কুল কিনারা করতে পরছিল না। দেরাদুনে তাঁকে কেউ চেনে না। তারওপরে পুলিশের ভয় ছিল। পুলিশ যদি একবার জানতে পারে যে বাইরের অচেনা লোক দেরাদুনে এসে উপস্থিত। রাস্তাঘাট চেনে না। বিপদ সামনে। সাতপাঁচ ভেবে আবার রাসবিহারী বোসের আস্তানায় ফিলে গেলেন। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। পকেটে পয়সা নেই যে খাবার কিনে খাবে। সেখানে তখনও রাসবিহারী বোস এসে উপস্থিত হননি। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে। গুরুর ঘরের দরজার কাছে বারান্দার সমানে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার সময়ে ফিললেন রাসবিহারী বোস। এসে দেখলেন ক্ষুদার্থ যুবকটি ঘরের বারান্দায় ঘুমিয়ে রয়েছে। রাসবিহারী তাঁকে দেখতে পেয়ে কোলে করে একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত। তাঁকে ধরে নাচানাচি করতে শুরু করে দিলেন রাসবিহারী বোস। তারপরে বজ্র কঠিন ভাষায় যুবকটিকে নিন্দা করলেন। গালে একটি থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিলেন আজ্ঞা পালন না করার জন্য। 'লীলাবতী' নাম গ্রহণ করে যুবকটি দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহিলা পোশাক পরার আদব কায়দা শেখার চেষ্টা করে। কীভাবে মহিলারা কাপড় পরে তার প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। বোমা মেরে মহিলা পোশাক পরা অবস্থাই দিল্লি ত্যাগ করেছিল তরুণ যুবকটি। তখনও তাঁর আসল নামটা কেইউ জানতো না। দেরাদুনে এসে গুরু রাসবিহারী বোস তাঁকে বকা ঝকা দেওয়া সময়ে তাঁর আসল নামটা উচ্চারণ করলেন। এই যুবকটির নাম হল বসন্ত বিশ্বাস। ঘোষণা করল ইংরেজ সরকার যে কলকাতা থেকে রাজধানি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবে। সেই ঘোষণা দিতে আসছেন ভাইসরয় (বড় লাট) লর্ড হার্ডিঞ্জ। এই সম্পর্কে বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'সারা দেশ জুড়ে তখন বঙ্গভঙ্গ রোধের ব্যাপক আন্দোলন চলছে। এই দিন লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লির আমদরবারে উপস্থিত হয়ে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাতিলের কথা ঘোষণা করবেন। তাই শোভাযাত্রা সহকারে তিনি আমদরবার অভিমুখে চলেছে।' বিপ্লবী রাসবিহারী বোস আগেই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন যে দিল্লির লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রার ওপরে বোমা বর্ষন করবেন। সেই বোমা বর্ষনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল বসন্ত কুমার বিশ্বাসের ওপরে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অবোধবিহারী। লাহোর থেকে বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে নিয়ে আসা হয়েছিল দিল্লিতে। দিল্লির রাস্তাঘাট তাঁর কাছে একেবারে অজানা ছিল। রাসবিহারী বোস বসন্ত কুমারকে নিয়ে আমীরচাঁদজীর বাসায় উঠলেন। দিল্লিতে বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে নিয়ে এসে কোথায় রেখেছিলেন রাসবিহারী

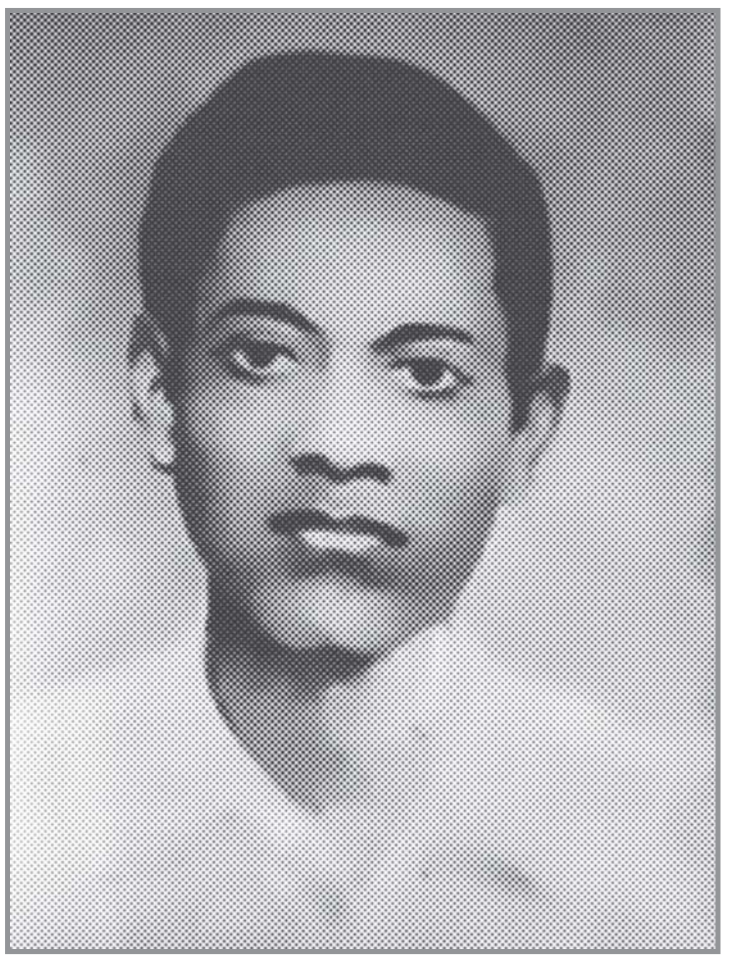

বোস সেটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে রাসবিহারী বোস বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে এমন কোনও জায়গায় তোলেননি যা নিয়ে কারোর কোনও সন্দেহ দেখা দিতে পারে। রাতের বেলায় দুইজন রাস্তায় পরিদর্শন করতে বের হয়েছিলেন। 'ক্লক টাওয়ার' এবং 'পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' কোথায় চিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল বসন্ত বিশ্বাসকে। ছদ্মবেশ ধারন করতে ওস্তাদ ছিলেন রাসবিহারী বোস। তিনি বসন্ত বিশ্বাসকে বলে দিয়েছিলেন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধারন করে মহিলাদের মধ্যে মিশে থাকবে। পুলিশ মহিলাদের ওপরে বিশেষ করে নজর দেবে না। পুলিশের নজর এড়িয়ে নিজের কাজকে হাসিল করতে হবে। বসন্ত কুমারকে ল্যাম্পপোস্ট এবং একটি পানের দোকান দেখিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়া হল। বড় লাটকে বোমা ছোড়ার আগে একটি নির্জন স্থানে গিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে বোমা ছোঁড়ার প্রশিক্ষণ নিলেন বসন্ত বিশ্বাস। তবে বলা হয়েছিল তিনি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন তাহলে অবোধবিহারী বোমা ছোঁড়ার দায়িত্ব পালন করবেন। হাতে সময় না নিয়ে পরপর দুটি বোমা নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। একটি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহলে দ্বিতীয় বোমা ছোঁড়া হবে লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে। তবে কার্য সিদ্ধি করে লাহোরে ফিরে যেতে বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাসবিহারী বোস। তিনি দেরাদুনে ফিরে যাবেন। বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন নদিয়া জেলার শহর কৃষ্ণনগরের থেকে পাঁচ ছয় কিলোমিটার দূরে 'পোড়াগাছা' গ্রামের সম্ভ্রান্ত মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বংশে ১৮৯৫ সালের ৬ ফেব্রয়ারি। পিতার নাম ছিল মতিলালা বিশ্বাস। এবং মায়ের নাম ছিল কুঞ্জবালা। বসন্ত কুমার ছিলন কনিষ্ঠ। এই পরিবারের আরএকজন বিপ্লবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম মন্মথনাথ বিশ্বাস। বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে থাকতেন বসন্ত বিশ্বাস। এই যুবককে দেখে দেশের কাজের লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী বোস। বসন্ত বিশ্বাসের ছদ্মনাম দিয়েছিলে 'বিশু দাস'। এই নামেই পরিচিত ছিলেন বসন্ত বিশ্বাস। কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কর্তা ড. তপন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন রাসবিহারী বোস ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের পুলিশের গুপ্তচর। তিনি যেমন একদিকে ব্রিটিশ পুলিশের হয়ে কাজ করতেন নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য আবার অন্যদিকে গোপনে বাংলার বিপ্লবীদের হয়ে কাজ করতেন। বসন্ত বিশ্বাসকে তিনিই সংগ্রহ করেছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ ওপরে বোমা মারার জন্য। দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা দিয়ে মেরে ফেলা যায়নি। দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় অপর তিন অপরাধী অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ এবং বালমুকুন্দের ফাঁসি হয় ৮ মে, ১৯১৫ সালে। পরে ধরা পড়েন বসন্ত বিশ্বাস। তাঁর ফাঁসি হয়েছিল ১১ মে, ১৯১৫ সালে আম্বালা জেলে।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান...

সম্পাদকীয় ১

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা সহজ ব্যাপার হবে না। তবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর যাতে ভারত দখল না করতে পারে তার জন্য সেখানে চিনকে প্রবেশ করিয়েছে পাকিস্তান। চিনও পাকিস্তানের কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। এটা পাকিস্তানের আইএসআইয়ের চালাকি। পাকিস্তানের কাছ থেকে আমেরিকার সরে যাওয়ার ফলে এখন তারা চিনের হাত ধরতে শুরু করে দিয়েছে। আসলে ভারতের হাত থেকে রক্ষা পেতেই পাকিস্তান ইচ্ছা করেই কাশ্মীরে চিনকে প্রবেশ করেছে। এদিকে ভারত চিনের আর্থিক করিডর তৈরি করা নিয়ে চিনের কাছে প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু চিন তাতে কর্ণপাত করেনি। তারা আর্থিক করিডরের কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। রেললাইন পাতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এদিকে পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণই আবার ভারতের নাগরিক হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এমনকী পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণ নিজেদের আর পাক নাগরিক বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। তারা পাক সেনাদের দিকে তাক করে ইট বর্ষন করতে শুরু করেছে। ভারতের পক্ষ নিয়ে স্লোগান তুলতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের শাহবাজ সরকার বলতে শুরু করেছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন গণ্ডগোল তৈরি করার পিছনে ভারতের হাত রয়েছে। ভারত পাকিস্তানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। পাকিস্তানকে আর্থিক অবরোধ করার চেষ্টা করছে ভারত। ভারত ইচ্ছা করেই পাকিস্তানকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ভারত চেয়েছিল পাকিস্তানের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো তৈরি হোক। কিন্তু ভারত সরকার পাকিস্তানের এই কথাগুলিক পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান দখল করাচা ভারতের কাছে কোনও ব্যাপার নয়। যে কোনও সময়ে ভারত পাকিস্তান দখল করে নিতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছে ৭১ সালে ভারত পাক যুদ্ধের সময়ে। ভারতের ভয়ে পাকিস্তান পরমাণু শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। পাকিস্তান যদি ভারতের দিকে তাক করে পরমাণু নিক্ষেপ করে তাহলে ভারত ছেড়ে কথা বলবে না। ভারত এমন পরমাণু ব্যবহার করতে যে গোটা পাকিস্তান একেবারে মাটির তলার মিশে যাবে। পাকিস্তানের কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে না। ভারত চুপ করে থাকে বলে তাকে শক্তিহী বলে গণ্য করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ভারত কি করতে পারে তা পরপর দুটো ভারত পাক যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুরের সময়ে পাকিস্তাকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তারপরে ইন্দিরা গান্ধির সময়ে পাকিস্তানেকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হয়। পাকিস্তানের মোকাবিলা করতে ভারত সব সময়ে প্রস্তুত। এক সময়ে চিন, রাশিয়া এবং ভারত খুবই পাশাাপাশি এসে উপস্থিত হবে। তখন কিন্তু পাকিস্তানকে বিপদে পড়তে হবে। তখনই ভারত চাপ দেবে পাকিস্তানকে কাশ্মীর ফেরৎ দেওয়ার জন্য। পাকিস্তানের মেরদণ্ড তখন ভেঙে পড়বে। তার ফলে বাধ্য হয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের হাতে তুলে দেবে পাকিস্তান নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে। এটাই হবে পাকিস্তানের কপাল লিখন। ভারত জোর করে পাকিস্তানের কাছ থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে গ্রহণ করছে না। অপেক্ষা করে রয়েছে কবে পাকিস্তান নিজেদের ভুল স্বীকার করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে তাদের হাতে তুলে দেবে।

চিনা শিল্পপতিরা ইচ্ছুক কাশ্মীরে বিনিয়োগে

সম্পাদকীয় ২

শিল্পপতিরা এবারে কাশ্মীরে সম্মেলন করছে। বিশ্ব বিনিয়োগ সম্মেলন। সেই সম্মেলনে শিল্পপতিরা কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশকে ক্রয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও সেই সব স্থানকে চিহ্নিত করে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। চিন সেই বিনিয়োগের খাতায় নাম লেখাতে ইচ্ছুক। চিন চাইছে আগামি দিনে যে নতুন কাশ্মীরের প্রকাশ হবে সেখানে যোগ দিতে। তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করছে চিন সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এই ব্যাপারে বিস্তারত কথা বলতে উপস্থিত হয়েছেন শিং জিনফিং। চিনা প্রধানমন্ত্রীর মূল মন্ত্র হচ্ছে চিনা স্বার্থ যেন ভারত দেখে। চিনের স্বার্থ যদি দেখে ভারত তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিন ভারতের স্বার্থ দেখবে। এটাই হচ্ছে গোপন কথা। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত যাতে আগামি দিনে কোনও বাধার সম্মুখীন না হয় তার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে চিন সরকার পরোক্ষভাবে। ভারত চিনের সহযোগিতা চায়। কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নয়। আমেরিকা এবং রাশিয়াকে নিয়ে ভারত চলার পক্ষপাতী যা কিন্তু চিন বেশি পছন্দ করে না। চিন চাইছে ভারত এককভাবে চিনকে সহযোগিতা করে। কিন্তু ভারতের বিদেশ নীতির বহু পরিবর্তন হয়েছে। নেহরুর বিদেশ নীতি আর নেই। হিন্দি চিনি ভাই ভাই এই স্লোগান এখন আর তৈরি হবে না। চিন ভারত আক্রমণ করে তাকে একেবারে কবরে বসিয়ে দিয়েছে। ভারতের বর্তমান প্রজন্ম চিনের সঙ্গে ভাব করার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। চিনের সঙ্গে এতো সময় দেওয়া যাবে না বলে তারা মন্তব্য করে থাকে। চিনের প্রযুক্তি কোনও গুরুত্ব নেই। চিনের তৈরি পণ্যের কোনও স্থায়িত্ব নেই। ফলে চিনকে একেবারে কোনঠাসা করে দিয়ে ইচ্ছুক বর্তমান প্রশাসকেরা। তাদের যুক্তি হল ভারত যখন নগদে ব্যবসা করবে তখন কেন চিনের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করবে যার কোন বাজারী স্থায়িত্ব থাকে না। তার চেয়ে জাপান, জার্মান, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার পণ্য ক্রয় করবে। তার পুনঃ বিক্রয় মূল রয়েছে।

শব্দ দূষণের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপধ্যায় কড়া হাতে শব্দ দূষণ বন্ধ করেছিলেন। তিনিও নেই তার ফলে শব্দ দূষণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। আজান থকে শুরু করে সন্ধ্যাকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন তিনি। তার ফলে রাত দশটার মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ করতে হতো। আজান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাইকের শব্দ ৩৫ ডেসিমিলের ওপরে উঠতো না। তার ফলে মানুষ খানিকটা জোরলো শব্দ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। সেটা এখন আবার উঠে গিয়েছে। আইন আছে। কিন্তু তার দেখভাল করার কেউ নেই। ফলে শব্দ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। কলকাতায় দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। শব্দ দূষণ থেকে শুরু করে দৃশ্য দূষণ সবটাতেই কলকাতা এগিয়ে গিয়েছে বেশ কয়েক ধাপ। দূষণ রোধ করার আইন আছে। কিন্তু সেই আইন প্রয়োগ করার বা দেখভাল করার লোক নেই। এবারে কালী পুজোতে শব্দ দূষণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করতে শুরু করেছে নাগরিকেরা। কলকাতা পুলিশ যথেষ্ট সক্রিয় হলেও তাদের চোখের আড়ালে চলে শব্দ দূষণ। শব্দ দূষণকে রোধ করতে গেলে বা বন্ধ করতে গেলে সাধারণ নাগরিকদের সহযোগিতা দরকার। পুলিশ প্রশাসন একা এই কাজ করতে উঠতে পারে না। পুলিশের সঙ্গে কলকাতাবাসীদের এগিয়ে এসে শব্দ দূষণ বন্ধ করা উচিত। কিন্তু সেটা হয় না। তার কারণ আমরা এই সব ব্যাপারে উদাসীন থাকি। শুধু পুলিশ এবং প্রশাসনের ওপরে দায়িত্ব দিয়ে বা দোষ চাপিয়ে নিজেরা চুপচাপ বসে থাকি। বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দ দূষণকে কড়া হাতে দমন করেছিলেন। তিনি যেভাবে প্রশাসনকে সক্রিয় করে তুলেছিলেন শব্দ দূষণ রোধ করতে তারপরে আর কাউকে এই কাজ করতে দেখা যায়নি। রাত দশটার মধ্যে জলসা সমাপ্ত করতে হয়েছে। শব্দবাজি বিক্রি করা একেবারে নিষিদ্ধ হয়েছিল। যদিও চোরাপথে শব্দবাজি বিক্রি হয়। তবুও কিন্তু প্রকাশে শব্দবাজি বিক্রি করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সেই কঠোর ব্যবস্থা ক্রমশ শিখিল হয়ে যেতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমরা উদাসীন। আমরা শব্দ দূষণ নিয়ে কোনও ভাবনা চিন্তা করি না। এমনকী পরিবেশ দূষণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। নাগরিকেরা শুধু দূষণের চোখে ধুলো দিয়ে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু দূষণকে রোধ কীভাবে করতে হবে সেই নিয়ে কোনও সময় ব্যয় করি না। তার ফলে আজকে কলকাতা সবচেয়ে দূষিত শহরে পরিণত হতে শুরু করেছে। রাস্তাঘাট অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন। আলোর ব্যবস্থা কোথাও কোথাও ভেঙে পড়েছে। রাস্তা ধারে গত কয়েক মাসের বা বছরের পুরানো ব্যানার প্রকাশ্যে রয়েছে। সেগুলোকে খুলে ফেলা হচ্ছে না। রাস্তায় হকার রয়েছে। রাস্তাঘাট বন্ধ করে হকার রাজ চলছে। সরকার মাঝে মধ্যে জেগে উঠে বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হয় বটে। কিন্তু এক সপ্তাহ গেলে আবার যেইকে সেই। রাস্তাটা আবার হকারদের দখলেচলে যায়। হকারদের জন্য সরকার বিকল্প ব্যবস্থা এখন গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে হকার রাজ চলছে। বেস দাপচের সঙ্গে চলছে। গাড়ি রাস্তা ধরে পথচারিরা চলাফেরা করে। পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। তারা বিরক্ত হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা প্রশ্রয়ে হকার রাজ শুরু হয়েছিল। সেই রাজত্ব এখন বহাল তবিয়তে রয়েছে। রাস্তার ধারে বহু ব্যানার ফ্লেক্স রয়েছে যা নির্বাচনের সময়ে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু সেই সব ব্যানার বা ফ্লেক্স খুলে ফেরার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। আবার বহু বেসরকারি বহুজাতিক সংস্থা রয়েছে তাদের বিজ্ঞাপনে এমন সব ছবি থাকে তা শরীরিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এই সব প্রচার ব্যানারের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেত দেখা যায় না। কিন্তু আইন রয়েছে বিজ্ঞাপনে এমন কোনও শব্দ যা ছবি ব্যবহার করা চলবে না যা দর্শকদের বা পথচারীদের শারীরিক উত্তেজনা নিয়ে আসে। বিজ্ঞাপনের ছবি এবং ভাষা হবে নম্র। বিজ্ঞাপন দেখে কিছু শেখা সম্ভব হবে। সেটা দেখতে একেবারে পাওয়া যায় না। ফলে দৃশ্য দূষণ বহাল তবিয়তে রয়েছে। শব্দ দূষণ থেকে রক্ষা করতে সরকার যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সরকারকে বা পুলিশ প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলে শব্দবাজির কারবার। পুলিশ বহু স্থানে হানা দিয়ে শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করে বটে। কিন্তু নাগরকিদের কাছ থেকে এই বিষয়ে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। ফলে শব্দ দূষণ একেবারে বন্ধ করা খুবই অসম্ভব। শব্দ দূষণকে রোধ করতে গেলে দরকার হচ্ছে সকলের সহযোগিতা। সেটা না করতে পারলে কোনও কালেই শব্দকে রোধ করা একেবারে অসম্ভব। সবাইকে এক যোগে কাজ করতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে দূষণ রোধ করতে। নাহলে কিন্তু দূষণকে কোনও সময়ে বন্ধ করা যাবে না। এতো গেল শব্দ দূষণের কথা। পরিবেশ দূষণ। সেটা আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কলকাতা একেবারে কার্বনডাই অক্সাইডে ডুবে গিয়েছে। সেখান থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই মুশকিল।

হেরিটেজ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা

কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। জীবিকার সন্ধানে এবং ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম থেকে বৌদ্ধধর্মালম্বী বাঙালিরা এসেছিলেন এই মহানগরীতে। তারা ওই সময়ে বউবাজার অঞ্চলে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এমন একটি পরিস্থিতিতে একুশ বছরের এক বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষু চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ১১৮৬ সালে। তাঁর নাম কৃপাশরণ। তিনি মহানগর বিহারে বসবাস করে শুরু করেন। পরে তিনি বোধিবৃক্ষের সমানে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন বৌধধর্মের লুপ্ত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করবেন। তারপরে ৫.১০১৮৯২ সালে পূণ্য পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিষ্ঠা করলেন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা। তিনি এই সভার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। একটি অতিথিশালা নির্মাণ করার কথা তিনি চিন্তা করলেন। ১৯৯০ সালে বউবাজার কাপালিটোলায় ললিতমোহন দাস লেনে পাঁচ কাঠা জমি ক্রয় করলেন। ১৯০১ সালে বৌদ্ধ বিহারের ভিত্তিস্থাপন করা হয়। ১৯০৩ সালে উদবোধন করা হয়েছিল। চট্টগ্রামের রউজান গ্রামের

জনৈক রমণী বড়ুয়ার উপহার দেওয়া এক শ্বেতপাথরের বুদ্ধ মূর্তি সেদিন অভিষিক্ত করা হয়েছিল। পরে ললিতমোহন দাস লেনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বুদ্ধিস্ট টেম্পল রোড। ১৯১৬ সালের ২৪ ফেব্রয়ারি বাংলার গর্ভনর কারমাইকেল এই মন্দির পরিদর্শন করেন। তক্ষশীলায় আবিস্কৃত বুদ্ধের স্মৃতিকণাটি এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। কৃপাশরণের কর্মযজ্ঞে আকৃষ্ট হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা যাতে ছাত্ররা করতে পারে তার জন্য একটি বিভাগ খুলে দেন। ১৯১৪ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান কৃপাশরণ। ১৯১৭ সালে প্রথম ভারতীয় হিসাবে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট পান। তিনি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাননের বন্ধু ছিলেন। ১৯১৫ সালে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা এবং বিহারের সভ্যদের উদ্যোগে ইতালীয় ভাস্করের দ্বারা নির্মিত কৃপাশরণের একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

মা সারদা যুক্তিবাদী ধর্মকে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন, যুক্তি দিয়ে সব কিছুকে বিশ্বাস করবি। কারোর কথায় কান দিবি না। মাতার প্রতি বিশ্বাস এবং ভক্তি রাখবি। মা'ই হচ্ছেন জগত সেরা। মাকে যিনি ভালোবাসেন বা যিনি মাতৃভক্ত হন তিনি এই জগতে সবচেয়ে শক্তিশালী তাঁকে পরাজিত করা একেবারে অসম্ভব। রামচন্দ্র কৈকেয়ীকে মা বলে ডাকতেন। সেই মা যখন তাঁকে বনবাসে যেতে বললেন তখন রামচন্দ্র বনবাসে গিয়েছিলেন। মায়ের কথাকে পালন করার জন্য রাম বনবাসে গিয়েছিলেন। তারপরে তিনি সেখানে গিয়ে সীতাহরণ হলে তাঁকে উদ্ধার করতে যুদ্ধ করেন। আসলে স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা করতে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। রামায়ণ এবং মহাভারত হচ্ছে স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা করার কাহিনী।

কৃতি যমজ ভাই

এজাজ আহম্মেদ, কান্দিন্ড, ১৯ মে ঃ রাজ্যে মাধ্যমিকে মুর্শিদাবাদ জেলা সাফল্য না পেলেও জেলায় শীর্ষস্থানে কান্দির দুই যমজ ভাই। জন্মের সময়ে পার্থক্য মাত্র ১ মিনিটের আর মাধ্যমিকে নাম্বারে পার্থক্য মাত্র ২। ২০২৩ মাধ্যমিক পরীক্ষাতে প্রথম দশে মেধা তালিকায় নাম না থাকলেও মুর্শিদাবাদ জেলাতে মাধ্যমিক পরীক্ষাতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান কান্দির দুই যমজ ভাই। অরুনাভ দাস তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮২, তার ভাই অভিষেক দাস প্রাপ্ত নম্বর ৬৮০। দুই ভাই হতে চাই ডাক্তার। যমজ দুই ছাত্রের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার পরিবার ও স্কুল। কান্দির ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ছাতিনা কান্দির বাসিন্দা অরুনাভ দাস ও অভিষেক দাস কান্দি রাজ হাইস্কুলের ছাত্র। ছোট থেকেই মেধাবী দুই ভাই। ছোট থেকেই তাদের দু'জনের মধ্যে চলতো কম্পিটিশন। কখনও দাদা অরুনাভ কখনও ভাই অভিষেক কয়েক নাম্বারে এগিয়ে থাকতো। বাড়িতে বাবা পশু চিকিৎসক এবং মা গৃহবধূ। ঘরের কাজ সামলে দুই সন্তানকে দেখভাল করেন মা। এবছর তারা কান্দি রাজ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। রেজাল্টে দেখা যায় অরুনাভ দাস পেয়েছে ৬৮২ এবং অভিষেক দাস পেয়েছে ৬৮০ নম্বর। দুই ভাই চায় আগামী দিনে ডাক্তার হতে। দুই সন্তানের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার পরিবার। মা শারদা দাস বলেন, আগামী দিনে দুই ছেলে যে বিষয় নিয়েই পড়বে, পাশে থাকবে পরিবার। জন্মের সময় তাদের এক মিনিটের ব্যবধান ছিল কিন্তু জীবনের প্রথম বোর্ডের পরীক্ষায় সেই নাম্বার বেড়ে হল ২। ছেলের পড়াশোনা নিয়ে মা আরও বলেন যত বড়ো হয়েছে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে সুতরাং ভবিষ্যতে কিছু করতে পারবে, আমি আশাবাদী। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলা, ছবি আঁকা, কবিতা গল্পের বই পড়তে ভালোবাসেন অরুনভ দাও ও অভিষেক দাস। যদিও বাংলায় ৯১ পেয়েছেন অরুনাভ দাস আরও ৫ নম্বর বাড়বে বলে জানিয়েছে অরুনাভ। দুই ভাই জানায় আমাদের স্কুল থেকেই পড়াশোনা নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকত। সেখানে নম্বর। ৪ কিংবা ৬ মধ্যে প্রার্থক্য থাকত এবার ফাইনালে কমে ২ হয়েছে। রিভিউ করলে আশাকরি দুভাই সমান সমান হয়ে যাব। আগামী দিনেও দুই ভাইয়ের কম্পিটিশন চলবে বলে জানাছেন দুই কৃতী। দুই ছাত্রের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কান্দি রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।

লক্ষ্য চিকিৎসক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ মেঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৯১ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো বর্ধমানের শুভম পাল। ছেলের এই অভাবনীয় সাফল্যে খুশি বাবা সমীর পাল ও মা স্বপ্না সরকার। শুভম বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাই স্কুলের ছাত্র ও শহরের কলেজ মোড় এলাকার একটি বহুতল আবাসনের বাসিন্দা। বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে চলতো তার পড়াশোনা, অবসর সময় ক্রিকেট খেলাই প্রথম পছন্দ শুভমের। ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখে, ডাক্তার হয়ে গরীর-দুঃস্থদের সেবা করতে চায়। মোট প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, অঙ্ক ও ভূগোলে ১০০ মধ্যে ১০০ এবং বাংলা ৯৯,ইংরেজিতে ৯৬ ও ইতিহাসে ৯৬ পেয়েছে শুভম পাল। তার বাবা সমীর পাল বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এবং মা হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষিকা। শুভম জানিয়েছে, মা তাকে প্রথম বলে সে রাজ্যে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছে। ভালো ফলের আশা ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে পারবে তা সে ভাবতে পারেনি। সবাইকার শুভেচ্ছা পেয়ে শুভম খুবই আপ্লুত। মাধ্যমিকের এই সফলতা তাকে সামনের বড় পরীক্ষাগুলোয় আরও ভাল ফল করার অনুপ্রেরণা দেবে। দিনে সাত-আট ঘন্টার বেশী পড়াশোনা করতো না সে। পাঁচজন গৃহশিক্ষক থাকলেও যেহেতু মা বাংলার শিক্ষিকা, মা অনেকটাই গাইড করে দিতেন বলে জানায় শুভম। পড়াশোনার বাইরে গল্পের বই পড়তে ও গান শুনতে ভালো লাগার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলতে ও আইপিএল ম্যাচ দেখতে ভালো লাগে তার। আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য শুভমের পরামর্শ, বাজারের বিভিন্ন সহায়িকা বইগুলির তুলনায় টেক্সট বইগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেই আসবে সাফল্য। শুভমের মা স্বপ্না সরকার পাল জানান, শুভম ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলো। ছোট থেকে ওর মেধাকে ধরে রাখতে ওকে গাইড করে আসছি। যেহেতু তিনি নিজে একজন শিক্ষিকা, তাই পড়াশোনায় সাহায্য করতে সুবিধা হয়েছে। স্বপ্না দেবী আরও বলেন, শুভমের ছোট থেকে কোন গৃহশিক্ষক ছিল না। নবম শ্রেনী থেকে ইংরেজির জন্য এবং দশম শ্রেনী থেকে অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভুগোলের জন্য গৃহশিক্ষক রাখা হয়েছিল। বাড়িতে গাইড করার কেউ থাকলে গৃহ শিক্ষক ছাড়াও ভালো নম্বর করা সম্ভব।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫১৫, তারিখ ১৮.০৫.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। [illegible]

(HWH-61/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. এসজি.টেন্ডার/ ডিওয়াইসিপিএম/এসএনটি/এসডিএএইচ/০৪, তারিখ ১৮.০৫.২০২৩। ই-টেন্ডার নং. ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএএইচ/০২-২৩-২৪। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, এস অ্যান্ড টি, গতি শক্তি ইউনিট, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। স্থানসহ কাজের নামঃ দমদম জংশন - বালি হল্ট পর্যন্ত ট্র্যাক সার্কিটের ডুয়াল ডিটেকশন-এর জন্য এমএসডিএসি-র ব্যবস্থা করার কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ৭,৮১,২০,৫৫৮.৫১। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ নেই। প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিনঃ ₹ ৫,৪০,৬০০.০০। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ১০ মাস। টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ ৩০.০৫.২০২৩। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ ১৩.০৬.২০২৩ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত। টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখঃ ১৩.০৬.২০২৩ তারিখ দুপুর ২ টো ৩০ মিনিটে। বিশদ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলিঃ যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরণে কাজ (সমতুল) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০%-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০%-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০%-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলিঃ টেন্ডারদাতার ন্যুনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন=কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible]

SDAH-53/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড
রেজি.অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড,থানা-শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭
টেলি.নং-০৩৩ ৪০৬৬ ৮০৭২,
ওয়েবসাইট-www.foundryfuel.in
ই-মেল আইডি- foundryfuel@gmail.com
CIN: L50500WB1964PLC026053

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯(১)(এ) ও ৪৭(১)(এ) এর সাথে পড়তে হইবে ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোসার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে কোম্পানির বোর্ডের পরিচালনবর্গের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে ৮৪ মেকার চেম্বার-৩, নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বাই-৪০০০২১ সোমবার, ২৯ মে, ২০২৩ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় ইন্টার আলিয়া, বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ডগ্রহন স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৩।
এই তথ্য জানা যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.foundryfuel.in এবং পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /-
(সুনীল বিশ্বম্ভরণ)
পরিচালক
DIN: 02831247
স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৯.০৫.২০২৩

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : P.O.Jagatdal, 24 Parganas (North), West Bengal-743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757
Fax: 2581-3795
Email: ail@aucklandjute.com
Website: www.aucklandjute.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Monday, the 29th day of May, 2023** inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended on **31st March, 2023**, amongst other businesses.

Further as per the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 & Code of Conduct framed thereunder, the Company has closed the trading window w.e.f. April 01, 2023 for all designated persons (as defined in the code) of the Company which shall remain closed till the closure of 48 hours after the announcement/ declaration of Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended on 31st March, 2023.

For Auckland International Limited
Sd/-
Place: Kolkata Sangeeta Ghose
Date : 19.05.2023 Company Secretary

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Tender No.-"
WBMAD/UM/54/e-Tender/2023-24, Dated: 19.05.2023,
WBMAD/UM/55/e-Tender/2023-24, Dated: 19.05.2023,
WBMAD/UM/56/e-Tender/2023-24, Dated: 19.05.2023
(Operation & Maintenance of Raw Water, clear Water pumping Station at Jagadishpur Water Treatment Plant & Clear Water pumping Station at Chengali under Uluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

ভারতীয় বৈদেশিক বানিজ্যিক সংস্থা
Indian Institute of Foreign Trade
AACSB ACCREDITED
(বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে মান্য)
অধীন শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রক
বি-২১, কুতাব ইন্সটিটিউশনাল এরিয়া, নিউ দিল্লি-১১০০১৬
টেলি ঃ ৯১-১১-৩৯১৪৭২০০-২০৫
E-mail : research@iift.edu
Website : www.iift.ac.in

ভর্তি খোলা-২০২৩
পিএইচ.ডি. (ব্যবস্থাপনা) কার্যক্রম
আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে আইআইএফটি পিএইচ.ডি. কার্যক্রমের জন্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে (পূর্ণ সময় ও আংশিক সময়)। আবেদন এবং অন্যান্য বিস্তারিতের জন্য দেখুন- www.iift.ac.in।
আবেদনের শেষ তারিখ ঃ ৩১.০৫.২০২৩ ড. পি.কে. গুপ্তা, রেজিস্টার
cbc 05103/12/0008/2324

ডুরোপ্লাই ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেড
রেজি অফিস ঃ ৯ ফিয়ার্স চার্চ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন ঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪ ফ্যাক্স নং ঃ (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
E-Mail: corp@duroply.in website : www.duroply.in
CIN: L20211WB1957PLC023493

সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	তিন মাস শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে	৮৪২১.৯৮	৩০২৩৩.৮৬	১৯০৮৩.০০	৫৪৬৩.৪১
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) সাধারণ কারবার থেকে করের পূর্বে	৩৪৬.৬৬	৭৯১.৭৯	(৪৫১.৯৮)	৭.৫১
৩.	মোট লাভ / (ক্ষতি) সাধাণ কারবার থেকে করের পর	২২৫.৮১	৫২২.৫৭	(৬৩০.৯৭)	(৩৫৯.২৯)
৪.	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর))	২২১.৫৫	৫০৯.৩১	(৬২১.৪৩)	(৩৩২.২৫)
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (সঙ্গে শেয়ার যা জারি হয়েছে অনুসারী হিসাবে সংযুক্তি ০৬/১০/২০১৮-দেখুন নোট-২) (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি শেয়ার)	৭৭৭.৫৮	৭৭৭.৫৮	৬৪৬.৩৬	৬৪৬.৩৬
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি আয়ে) (বার্ষিকীকৃত নহে) (টাকায়)				
	মূল	৩.১১	৭.৪০	(৯.৭৭)	(৫.৫৬)
	মিশ্র	৩.০০	৭.৩৯	(৯.৭৭)	(৫.৫৬)

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে- **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে- **www.duroply.in**।
২. উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটিতে এবং পরবর্তীকালে তা অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর ও তাদের প্রতিনিধিদের সভায় ১৯ মে, ২০২৩ তারিখে।
৩. রাশিসমূহ ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ মার্চ ২০২৩ ও ৩১ মার্চ ২০২২ সামঞ্জস্যপূর্ন রাশি নিরীক্ষিত রাশি পূর্ন আর্থিক বছরের এবং প্রকাশিত বছর থেকে তারিখ রাশি তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত।
৪. কোম্পানির রয়েছে একটি রিপোর্টেবল সেগমেন্ট বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩, সেগমেন্ট অনুসারে ডিসক্লোজার প্রয়োজন আইএনডি এএস ১০৮ অনুসারে অপারেটিং সেগমেন্ট প্রযোজ্য নহে।
৫. ইক্যুইটি শেয়ার এবং ওয়ারান্ট জারি হয়েছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঃ
ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২, কোম্পানি প্রস্তুত অগ্রাধিকারমূলক অনুমোদন ২সেপ্টেম্বর, ২০২২।
ক. ১০,৩৩,৯৬৮ ইক্যুইটি শেয়ার, যাদের ফেসভ্যালু টাকা১০/- প্রতি, টাকা ১২৬/- মূল্যে প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে প্রিমিয়াম টাকা ১১৬/- প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে যার মোট মূল্যমান টাকা ১৩০২.৮০ লক্ষ।
খ. ১১,৯১,০৩২ ওয়ার‍্যান্টস, প্রতিটি অধিকার বহন করে ১(এক) ইক্যুইটি শেয়ার টাকা ১০/- প্রতি যার একটি ইস্যু মূল্য টাকা ১২৬/- প্রতি ওয়ার‍্যান্ট মোট মূল্যমান টাকা ১৫০০.৭০ লক্ষ, গ্রহনীয় ২৫ শতাংশ ইস্যু মূল্য (যা হল টাকা ৩১.৫০ প্রতি ওয়ার‍্যান্টে) ওয়ার‍্যান্ট সাবক্রিপশান মূল্য। বাকি ৭৫ শতাংশ ইস্যু মূল্য (যা হল টাকা ৯৪.৫০ প্রতি ওয়ার‍্যান্ট) প্রদেয় হবে যে কোন সময় ১৮ মাসের মধ্যে এক বা একাধিক লেনদেনে অনুমোদন তারিখ থেকে যা হল ২ সেপ্টেম্বর, ২০২২। ওয়ার‍্যান্টের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত মূল্য সামঞ্জস্য / স্থির করা হবে ইস্যু মূল্যে ইক্যুইটি শেয়ার ফলাফলে।
গ. কোম্পানি ২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে প্রাপ্ত হয়েছে মোট রাশি টাকা ১৬৭৭.৯৭ লক্ষ, যা রয়েছে ইক্যুইটি শেয়ার সাবক্রিপশান সহ যার মূল্য টাকা ১৩০২.৮০ লক্ষ এবং ২৫ শতাংশ ওয়ার‍্যান্ট সাবক্রিপশন মূল্য মোট টাকা ৩৭৫.১৮ লক্ষ।
কোম্পানি ২৪মার্চ, ২০২৩ তারিখে প্রাপ্ত হয়েছে টাকা ২৬২.৯২ লক্ষ যা হল ৭৫ শতাংশ ওয়ার‍্যান্টের এবং ২৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে এবং ২,৭৮,২২৪ ওয়ার‍্যান্ট রূপান্তর করা হয়েছে ইক্যুইটি শেয়ারে যার ফেস ভ্যালু টাকা ১০/- প্রতি।
৫. চলমান বিগত বছর এবং ত্রৈমাসিক বিগত বছর সামঞ্জস্যপূর্ন নহে যার রাশি ধরা হয়েছে চা বিভাগে যা কোম্পানি গত বছর বিক্রয় করেছে।
৬. পূর্ববর্তী মেয়াদের রাশি পুনপ্রকাশিত/ পুনসজ্জিত / পুনউল্লেখিত হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা /-
সুদীপ চিটলাঙ্গিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN 00093908
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৯ মে, ২০২৩

NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, **vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/ NIT(e)-05/2023-24 (2nd Call)** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) no. works/Schemes under SBM(G) Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in** Reference **Tender ID: 2023_DM_530968_1.** Document download/ sell starting from **18.05.2023 up to 24.05.2023 4.00 PM.** Bid submission starting **from 18.05.2023 up to 24.05.2023 at 4:00 pm.** And Opening on **26.05.2023 at 10:05 A.M.** For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
18/GPW/ WBFDC/ 2023- 24	3rd Year Maintenance of Miscellaneous Plantation at Barmondia and Dabor, Salanpur Area, over 15.5 Ha.	20.05.2023 (10.00 AM)	29.05.2023 (05.00 PM)
19/GPW/ WBFDC/ 2023-24	3rd Year Maintenance of Miscellaneous Plantation at Barmondia and Dabor, Salanpur Area, over 15.5 Ha.		
20/GPW/ WBFDC/ 2023- 24	Yearwise maintenance of various type plantation at different location of Kunustoria Area, over 14.74 Ha.		
21/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Yearwise maintenance of miscellaneous plantation at different locations, Sodepur Area, over 16 Ha.		

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Canara Bank
অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(সেকশান ১৩(৪) সারফেইশি আইন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

আমতলা-১ শাখা
আমতলা, কন্যানগর, ২৪ পরগণা(দক্ষিণ), পিন-৭৪৩৩৯৮

যেহেতু ঃ
নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক কানাড়া ব্যাঙ্ক অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি এবং প্রয়োগ সুদ নিরাপত্তা আইন, ২০০২ (অ্যাক্ট ৫৪ সাল ২০০২) এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন সেকশান ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ সুদ নিরাপত্তা (প্রয়োগ) ধারা ২০০২, জারি করেছেন একটি দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ **১২.১২.২০২২** জানানো যায় **গ্রাহক শ্রী সইফুল দেওয়ান,** পিতা-শাহানশা দেওয়ান, গ্রাম-হাটবেড়িয়া, পোস্ট-বাখরাহাট, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৭, পশ্চিমবঙ্গ পরিশোধ করতে হবে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বকেয়া, যা হল **টাকা. ৭,৭৭,৬২২.৫৩** (সাত লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শত বাইশ টাকা তিপান্ন পয়সা মাত্র) **১২.১২.২০২২** তারিখে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ এবং আনুষ্ঠানিক ব্যয় এবং খরচাদি।
গ্রাহক ব্যর্থ হয়েছে বকেয়া পরিশোধ করতে, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হল গ্রাহক এবং জনস্বার্থে, যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা তার ওপর ন্যস্ত রয়েছে অধীন সেকশান১৩(৪) উল্লেখিত আইনে, সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ ও ৯ উল্লেখিতে আইনে চলতি **১৮ মে, ২০২৩ তারিখে।**
গ্রাহককে বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় উল্লেখিত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করতে এবং উল্লেখিত সম্পত্তির বিষয়ে কোনরূপ লেনদেন হলে তারওপর **কানাড়া ব্যাঙ্ক, আমতলা-১ শাখা** দাবী করবে বকেয়া **টাকা. ৭,৭৭,৬২২.৫৩** (সাত লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শত বাইশ টাকা তিপান্ন পয়সা মাত্র) সঙ্গে সুদ ও অন্যান্য খরচাদি ১২.১২.২০২২ থেকে।
গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত অধীন সেকশান ১৩(৮) আইনে, সুরক্ষিত সম্পত্তি খালাস করার জন্য উপযুক্ত সময়ের মধ্যে।
সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী শ্রী সইফুল দেওয়ানের (গ্রাহক এবং বন্ধকদাতা)।
সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী একটি বাড়ি জমি পরিমাপ প্রায় ৩ শতক যা রয়েছে মৌজা-হাটবেড়িয়া, এল.আর. খতিয়ান নং. ৫৩৫, এল.আর. দাগ নং. ৩৪৮, যার প্রিমিসেস হল হাটবেড়িয়া, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **চারপাশের পরিসীমা** ঃ উত্তরে-ঠাকুরথান, দক্ষিণ-পুকুর এবং ৩' রাস্তা, পূর্ব-সেলিম দেওয়ান, পশ্চিম-রুস্তম দেওয়ান।
তারিখ ঃ ১৮.০৫.২০২৩ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান ঃ আমতলা কানাড়া ব্যাঙ্ক

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা, কোড নং ঃ ১৫৭৪৫
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

স্বীকৃত আধিকারিকের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ পারমিতা সাহা, e-mail ID : sbi.15745@sbi.co.in মোবাইল নং ঃ +৯১৮০০১২৩০৪৬৭
(দেখুন বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ে)
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ সুদ নিরাপত্তা আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) সুদ নিরাপত্তা (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

তারিখ ও সময় ই-নিলামের ঃ তারিখ ঃ ২১.০৬.২০২৩।
সময় ঃ ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। প্রতি দরের ক্ষেত্রে সীমাহীন বর্ধিত ১০ মিনিট।
দর-পূর্ব ইএমডি জমা করার শেষ তারিখ ঃ ''আগ্রহী দরদাতারা জমা করতে পারেন দর-পূর্ব ইএমডি এমএসটিসি-তে ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পূর্বে। দর-পূর্ব ইএমডি ক্রেডিট প্রদান করা হবে দরদাতাদের কেবলমাত্র এমএসটিসি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদানের রিসিপ্ট পাওয়ার পর এবং তা আপডেট করার তথ্যাবলী ই-নিলাম ওয়েবসাইটে। ব্যাঙ্কের পদধিতি অনুসারে এই কাজে কিছু সময় লাগতে পারে এবং দরদাতারা, নিজেদের আগ্রহে তা করবেন, তাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে জমা করতে দর-পূর্ব ইএমডি রাশি জমা করতে অগ্রিম শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়ানোর জন্য।''

এতদ্বারা জনস্বার্থে এবং বিশেষভাগে গ্রাহক এবং জামিনদারদের সূচিত করা যায় যে নিম্নবর্নিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী/ দায়বদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে, যার শারিরীক অধিগ্রহণ করেছেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতা, যা বিক্রয় করা হবে **''যেখানে রয়েছে'', ''যাকিছু রয়েছে'', এবং ''সেখানে যাকিছু রয়েছে'' ভিত্তিতে ১১.০৬.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পুণরুদ্ধার করতে টাকা. ২৪,৮২,৫৪৩.০০ ০৪.০১.২০২৩ তারিখে** সঙ্গে সুদ এবং এবং পরবর্তী ব্যয় যা বকেয়া রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে **মে. ওম এন্টারপ্রাইজ, মালিক ঃ শ্রী রাহুল শ,** ৪৫বি স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড, বড়বাজার (পোস্তার নিকট), কলকাতা-৭০০০০৭ **ও এফ/ সি-** ১৪/ ৪ বিদ্যাসাগর পল্লী, রাজারহাট গোপালপুর (এম), জয়নগর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০০৫৯।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০৬.২০২৩। সময় সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ২.০০ ঘটিকা।

ক্র. নং.	স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষুদ্র বিবরণ সঙ্গে জ্ঞাত দায় সহকারে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না মূল্য
১	মূল সম্পত্তি (বসবাসের ফ্ল্যাট নং. ১ডি রাজশ্রী অ্যাপার্টমেন্ট) পরিমাপ ৮৩৫ ব.ফু. (সুপার বিল্ডআপ এলাকা) সঙ্গে সমস্ত পরিষেবার অধিকার যা রয়েছে মিউনিসিপাল হোল্ডিং নং. ১০৫ জয়নগর বিদ্যাসাগর পল্লী, জর্দাবাগান, প্রিমিসেস নং.-এফসি-১৪/ ২, দাগ নং.-সিএস ১৫০১, আরএস ১৫৪৯, এলআর ৪০২৬, খতিয়ান নং.-সিএস ১২৬, আরএস ১০১, এলআর ৫৫৪২, জেএল নং. ১৬, তৌজি নং. ৩০২৭, মৌজা ও পোস্ট-জয়নগর, থানা-বাগুইআটি, অধীন বিধাননগর পুরনিগম, ওয়ার্ড-২৮, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৫৯। মালিক ঃ শ্রী রাহুল শ (মালিক), শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা শ অধিগ্রহণের ধরণ ঃ শারিরীক	টাকা. ২৪,৪১,০০০.০০	টাকা. ২,৪৪,১০০.০০
		দর বর্ধিত রাশি ঃ ১০,০০০.০০	

বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, জানতে দয়াকরে দেখুন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত লিংক, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট -https://www.sbi.co.in ও ই-নিলাম পদ্ধতি পরিচালনা, দয়াকরে দেখুন মে. এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp ও-https://tenders.gov.in।

তারিখ ঃ ২০.০৫.২০২৩, অনুমোদিত আধিকারিক,
স্থান ঃ কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনের নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) এর মাধ্যমে ০৫টি ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নংঃ সি-এপি-এসএমইউ-এনওকিউ-০৫। লট নিলাম শুরু (সমস্ত লট): ০৫-০৬-২০২৩** তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। **একক দর ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; যাত্রা/দিন ঃ ১৮২৭;

ক্রমনং.	লট নং./ শ্রেণী	লটের বর্ণনা
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৪-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পরিবহন এলাকায় চা স্টল-৩
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৭-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পিএফ-২-৩-তে চায়ের স্টল-৩
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৬-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পিএফ-১-তে জুস বার/তাজা ফল
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৫-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পরিবহন এলাকায় জুস বার/তাজা ফল-২
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮২-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পরিবহন এলাকায় চা স্টল-২

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০৫-০৬-২০২৩ তারিখে ১২.১০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। ক্রমাগত লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **স্বয়ংক্রিয় সময়কাল বৃদ্ধিঃ** ১২০ সেকেন্ড। **টিকাঃ** সম্ভাব্য দরদাতাকে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিআরএম(সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
(পূর্বে পরিচিত বিএনকে ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
CIN NO-L34202WB1986PLC040542
রেজি. অফিস ঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং.ঃ (০৩৩) ৬৬২৫ ১০০০০ / ১৫০০, টেলি ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৩০৬৮৪৪
ই-মেল ঃ secretarial.qcml@rpsg.in, ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in

সংক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষে ৩১ মার্চ ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণী	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২০২২ নিরীক্ষিত	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	২,০৯৫.৪৪	৯৩.০৬	২,১৪৭.৫৬	৩,২১০.৩৫	৩,৮৭২.২৩
২	লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্বে	২,০৬৩.০৭	৭৮.৪৩	২,০৯৯.৪৫	২,৩৭৬.৭২	২,৮৯৪.৭৭
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) সাধারণ কারবারে করের পর	১,৬৫১.৩৪	৫৭.৭৩	১,৬৪৩.৩৫	১,৮৮৬.২৮	২,১৯৯.৭৩
৪	মোট ব্যাপক আয়/ (ক্ষতি) মোট কর	(৭,৪৪৭.৮৩)	১,২৫৩.০১	(৬,৪২৯.২০)	(১৪,০৬৪.৭৬)	৩৩,৬৫১.৮০
৫	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০
৬	সংরক্ষিত (রেভলিউশন রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে)	-	-	-	৬৬,৩৬৭.২৯	৮০,৬৮২.০৪
৭	শেয়ার প্রতি আয় (চলতি এবং অচলতি আয় থেকে) ১০ টাকা প্রতি					
	ক) মূল ঃ	১৬.৫১	০.৫৮	১৬.৪৩	১৮.৮৬	২২.০০
	খ) মিশ্র ঃ	১৬.৫১	০.৫৮	১৬.৪৩	১৮.৮৬	২২.০০

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর দ্বারা তাদের সভায় ১৯ মে, ২০২৩।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে অনুসারী হিসাবে ভারতীয় গনণা গুনমান (আইএনডি এএস) অনুসারে অধীন সেকশান ১৩৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে অনুসারী ধারা কোম্পানি আইন (ভারতীয় গনণা গুনমান) ধারা, ২০১৫ সংশোধনী কোম্পানি (ভারতীয় গনণা গুনামন) (সংশোধনী) ধারা, ২০১৬ মোতাবেক।
৩. কোম্পানি লভ্যাংশ ঘোষনা করেছে প্রাপ্ত লাভের ভিত্তিতে প্রদানের জন্য যা কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে রয়েছে ১৯মে, ২০২৩ তারিখে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের তরফে যা প্রস্তাবিত হয়েছে লভ্যাংশ হল ২.৫০ টাকা প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে প্রতি ১০টিতে বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ যা শেয়ার হোল্ডারদের অনুমোদনের বিষয়বস্তু বার্ষিক সাধারণ সভায়। যদি অনুমোদিত হয়, লভ্যাংশ ২.৫০ লক্ষ টাকা নগদ প্রদান করতে হবে।
৪. চলতি পূর্বেকার মেয়াদের রাশি পুনঃসজ্জিত / পুনঃপ্রদর্শিত হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে চলতি মেয়াদের রাশি উপস্থাপন এবং সুনিশ্চিত করতে।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড-র পক্ষে
সুনীল ভাণ্ডারি
চেয়ারম্যান
DIN: 00052161
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৯ মে, ২০২৩

HDFC BANK
We understand your world
রেজিস্টার অফিস ঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং ইহার আরও একটি অফিস রয়েছে
রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি., ১ম ফ্লোর, ১-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২।

বিক্রয় ঘোষনা এবং পাবলিক নোটিস বিক্রয়ের জন্য সুরক্ষিত সামগ্রী যা বন্ধকী রয়েছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি.-র কাছে

নিম্নে উল্লেখিত এইচডিএফসি লি. (ব্যাঙ্ক) গ্রাহক উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে সুরক্ষিত সামগ্রী বিক্রয় করা হবে যা বন্ধকী রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে, যার দরুণ ঋণ সুবিধা নিয়েছে ঋণ / ওভারড্রাফট সম্পত্তি বন্ধক রেখে। বকেয়া রাশি পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের তরফ থেকে ব্যর্থতার দায়ে লোনের চুক্তি অনুসারে, নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্টগুলি দোষী হিসাবে বিবেচিত। ব্যাঙ্ক বহুবার ওই গ্রাহদের নোটিস জারি করেছে, যার সাথে রয়েছে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিস নিম্নে উল্লেখিত তারিখে, যার ফলে ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের আহ্বান জানাচ্ছে এবং ৭ দিনের সময় প্রদান করছে সমস্ত বকেয়া রাশি পরিশোধ করার জন্য নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির ক্ষেত্রে, যাহাতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে কোনরূপ পরবর্তী নোটিস জারি না করেই। গ্রাহকরা অবহেলা করছেন এবং বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক নিজের অধিকার প্রয়োগ করে লোন চুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিক্রয় বা সমাপ্তি করতে সমস্ত বন্ধকী **২৬ মে, ২০২৩** বা তারপর বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধার করতে যা গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নিয়েছেন। গ্রাহকদের আরও সূচিত করা যায় যে, যে কোন সময়, বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যমান কমে যেতে পারে স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারনে যাহাতে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সীমারেখায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে এক (১) ক্যালেণ্ডার দিবসে, কোনরূপ পরবর্তী নোটিস জারি না করে। গ্রাহকরা বাধ্য রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পরিশোধ করতে যে সমস্ত বকেয়া রয়েছে, বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় পদ্ধতি সম্পাদনের পর সামঞ্জস্য করা হবে।

ক্র নং	লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	গ্রাহকের নাম	১৮ মে ২০২৩ তারিখে থাকা বকেয়ার পরিমান	বিক্রয় নোটিসের তারিখ
৯	XXXX0469	পল্লব ঘোষ	১৪,৫৬,৫৫৮.১৩	১৫-মে-২৩
১৩	XXXX0027	শমিক রায়	৪,২৮১.২৮	১৫-মে-২৩
১৭	XXXX8272	মানস মুখার্জি	১,৫৫,৪৫০.০৭	১৫-মে-২৩
২৮	XXXX2072	অলোক চক্রবর্তী	৫,৫৭,০৩৭.৮২	১৫-মে-২৩
৩০	XXXX2072	মাহেশ রজক	১,৮৪,৮০৬.৫৯	১৫-মে-২৩
৩৪	XXXX3664	দেবরাজ রায়	৯,৮৫,৮৫৫.৮৪	১৫-মে-২৩

তারিখ ঃ ২০-০৫-২০২৩ স্বা /-
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি.

Government of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Kolaghat Development Block :: Kolaghat :: Purba Medinipur.
NOTICE INVITING E-TENDER FOR PMZRMC
The Executive Officer (EO), Kolaghat Panchayat Samity invites separate % rate e-tenders for construction of 02 nos concrete road under PMZRMC vide this office No. 444 Dated. 18/05/2023. Tender nos. 2023_ZPHD_531919_1. Last date of bid submission: 03/06/2023 at 17.30 hours. Opening date of technical bid: 06/06/2023 at 11.00 hours. And No. 445 dt. 18/05/2023 and http://wbtenders.gov.in may be visited for further details for tender nos. 2023_ZPHD_531801_1. Last date of bid submission: 26/05/2023 at 17.30 hours. Opening date of technical bid: 29/05/2023 at 11.00 hours.
Sd/- EO,
Kolaghat , Purba Medinipur.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেল, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫১৬, তারিখ ১৮.০৫.২০২৩-এর অধীন টেন্ডার নং ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫১৬(৬৬), তারিখ ০৯.০৫.২০২৩ এবং ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫১৪ তারিখ ০৯.০৫.২০২৩, প্রশাসনিক কারণে একেবারে বাতিল হিসেবে গণ্য করতে হবে।
(HWH-62/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati,
PO & Dist – Hooghly, West Bengal
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited from the bonafide authorized dealer for the supply of 30000 Nos. (15000 numbers of Green Coloured & 15,000 numbers of Blue Coloured) HDPE plastic Household Bins of 10 liter capacity as per specification. Last date of submission of E-tender is **10.06.2023. Tender ID No. 2023_MAD_531902_1, NIT No. WBMAD/C/HCM/SWM/NIT9/5e/23.** For more details please visit the website i.e. **wbtenders.gov.in**.
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Tender No.-"
WBMAD/UM/59/e-Tender/2023-24, Dated: 19.05.2023,
WBMAD/UM/60/e-Tender/2023-24, Dated: 19.05.2023
(Construction of Boundary Wall in Ward no 06 under Uluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

Supplying a Motor Cab (Non-Air-Condition) with driver for the use of the Additional Project Director-IV, DPMU-II, WBMIFMP, Irrigation & Waterways Directorate, Jalasampad Bhawan (9th Floor), Kolkata- 700091. Last date of receiving application-**29-05-2023 till 02.00PM.** All other documents can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP"
Sd/- (Soumya Sundar Bhattacharya)
Deputy Project Director(Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP Irrigation & Waterways Dte.

INVITING TENDER NOTICE
Undersigned is inviting Tender notice towards **NIT No. 05/Dev/EO/Pur/2023-24 Date. 18.05.2023.** Last date of submission of tender is **up to 5:00 pm., 31.05.2023** and will be opened on **02.06.2023 at 11:00 a.m.** For details pl. contact to the office of the undersigned or visit the website **http://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
Pursurah, Hooghly

টলিবলির খবর

২৭ লাখের ফ্রি টিকিট নিয়ে ফুর্তি আরিয়ানের! বিস্ফোরক সমীর ওয়াংখেড়ে

১৯ মে ঃ প্রাক্তন এনসিবি কর্তা সমীর ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে আগেই দুর্নীতির মামলা রুজু করেছিল সিবিআই। সিবিআইয়ের অভিযোগ

সমীর শাহরুখ খানের কাছ থেকে ২৫ কোটি টাকা দাবি করেছিলেন আরিয়ানের মাদক মামলা নিষ্পত্তির জন্যে। এবার এনসিবির প্রাক্তন জোনাল ডিরেক্টর সমীরকে সমন পাঠাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বৃহস্পতিবারই সিবিআইয়ের মুম্বই অফিসে সমীরকে তলব করেছে সিবিআই। বুধবার দিল্লি হাই কোর্টে সিবিআই সমনের বিরুদ্ধে আবেদন করেন সমীর। যার পর হাইকোর্ট তাঁকে গ্রেপ্তারির উপরে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে। পাশাপাশি আদালত জানিয়েছে, অভিযুক্ত চাইলে বম্বে হাই কোর্টে যেতে পারেন। এদিকে সিবিআই জানিয়েছে, ২২ মে পর্যন্ত ওয়াংখেড়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারির মতো কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তিনি সিবিআইয়ের কাছে লিখিত আবেদন করলে সমন স্থগিতও করা যেতে পারে, এই শর্তে যে তদন্তে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করতে হবে। ঠিক এই সময়ই প্রকাশ্যে এল এনসিবির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেশ্বর সিং ও সমীর ওয়াংখেড়ের একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট। যেখানে শাহরুখপুত্র আরিয়ানের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন সমীর। সেই চ্যাট অনুযায়ী, সমীরের অভিযোগ, রেভ পার্টিকে প্রোমোট করার জন্য আরিয়ান ও তাঁর বন্ধুদের ২৭ লাখ টাকার ফ্রি টিকিট দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিল ড্রাগস ও বেশ কয়েকজন মহিলা। ওয়াংখেড়ের দাবি, তারকাপুত্রকে দিয়ে রেভ পার্টি প্রোমোট করানোর জন্য ড্রাগস মাফিয়ারা তাঁদের ক্লাইন্টের সংখ্যা বাড়াতে পারে। ২০২১ সালের ২ অক্টোবর মুম্বইয়ের বিলাসবহুল কর্ডেলিয়া ক্রুজে এনসিবি হানার নেপথ্যে ছিলেন সমীর ওয়াংখেড়ে। সেখান থেকেই আটক করা হয় শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে। তার ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ৩ অক্টোবর আরিয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওয়াংখেড়ের নেতৃত্বেই আরিয়ান মামলার তদন্ত শুরু হয়। তারপর একাধিকবার আরিয়ানের জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। টানা ২৬ দিন জেলে কাটিয়ে জামিন পান আরিয়ান। মূলত, আরিয়ান মাদককাণ্ডের পর থেকেই খবরে আসেন সমীর ওয়াংখেড়ে। সম্প্রতি সিবিআই অভিযোগ আনে যে শাহরুখের থেকে ২৫ কোটি টাকা দাবি করেছিলেন সমীর ওয়াংখেড়ে মামলার নিষ্পত্তির জন্য। সিবিআই জানিয়েছে, একথা জানাতে পারা গিয়েছে এনসিবির আরেক অফিসার কেপি গোসাবির দেওয়া বয়ান থেকেই। এই কেপি গোসাবির সঙ্গেই আরিয়ান খানের সেলফি ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। যদিও সমীরের বলেন, আমি দেশভক্ত হওয়ার মাসুল গুনছি। তবে আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আমি আমৃত্যু লড়ে যাব। আমার গোটা পরিবারকে যুঝতে হচ্ছে এমন পরিস্থিতির সঙ্গে। সত্যি ঠিক একদিন সামনে আসবে।

মূলত, আরিয়ান মাদককাণ্ডের পর থেকেই খবরে আসেন সমীর ওয়াংখেড়ে

এখনও সলমনের সঙ্গে প্রেমের খোঁটা শুনতে হয় ভাগ্যশ্রীকে

১৯৮৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া'। মুখ্য ভূমিকায় সলমন খান ও ভাগ্যশ্রী। সমস্ত দেশবাসী হইহই করে হল ভরিয়ে দিয়েছিলেন সলমন-ভাগ্যশ্রী জুটির রোমান্স দেখতে। তৎকালীন প্রজন্মের কাছে তখন সেই জুটি আইকন। এই ছবির দৌলতেই যদিও দুই তারকার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছিল, তবে কুকথাও কম শুনতে হয়নি! সন্তানের জন্মের একদিনের মাথায় ভাগ্যশ্রীকে খোঁটা শুনতে হয়েছিল যে, তিনি নাকি সলমন খানের সঙ্গে প্রেম করছেন। সম্প্রতি, সলমন অভিনীত 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবিতে ভাগ্যশ্রীকে ক্যামিওর চরিত্রে দেখা গিয়েছে। আসলে, 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া'র পর আর এই হিট জুটিকে দেখতে পাননি দর্শকরা। সংসারে মন দিয়েছিলেন নায়িকা। তাঁদের সেই জুটি ফেরাতেই ৩৪ বছর পর ভাগ্যশ্রীকে ফোন করেন ভাইজান। ফিল্মি কেরিয়ারের প্রথম নায়ককে ফেরাননি তিনি। তবে জানেন কি,

এই ভাগ্যশ্রীকেই একবার সলমনের সঙ্গে প্রেমের রটনার জেরে স্বামীর সামনেই চরম অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল? ভাগ্যশ্রীর কোলে তখন সন্তান। বয়স মাত্র ১ দিন। তার মাসখানেক আগে থেকেই রটে যায় যে তিনি নাকি সলমনের সঙ্গে প্রেম করছেন! নায়িকা ও সন্তান হওয়ার পরই পাপারাজিরা তাঁকে ছেঁকে ধরেন! রেহাই পাননি ভাগ্যশ্রীর স্বামী হিমালয় দাসানিও। ভাগ্যশ্রীর সন্তানকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে এক সাংবাদিক হিমালয়কে প্রশ্ন করে বসেন, ভাগ্যশ্রী তো সলমনের সঙ্গে প্রেম করছেন, আর এখন এই সন্তান হল, কেমন লাগছে আপনার? তার মাত্র একদিন আগেই পুত্রসন্তান অভিমন্যু দাসানির জন্ম দেন অভিনেত্রী। সাংবাদিকের হাতে ছিল ফুলের তোড়া। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অভিনেত্রীর ননদ। সেই সাংবাদিক অনুমতি নিয়ে নায়িকার কেবিনে ঢুকেই হিমালয়কে সলমন ও ভাগ্যশ্রীর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করে বসেন, যা শুনে বেজায় অস্বস্তিতে পড়েন তিনি।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নতুন জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিলেন শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব

মালিগাঁও, ১৮ মে ঃ ১৬ মে, ২০২৩ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নতুন জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেছেন ইউপিএসসি ১৯৮৭ ব্যাচের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স এর আধিকারিক শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। তিনি জিইসিজবলপুর থেকে বি. টেক (১৯৮৬), আইআইটিরুড়কি থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্টে এম.টেক (১৯৮৮), ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতকোত্তর (২০০৭) এবং এআইএমএ, নিউ দিল্লি থেকে ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা (২০০৯) সম্পূর্ণ করেছেন। জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে তিনি এন. এফ. রেলওয়ের আওতাভুক্ত সিকিম সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশের মধ্যে সমস্ত রেলওয়ে পরিচালনামূলক কার্যকলাপের সামগ্রিক ইনচার্জ হবেন। শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ভারতীয় রেলওয়েতে ১৯৮৯ সালে ' অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। পূর্বে তিনি সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কনস্ট্রাকশন) এবং ওয়ালটেয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ সেফটি অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ২০১৪ সালে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডে জিজিএমইলেকট্রিক্যাল হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তিনি ডেনমার্ক ও স্পেন থেকে মেট্রো রেলওয়ে টানেলিং ও সেফটি অব সিস্টেমের উপর বিস্তৃত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় ম্যানেজমে ট্রেনিং প্রোগ্রাম অব ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অফিসার্স কোর্সের পাশাপাশি ইটালির মিলানে অবস্থিত এসডিএ স্কুল অব বিজনেস থেকে একটি স্পেশাল এগজিকিউটিভ লিডারশিপ প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ করেছেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি ইস্টার্ন রেলওয়ের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) হিসেবে কাজ করেছিলেন। ট্রেন পরিচালনা, রোলিং স্টক ও ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন জেনারেল ম্যানেজারের ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে।

বিলাস-বহুল বাড়ি কিনলেন নীতু সিং

কয়েকদিন আগেই বউমা আলিয়া ভাট কিনেছেন দামী অ্যাপার্টমেন্ট এবার শাশুড়ি নীতু সিংয়ের পালা। মুম্বইয়ের বান্দ্রায় এক বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট কিনলেন নীতু সিং। যার দাম ১৭.৪ কোটি টাকা! সানটেক রিয়্যালিটির ৭ নম্বর তলায় নীতুর এই ফ্ল্যাটটি ৩,৩৮৭ স্কোয়্যার ফিটের। সুবিধা রয়েছে ৩ টি গাড়ি পার্ক করারও। সব মিলিয়ে নীতুর এই ফ্ল্যাট কিন্তু বিলাসবহুল।প্রসঙ্গত, স্বামী রণবীর কাপুর ও মেয়ে রাহার সঙ্গে দিব্যি সংসার করছেন আলিয়া ভাট। ধীরে ধীরে স্বপ্নের মতো করে গুছিয়ে নিচ্ছেন ঘরবাড়ি। আর এবার তো নিজেকে যেন আরও মেলে ধরতে চলেছেন তিনি। সেই কারণেই মুম্বইয়ের পালি হিল এলাকায় ৩৭.৮০ কোটি টাকা দিয়ে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনে ফেললেন আলিয়া। শুধু কী তাই, সেই অ্যাপার্টমেন্টের দুটি ফ্ল্যাট উপহার দিলেন বোন শাহিন ভাটকে। সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, আলিয়ার এই অ্যাপার্টমেন্ট প্রায় ২,৪৯৭ স্কোয়ার ফিট। আলিয়া এটি নিজের নামে নয়, বরং এটি কিনেছেন তাঁর প্রোডাকশন হাউস ইটারনাল সানসাইন প্রোডাকশনের নামে। এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ আলিয়ার নতুন বাড়ি রেজিস্ট্রার হয়েছে।

নিউ ক্যালেডোনিয়ায় ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্প, সুনামির সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃ শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপপুঞ্জ। শুক্রবার দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপপুঞ্জ ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে । ভূমিকম্পের পর ওই অঞ্চলে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। সুনামির পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পের পর ওশেনিয়া অঞ্চলে ১০ ফুট (৩ মিটার) উচ্চতার ঢেউয়ের সুনামি আঘাত হানতে পারে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে নিউ ক্যালেডোনিয়ায় আঘাত হানা ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৩৭ কিলোমিটার গভীরে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র (পিটিডাব্লিউসি) এক বুলেটিনে উপকূলীয় এলাকার লোকজনকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলা হয়েছে।

হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে একই দিনে একইসাথে ৬টি হেলথ সেন্টারের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ মে ঃ একই দিনে একইসাথে ৬টি হেলথ সেন্টারের উদ্বোধন হয়ে গেল হাওড়া পুর এলাকায়। এটা একটা বিরল ঘটনা। দাবি করলেন হাওড়া পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যেই হাওড়া পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে আগামী দিনে একটি করে 'হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেণ্টার' খোলা হবে বলে জানা গেছে। যেখানে প্রত্যেকদিন বর্হিবিভাগের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও বিলি করা হবে। এখানে একজন মেডিক্যাল অফিসার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী থাকবেন। জরুরি প্রয়োজনে রোগীদের কোনও সেলাই বা আপৎকালীন চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হবে। কোথাও পৌরনিগমের নিজস্ব ভবনে আবার কোথাও ভাড়া বাড়িতে এই চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি চলবে। শুক্রবার পৌরনিগমের মোট ৬টি ওয়ার্ডে এরকম ৬টি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেণ্টারের শুভ সূচনা করা হয়। যেসব ওয়ার্ডে এই কেন্দ্রগুলি চালু হয়েছে সেগুলি হল ২৯, ৫০, ৮, ২৫, ১৬ ও ১৯। এই ৬টি সেণ্টার পৌরনিগমের নিজস্ব ভবনেই চালু করা হয়েছে। হাওড়া পৌরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেশ রাই বলেন, আমার ওয়ার্ড অনেক বড়। সেই কারণে এখানে কম করেও ৪টি হেলথ সেঃটারের প্রয়োজন। কিছুদিন পর বনবিহারী বোস রোড এবং পি কে ব্যানার্জী রোডে কাজ শুরু হবে। এটা কেএমডিএর পাম্প হাউস ছিল একসময়। জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে প্রতি এলাকায় হেলথ সেঃটার না থাকলে সাধারণ মানুষের খুবই অসুবিধা হবে। রাজ্য সরকার, কেএমডিএ এবং হাওড়া পুরনিগমের সহযোগিতায় এলাকায় এলাকায় চেষ্টা চলছে একটা হেলথ সেঃটার তৈরি করার। এদিন হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এদিন একসাথে ৬টা সেন্টার উদ্বোধন হচ্ছে। একই দিনে একই সময় করা হল এটা। এটা একটা বিরল ঘটনা। একই দিনে ৬টা সেঃটার উদ্বোধন হওয়া। এখনে সম্পূর্ণ সেট আপ তৈরি হবে। তবে এখানে বহির্বিভাগের সুবিধা পাওয়া যাবে। ইন্ডোরের সুযোগ নেই। এখানে ডাক্তার, নার্স থাকবেন। বেসিক টেস্টের জন্য রক্ত নেওয়া হবে। ওষুধ দেওয়া হবে। এখন থেকে দুয়ারে চিকিৎসা এই সেন্টার থেকেই পরিসেবা দেওয়া হবে। এটা কেএমডিএ করেছে। সহায়তা করেছে হাওড়া পুরনিগম। ১ জন এমবিবিএস চিকিৎসক, নার্সিং স্টাফ সহ অন্যান্যরা থাকবেন। অন্যদিকে, এদিন থেকেই হাওড়া পৌরনিগমের প্রধান কার্যালযের সামনে স্বয়ংক্রিয় ঝাড়ু অর্থাৎ সুইপিং মেশিন পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়।মূলত হাওড়ার রাস্তা সাফাইয়ে নজর দিয়ে এবার এই সুইপার ট্রাক চালু হতে চলেছে। শহরের বড় বড় রাস্তা সাফাইয়ের জন্য এবার এই সুইপার ট্রাক চালু হল হাওড়ায়। এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাস্তা সাফাই হবে। শুক্রবার এই স্বয়ংক্রিয় ঝাড়ু সমন্বিত ট্রাকের উদ্বোধন করেন হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। কয়েকদিনের আরও একটি এইরকম সুইপার ট্রাক হাওড়া শহরের রাস্তায় চালু করা হবে। ধাপে ধাপে মোট ৪টি সুইপার ট্রাক নামবে হাওড়ার রাস্তায়। ফোরশোর রোড, ড্রেনেজ ক্যানেল রোড, জিটি রোডের মতো বড় রাস্তাগুলি পরিস্কার করার জন্য এই সুইপার ট্রাকগুলি ব্যবহার করা হবে বলে জানা গেছে। রাস্তার ধুলো, ময়লা স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেনে নেবে গাড়ির মধ্যে থাকা মেশিন। এর ফলে দূষণের মাত্রাও কমবে। প্রতিটি গাড়ির মূল্য প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা।

ওদলাবাড়িতে কর্তব্যরত অবস্থায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু রেলকর্মীর

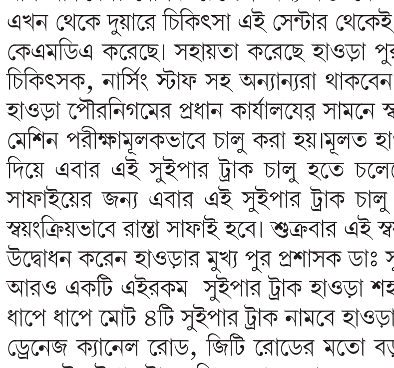

দুরন্ত বার্তা, ওদলাবাড়ি, ১৯ মে ঃ জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়ি সংলগ্ন ঘিস সেতুতে কর্তব্যরত অবস্থায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক রেলকর্মীর। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনার জেরে এদিন শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন রেলপথে দীর্ঘক্ষণ রেল চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম গোপাল রায়(৪৬)। তিনি ওদলাবাড়ি স্টেশন সংলগ্ন রেল কোয়ার্টারে থাকতেন। এদিন সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট নাগাদ গোপাল বাবু অন ডিউটিতে ছিলেন। সে সময় ওদলাবাড়ি সংলগ্ন ঘিস সেতু পার হবার সময় ডাউন পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস তাকে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘিস সেতুর ওপর কোনও রেলিং না থাকায় ওই রেলকর্মী অসহায় হয়ে পড়েন এবং শেষ মুহূর্তে চেষ্টা করেও রেললাইন থেকে সরে আসতে পারেননি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে এই ঘটনার জেরে বাগরাকোট স্টেশনে প্রায় ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় শিলিগুড়ি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার গামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে। আবার ডামডিং স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি জংশনগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই হয়রানির শিকার হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। খবর পেয়ে মাল থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রেললাইনের উপর থেকে মৃতদেহ সরিয়ে নিলে দীর্ঘক্ষণ পর রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

হাওড়ায় আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার দুই দুষ্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ মে ঃ হাওড়ায় আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার দুই দুষ্কৃতি। সুনির্দিষ্ট

তথ্যের ভিত্তিতে হাওড়ার লিলুয়া থানার অপরাধ দমন শাখার পুলিশের দল অভিযান চালিয়ে কলকাতার ঠাকুরপুকুর থানা এলাকার শুভদীপ পাল ও সরশুনা থানা এলাকার বিপ্লব ঢালীকে লিলুয়ার ভট্টনগর ভেড়ি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করল। এদের কাছ থেকে একটি দেশি তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট মামলা শুরু হয়েছে এবং পুরো ঘটনা উদঘাটনের জন্য তদন্ত চলছে। জানা গেছে, পঞ্চায়েত ভোটের আগে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে এরা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়া লিলুয়া থানার পুলিশ চকপাড়া আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভেড়ি অঞ্চল থেকে এদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের শুক্রবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়।

ধর্নায় বসে থাকা কুস্তিগীরদের সমর্থনে যন্তর মন্তরে গেলেন পাইলট

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃ বিক্ষোভরত কুস্তিগীরদের সমর্থন জানাতে শুক্রবার দিল্লির যন্তর মন্তরে পৌঁছেছেন রাজস্থান কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট। গত কয়েকদিন ধরে যন্তর মন্তরে রেসলিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে কুস্তিগীররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। সময়ে সময়ে বিরোধী দলের অনেক নেতাই বিক্ষোভে অংশ নিতে পৌঁছে যাচ্ছেন। এই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার শচীন পাইলটও এখানে পৌঁছেছেন। বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক এবং ভিনেশ ফোগাটের সাথে দেখা করে কথা বলেন পাইলট। রেসলারদের দাবি, যৌন হেনস্থার মামলায় ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে গ্রেফতার করা হোক।

দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ১৯ মে ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি স্পেশাল ট্রেন কাটিহার রাঁচি কাটিহারের মধ্যে উভয় দিক থেকে ছয়টি ট্রিপের জন্য এবং আরেকটি স্পেশাল ট্রেন রাঙাপাড়া নর্থইরোড রাঙাপাড়া নর্থের মধ্যে উভয় দিক থেকে দুটি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ০৫৭৬২ নং (কাটিহার-রাঁচি) স্পেশাল ট্রেনটি ২৫ মে থেকে ২৯ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ১৪.০০ ঘণ্টায় কাটিহার থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ০৩.৪০ ঘণ্টায় রাঁচি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৭৬১ নং (রাঁচি কাটিহার) স্পেশাল ট্রেনটি ২৬ মে থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার ০৫.৩০ ঘণ্টায় রাঁচি থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে ২০.০০ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে

স্পেশাল ট্রেনটিতে এসি ৩ টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও সেকেন্ড সিটিং সহ মোট ১৫ টি কোচ রয়েছে। ০৬০৭৩ নং (ইরোড-রাঙাপাড়া নর্থ) স্পেশাল ট্রেনটি ২৪ মে থেকে ৩১ মে, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার ০২.৩০ ঘণ্টায় ইরোড থেকে রওনা দিয়ে শুক্রবার ১০.০০ ঘণ্টায় রাঙাপাড়া নর্থে পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৬০৭৪ নং (রাঙাপাড়া নর্থইরোড) স্পেশাল ট্রেনটি ২৭ মে থেকে ০৩ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার ০৫.১৫ ঘণ্টায় রাঙাপাড়া নর্থ থেকে রওনা দিয়ে সোমবার ১৩.১৫ ঘণ্টায় ইরোডি পৌঁছবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে স্পেশাল ট্রেনটিতে ফার্স্ট কাম সেকেন্ড এসি, এসি ২ টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও সেকেন্ড সিটিং সহ মোট ২৩ টি কোচ রয়েছে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ইতালিতে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন

রোম, ১৯ মে ঃ ইতালির এমিলিয়া-রোমাগনা অঞ্চলে বন্যা ও ভূমিধসে

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ জনে দাঁড়িয়েছে এবং বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। বৃহস্পতিবার এই এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি কমলেও অধিকাংশ এলাকাই তলিয়ে গেছে। সান্ত'আগাতা সুল সান্তেরনো কমিউনের রাস্তা এবং সমুদ্রতীরবর্তী শহর রাভেন্নার কিছু অংশ বন্যার জলে তলিয়ে গেছে। ইতালির উত্তরমধ্য অঞ্চলে (যার মধ্যে বোলোগনা এবং মোডেনা শহর রয়েছে) মঙ্গলবার এবং বুধবার ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে, যার ফলে এই এলাকায় আকস্মিক বন্যা হয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা উঁচু ভবনের ছাদ ও উপরের তলা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। অসামরিক সুরক্ষা বিভাগ অনুসারে বৃহস্পতিবার এমিলিয়া-রোমাগনার বেশিরভাগ অংশ একটি রেড অ্যালার্ট জোনে রয়ে গেছে। একই সময়ে, উত্তরে লম্বার্ডি থেকে দক্ষিণে ব্যাসিলিকাটা পর্যন্ত-কমলা বা হলুদ সতর্কতা ঘোষণা করা হয়। জানা গিয়েছে, ২৮০ টিরও বেশি ভূমিধসের খবর পাওয়া গেছে, যার জেরে ২০০টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত উত্তরমধ্য ইতালির বেশিরভাগ অংশের জন্য গুরুতর আবহাওয়া সতর্কতা জারি রয়েছে।

মেট্রো পরিষেবাগুলি ২০.০৫.২৩ (শনিবার) এবং ২১.০৫.২৩ (রবিবার) এ নিয়ন্ত্রিত হবে

কলকাতা, ১৯ মে ঃ নিয়মিত ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনগুলির মধ্যে একটি মেগা পাওয়ার ব্লক নেওয়া হবে। এই পাওয়ার ব্লক ২০.০৫.২৩ (শনিবার) এবং ২১.০৫.২৩ (রবিবার) নেওয়া হবে। ২০.০৫.২৩ (শনিবার), মেট্রো পরিষেবাগুলি দক্ষিণেশ্বর দমদম-মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনগুলির মধ্যে ০৬,৫০ থেকে ১০,০০ ঘন্টা পর্যন্ত চলবে। সচরাচর. মহানায়ক উত্তম কুমারকবি সুভাষ স্ট্রেচে ০৬,৫০ থেকে ১০,০০ ঘণ্টা পর্যন্ত কোনো পরিষেবা পাওয়া যাবে না। ঐদিন. ১০,০০ টা থেকে। পরবর্তীতে স্বাভাবিক পরিষেবাগুলি যথারীতি সমগ্র দক্ষিণেশ্বরকবি সুভাষ প্রসারিত জুড়ে উপলব্ধ হবে। ২১.০৫.২৩ (রবিবার) দক্ষিণেশ্বরদমদম-মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনগুলির মধ্যে ০৯,০০ থেকে ১০,০০ ঘন্টা পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে। মহানায়ক উত্তম কুমার-কবি সুভাষ স্ট্রেচে

০৯,০০ থেকে ১০,০০ ঘন্টা পর্যন্ত কোনও মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে না। সকাল ১০টা থেকে পুরো দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ স্ট্রেচে যথারীতি স্বাভাবিক পরিষেবা পাওয়া যাবে। শ্রী কৌশিক মিত্র, সিপিআরও, মেট্রো রেলওয়ে স্পষ্টভাবে স্পষ্ট করেছেন যে এই সপ্তাহান্তে এই ব্লকটি নিয়মিত ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য নেওয়া হচ্ছে যাতে যাত্রীদের অন্তত অসুবিধা হয়। কবি সুভাষ থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার প্রসারিত মেট্রো পিয়ার, অর্থাৎ ভায়ানালী বিভাগটি নিরাপদ এবং মেট্রো চলাচলের জন্য উপযুক্ত। মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মেট্রো চালানোর সময় যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেয়। শ্রী মিত্র যাত্রীদের অনুরোধ করেছেন যে কোনও গুজবে কান দেবেন না যে মেট্রোর পিয়ার, পিলারগুলি অনিরাপদ এবং এই ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলাকালীন মেট্রো কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য।

Name Change

I ,Hurannesa Begum @ Harunnesa Begam W/O- Rasan Ali resident of Saraitikar Munsi Para, P.O.- Rajbati, P.S.-Burdwan Sadar, Dist-Purba Bardhaman, W.B.-713104, shall henceforth be known as 'HARUNESHA BIBI' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 18/05/2023

Name Change

I, MD SALEHIN KHAN is wrongly recorded in my School Certificate. S/o- JAHIRUDDIN KHAN. Residing at Vill - Gangaprasad, Post- Madanpur, Ps- Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin- 742304, West Bengal. Shall henceforth be known as SALEHIN KHAN. That my name SALEHIN KHAN and MD SALEHIN KHAN is the same and one Person. Vide an affidavilldenticalt sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, HARUN RASHID is wrongly recorded in my Daughter School Certificate. S/o- MD KOBAD ALI MONDAL. Residing at Vill - Bagichapara, Post- Bahadurpur, Ps- Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Shall henceforth be known as MD HARUNAR RASID. That my name MD HARUNAR RASID and HARUN RASHID is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, PAUL SAJAL SARKAR is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- SAILEN SARKAR. Residing at 69/3 S.N Banerjee Road, Intally, S.O intally, Kolkata Pin- 700014, West Bengal. Shall henceforth be known as SAJAL SARKAR. That my name SAJAL SARKAR and PAUL SAJAL SARKAR is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, REJAUL SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- NIHAR SK. Residing at Vill - Bangaljhi, Post- Bangaljhi, Ps- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741123, West Bengal. Shall henceforth be known as EAJABUL SEKH. That my name EAJABUL SEKH and REJAUL SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, JAHIR ABBAS SK is wrongly recorded in my School Certificate. S/o- ALI MOHAMMAD SEKH. Residing at Vill - Barachand Ghar, Post- Barachand Ghar, Ps- Kaliganj, Dist- Nadia, Pin- 741156, West Bengal. Shall henceforth be known as JAHIR ABBAS SEKH. That my name JAHIR ABBAS SEKH and JAHIR ABBAS SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ALI MOHAMMAD is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- MAMLOT SEKH. Residing at Vill - Barachand Ghar, Post- Barachand Ghar, Ps- Kaliganj, Dist- Nadia, Pin- 741156, West Bengal. Shall henceforth be known as ALI MOHAMMAD SEKH. That my name ALI MOHAMMAD SEKH and ALI MOHAMMAD is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, AYECH SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- KAMED ALI SEKH. Residing at Vill - Barachand Ghar, Post- Barachand Ghar, Ps- Kaliganj, Dist- Nadia, Pin- 741156, West Bengal. Shall henceforth be known as AYECH ALI SK. That my name AYECH ALI SK and AYECH SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ETI SARKAR and ETI SARKAR BISWAS is wrongly recorded in my School Certificate and Aadhaar, Voter Card., W/o- RANA BISWAS. Residing at Vill - Flat No GA Kailash Apartment, Bansbari, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Shall henceforth be known as ETI BISWAS. That my name ETI BISWAS and ETI SARKAR and ETI SARKAR BISWAS is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, DULAL CHANDRA GHOSH S/o- Late MADHAB CHANDRA GHOSH, Residing at Vill -Purbakasba, Post- Salaidanga, Ps- Gazole, Dist- Malda, Pin- 732124, West Bengal. that my father name MADHAB GHOSH is wrongly recorded in my School Certificate. Shall henceforth be known as MADHAB CHANDRA GHOSH. That my Father name MADHAB CHANDRA GHOSH and MADHAB GHOSH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, EMRUL KOYESH is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- GOLAM ISRAIL SEKH. Residing at Vill - Madapur, Post- Hatinagar, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Shall henceforth be known as EMRUL KAYESH SEKH. That my name EMRUL KAYESH SEKH and EMRUL KOYESH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I , Prasuram Biswakarma @ Parshuram @ Pasuram Biswakarma @ Parashuram Biswakarma S/O- Ram Sundar (Father) And Parbati- Biswakarma (Mother) resident of Kalimohanpur, Belkash, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713102, shall henceforth be known as 'PARASHURAM BISWAKARMA' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 18/05/2023.

Separate sealed tenders are hereby invited by the undersigned for **NIT No-1 of 2023-24** of SLWSSD, Dept. of UD & MA, for two nos. work at Lepcha Bhawan and Baisakhi Abasan, Salt Lake. Last date of application- **24.05.2023 (12.00 noon).** For details, contact to the office of the undersigned or log in Website **www.wburbanservices.gov.in** (The Web Portal of the Urban Development Department).

Sd/- Sub Divisional Officer Salt Lake Water Supply Sub-Division

মাধ্যমিকের প্রথম দশে মালদার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ স্কুলের ১৩ জন ছাত্র

মালদা, ১৯ মে ঃ মাধ্যমিকে প্রথম দশে রয়েছে মালদার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ স্কুলের মোট ১৩ জন ছাত্র। তারা প্রত্যেকেই মাধ্যমিকের প্রথম দশে স্থান পেয়েছে। রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছে রিফাত হাসান সরকার। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১। এদিকে, তৃতীয় স্থানে রয়েছে স্কুলের চার ছাত্র মহম্মদ সারওয়ার ইমতিয়াজ, মাহির হাসান, স্বরাজ পাল এবং অর্ঘ্যদীপ সাহা। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০। মেধাতালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে স্কুলের দুই ছাত্র রায়ান আবেদীন ও ঋদ্ধিশ দাস। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৭। সপ্তম স্থানে রয়েছে মহম্মদ ফাহিম আনিস ও শেখ আয়ান রশিদ। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৬। অষ্টম স্থানে রয়েছে দেব কুমার মিশ্র ও অরণ্য লালা। তারা পেয়েছে ৬৮৫। যুগ্মভাবে দশম স্থান অধিকার করেছে অঙ্কিত মণ্ডল ও অনুব্রত ঘোষ। তারা পেয়েছে ৬৮৩। মালদার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের স্বামী তাপহারানন্দ মহারাজ জানান, পড়ুয়াদের শিক্ষার পাশাপাশি স্কুলে চরিত্র গঠন, ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়। মাধ্যমিকে প্রথম দশজনের তালিকায় স্থান পেল কোচবিহার জেলার তিন পড়ুয়া। ৬৮৬ নম্বর

পেয়ে মাধ্যমিকে রাজ্যে সপ্তম স্থান দখল করেছে কোচবিহারের রামভোলা হাইস্কুলের সত্যম বণিক। দিনহাটার গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুলের প্রত্যুষা বর্মন রয়েছে অষ্টম স্থানে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৫। এদিকে, ৬৮৪ নম্বর পেয়ে নবম হয়েছে বক্সিরহাট হাইস্কুলের তুষার দেবনাথ। এবার মেধাতালিকায় উত্তরবঙ্গের মধ্যে রয়েছে মালদার ২১, উত্তর দিনাজপুরের ৯, দক্ষিণ দিনাজপুরের ১, জলপাইগুড়ির ১ এবং কোচবিহারের ৩ পড়ুয়া। শুক্রবার সকাল ১০টায় আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণা করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এবার পরীক্ষা দিয়েছে ৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৩২১ জন। পাশ করেছে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪২৮ জন। এবার ১৬টি জেলা থেকে প্রথম দশজনের তালিকায় রয়েছে ১১৮ জন। মাধ্যমিকে এবার প্রথম হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার বাসিন্দা দেবদত্তা মাঝি। সে কাটোয়া দুর্গাদাসী চৌধুরানি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী। ৭০০-এর মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৭। যুগ্ম দ্বিতীয় হয়েছে রিফত হাসান সরকার ও শুভম পাল। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১। যুগ্ম তৃতীয় হয়েছে সারভার ইমতিয়াজ, সৌমজিৎ মল্লিক ও অর্ক মণ্ডল। প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০। আগামী ২০২৪ সালের মাধ্যমিক ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে বলে জানিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ির ছেলে স্মরণ দেবনাথ (৬৮৬) মাধ্যমিকে সপ্তম স্থান অধিকার করেছেন।জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে এই পরীক্ষা। অবশেষে শুক্রবার শেষ হলো প্রতীক্ষার প্রহর। ৭৪ দিনের মাথায় মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা করা হলো আজ। আর মেধা তালিকায় জলপাইগুড়ি জেলা থেকে এবছর একমাত্র প্রথম দশে স্থান পেয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ির ছেলে স্মরণ দেবনাথ। ধুপগুড়ির ছেলে স্মরণ দেবনাথ (৬৮৬) মাধ্যমিকে সপ্তম স্থান অধিকার করেছেন।জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের বৈরাতীগুড়ি হাই স্কুলের ছাত্র স্মরণ। ছোট থেকে মেধাবী। স্মরণের বাবা গহনা শিল্পী। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এই স্মরণের সাফল্যে খুশি পরিবারের সদস্য সহ জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দারা। মাধ্যমিকে ৬৮৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে সম্ভাব্য নবম স্থান অধিকার করলেন বক্সিরহাটের তুষার দেবনাথ। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের বক্সিরহাট সুভাষপল্লী এলাকায় বাড়ি তুষার দেবনাথের। সে বক্সিরহাট হাই স্কুলের ছাত্র। ফল প্রকাশ হতেই খুশির হওয়া বইছে পরিবারের পাশাপাশি গোটা মহকুমা জুড়ে। মাধ্যমিকের ফল ভালো হলেও বর্তমানে তুষার আগামী ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে পরিবার। তুষারের বাবা পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা। মা গৃহবধূ। ওভাবে সংসারে একমাত্র ছেলে পড়াশোনা মেধাবী থাকায় প্রতিবেশী, শিক্ষ সকলের সহযোগিতা নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল তুষার। দিনরাত্রি পরিশ্রম করে রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করে নেয় তুষার। বিভিন্ন সময় স্কুলের শিক্ষকরা বই দিয়ে এবং কখনো আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছিল তুষারকে।

চিকিৎসক হয়ে স্বপ্নপূরণ করতে চায় দুই কৃতী ছাত্র

মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় টাকী রামকৃষ্ণ মিশনের দুই ছাত্র

সৌরভ দাশ, টাকী ঃ এবছরের মধ্যমিকের মেধা তালিকায় স্থান করে নিলো উত্তর চব্বিশ পরগনার টাকী রামকৃষ্ণ মিশনের দুই ছাত্র। মেধাতালিকায় রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে অর্ক মন্ডল ও দশম স্থানে রয়েছে তন্ময় ঘোষ। অর্কর প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০, তন্ময় পেয়েছে ৬৮৩। জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষায় সন্তানদের সাফল্যে স্বভাবতই খুশি দুই ছাত্রের বাবা মা,আত্মীয় পরিজন সহ সকলেই।খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষও। অর্ক বসিরহাটের এস.এন.মজুমদার রোডের মাঠপাড়ার বাসিন্দা। বসিরহাট থেকেই প্রতিদিন টাকী রামকৃষ্ণ মিশনে আসতো সে।অর্কর বাবা কিরনচন্দ্র মন্ডল ছোট ব্যাবসা করেন।ছোট থেকেই মেধাবী অর্ক, প্রতিবছরই স্কুলের রেজাল্টে তার প্রতিফলন মিলতো জানান তার বাবা। বাড়িতে মূলত মায়ের তত্ত্বাবধানেই চলতো অর্কর পড়াশুনা।মাধ্যমিকের আগে দৈনিক সাত থেকে আট ঘঃটা পড়াশুনা করতো সে ।পড়াশুনার পাশাপাশি গান,আবৃত্তি, ছবি আঁকাতেও সমান পারদর্শী অর্ক।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পড়তে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে সে।পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সহ বিভিন্ন মনিষী দের লেখা বই পড়তে ভালো লাগে তার, জানায় অর্ক। প্রতি বিষয়ে একজন করে গৃহশিক্ষক ছিলো অর্কর,তারা সবসময় তাকে সহযোগিতা করতেন।পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষক রাও তাকে সবরকম ভাবে সহযোগিতা করতেন ।যে কোনো ডাউট ক্লিয়ার করতে যখনই তাদের সাহায্য চেয়েছে ফোনে বা হোয়াটসঅ্যাপে তারা সেই ডাউট ক্লিয়ার করে দিয়েছেন জানায় অর্ক।এগিয়ে যাওয়ার পিছনে মা বাবার ভূমিকার কথা জানায় অর্ক।নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের,সামান্য আয়ের মধ্যেও অর্কর পড়াশুনার সবরকমের প্রয়োজন মিটিয়েছেন তার বাবা মা।আগামী দিনে নিট দিয়ে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চায় অর্ক। আগামীর পরীক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল করার জন্য একটা বইয়ের উপর নির্ভর না করে দু তিনটি বই মিলিয়ে পড়ার কথা বলে এই কৃতী ছাত্র। অপরদিকে টাকী বকুলতলা মোড় সংলগ্ন স্থানে বসবাস করে অপর এক কৃতি তন্ময় ঘোষ। তন্ময়ের বাবা হাসনাবাদ রামেশ্বরপুর ইউনিয়ন আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পড়াশুনার পাশাপাশি আবৃত্তি,সঙ্গীত চর্চা,ছবি

আঁকাতেও সমান পারদর্শী তন্ময়ও।ভালোবাসে ক্রিকেট খেলতে ও গল্পের বই পড়তে । বাবা মায়ের পাশাপাশি, সাফল্য পেতে জন্য স্কুলের শিক্ষক সহ গৃহশিক্ষকরা তাকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছেন জানায় তন্ময়। ছেলের ফলাফলে খুশি হলেও আরো ভালো ফলাফলের আশা করেছিলেন তারা, জানান তন্ময়ের মা।তার মায়ের কথায় ছোট থেকেই তন্ময় সব ক্লাসে প্রথম হয়ে এসেছে, তাই আসা ছিলোই। তবে মনখারাপ না করে ডাক্তারিতে ছেলের স্বপ্নপূরণ হোক, আশাপ্রকাশ করেন তিনি। ছেলের সাফল্যের পিছনে গৃহশিক্ষক সহ তন্ময়ের বাবার স্কুলের শিক্ষকদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে, জানান তিনি। আগামী দিনে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চায় তন্ময়। দুই ছাত্রের রেজাল্টে স্বভাবতই খুশি টাকী রামকৃষ্ন মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সহ স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পুর্নমায়ানন্দজী জানান অর্ক ছোট থেকেই মেধাবী।তার কথায়, অর্ক খুবই বাধ্য ছাত্র, শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভক্তি ছিলো অপরিসীম।নিয়মানুবর্তীতা ও নিষ্ঠা তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে।পাশাপাশি তিনি জানান তন্ময় ঘোষ ও ছোট থেকেই পড়াশুনায় খুবই ভালো,ইতিহাসে দু এক নম্বর কম হওয়ায় মেধাতালিকায় একটু পিছিয়ে গেছে সে । অর্ক ও তন্ময় সহ স্কুলের সকল ছাত্র ও সকল উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যত জীবনের সাফল্য কামনা করেন তিনি।

জলপাইগুড়িতে দম্পতির রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় সিট গঠন হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ গত ১ এপ্রিল জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারপার্সন অপর্ণা ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্বামী সুবোধ ভট্টাচার্যের কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট। মৃতদের পরিবার সিবিআই তদন্তের দাবি করলেও, আদালত রাজ্য পুলিশের এডিজি হেডকোয়ার্টার কে জয়রামনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে। শুক্রবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ ২ মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। আর তদন্তে কী অগ্রগতি হল ২৯ জুন সে নিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে সিটকে। বিচারপতি মান্থা এ দিন সিটকে তদন্তভার দেওয়ার সময় মন্তব্য করেন, মামলার চাপে ভারাক্রান্ত সিবিআই। তাই তদন্তে সঠিক দিশা দিতে আদালত রাজ্য পুলিশের দক্ষ আধিকারিককে মাথায় রেখে সিট গঠন করছে। যদিও, আদালত মানছে রাজ্য পুলিশের তদন্তে পরিবারের ভরসা নেই। এই মামলার শুনানি করতে গিয়ে জলপাইগুড়ি পুলিশের ভূমিকায় একাধিক ত্রুটি আদালত পেয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। যদিও, সিবিআই এর তরফে এ দিন আদালতে জানিয়েছিল, মাত্রাতিরিক্ত মামলার চাপ থাকলেও তারা তদন্তভার নিতে প্রস্তুত। উল্লেখ্য, গত ১ এপ্রিল জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন অপর্ণা ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্বামী সুবোধ ভট্টাচার্যের দেহ উদ্ধার হয়। সঙ্গে উদ্ধার হয় একটি সুইসাইড নোট। সেখানে জলপাইগুড়ি পৌরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারপার্সন সৈকত চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ ঘোষ, মনোময় সরকার এবং সোনালি বিশ্বাসের নাম উল্লেখ করেছিলেন তাঁরা । প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তৃণমূল নেতা সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছিলেন তাঁরা । এর আগেও তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন দম্পতি। পুলিশের গাফিলতির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এই বিষয়টিও আজ উল্লেখ করেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। ২০২২ সালের ৩ অক্টোবর পুলিশ সুপারকে চিঠি লিখেছিলেন তাঁরা। তারপরও পুলিশের তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আর গত ১ এপ্রিল দম্পতির দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় ভাইস চেয়ারপার্সন সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মৃত দম্পতির মেয়ে তানিয়া ভট্টাচার্য নানানভাবে চাপ সৃষ্টির অভিযোগ করেন। এমনকী তাঁকে পৌরসভায় চাকরির পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয় বলেও অভিযোগ। উল্লেখ্য, মৃত সুবোধ ভট্টাচার্যের দিদি শিখা চট্টোপাধ্যায় বিজেপি বিধায়ক।

শহরের দুই কৃতীর লক্ষ্যই ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়া, ১৯ মে ঃ শুক্রবার রাজ্য জুড়ে প্রকাশিত হলো মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল। এবছর পরীক্ষার ৭৫ দিনের মাথায় প্রকাশিত হলো এই ফলাফল। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সাথে নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের ছাত্র ছাত্রী দের পাসের হার যথেষ্ট ভাল। , ২০২৩ এ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শহরের মধ্যে প্রথম হয়েছে গৌরব দে, তার প্রাপ্ত নংম্বর ৬৭৮.সে নবদ্বীপ শহরের অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয় নবদ্বীপ বকুল তলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। গৌরবের এই সাফল্যে খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা সহ পরিবারের সকলেই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান গৌরব বরাবরই ভাল ছাত্র, তবে আরও ভাল ফলের আশায় আমরা ছিলাম, এবছর সে শহরে প্রথম হয়েছে পাশাপাশি তিনি আরও বলেন সম্ভাব্য রাজ্যে গৌরব ১৫ তম হবে। যদিও বোর্ড প্রথম দশজনের নাম ঘোষণা করেছে। গৌরব নিজেও জানায় সে আরও ভাল ফলের আশায় ছিল, তাও এই ফলাফলে যথেষ্ট খুশি ও আপ্লুত, সে জানায় তার এই সাফল্যের পেছনে বাবা, মা এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক দের ভূমিকা যথেষ্ট বেশি, গৌরব আরও বলে সে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। একই স্বপ্ন নিয়ে আগামী দিনে এগিয়ে যেতে চায়,নবদ্বীপে দ্বিতীয় ও মহিলাদের মধ্যে প্রথম, শহরের বঙ্গবাণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী অন্বেষা সাহা, তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৭১, এছাড়াও শহরের বিভিন্ন স্কুলে ৬০০ এর অধিক নম্বর পেয়ে কৃতকার্য হয়েছে অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী।

নকশালবাড়ির কলাবাড়ি জঙ্গলে হাতির পিষ্টে মৃত্যু হল এক মহিলার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ মে ঃ নকশালবাড়িতে গরুর ঘাস আনতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই মহিলার নাম রেনুকা লামা। বয়স ৬৩। শুক্রবার নকশালবাড়ি ব্লকের পানিঘাটা রেঞ্জের কলাবাড়ি জঙ্গলে গরুর ঘাস সংগ্রহ করতে যান ওই মহিলা। সেই সময় জঙ্গলে হাতির সামনে পরে যান তিনি। হাতিটির আক্রমণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। পরে খবর পেয়ে পানিঘাটা রেঞ্জের বনকর্মীরা পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ও ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

বনসহায়ক পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বনসহায়ক পদে নিয়োগের জন্য নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বন সহায়কের ২০০০ পদে নিযাগের জন্য রাজ্য বন দফতর আজ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিটি জেলায় বনসহায়ক হিসেবে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হবে।

কালিয়াগঞ্জ সফরে এসে রাজ্যের বিরুদ্ধে একাধিক মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ মে ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে নির্যাতিতার পরিবার ও পুলিশের গুলিতে মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের পরিবারের সাথে দেখা করতে কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমান বন্দরে পৌছালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাগডোগরা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন পরিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান তিনি। এগরা বিস্ফোরণকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণপদ বাগ ওরফে ভানুর। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যঙ্গর সুরে শুভেন্দু বলেন, 'আমি মমতা বংদ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবো। তাঁর এক অমূল্য সম্পদ চলে গেলেন। তৃণমূলের বিরাট ক্ষতি হলো। এই

ক্ষতি কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূরণ করবেন, তা ভবিষ্যতই বলবে। আমি দাবি করবো, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ থেকে একটা শোকবার্তা দেওয়া উচিৎ।'পাশাপাশি রেলের ভাড়া প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আগে বাসের ভাড়া কমান। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের সমস্ত রাজ্যে স্টেট সেস কম। পাশে সিকিম আছে, অসম আছে, কিশনগঞ্জ আছে। উত্তর দিনাজপুরের লোক কিশনগঞ্জ থেকে পেট্রোল ভরেন। কারণ সেখানে পেট্রোল পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৭, ডিজেল ২০ টাকা কমে পাওয়া যায়।

আরও একটি বাজি কারখানার হদিশ মিলল পূর্ব মেদিনীপুরে

দুরন্ত বার্তা, কুমারডিহা (পূর্ব মেদিনীপুর), ১৯ মে ঃ আরও একটি বাজি কারখানার হদিশ পাওয়া গেল পূর্ব মেদিনীপুরে । ঘটনাস্থল সেই খাদিকুল গ্রাম থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে। এ নিয়ে শুক্রবার উত্তেজনা দেখা দিয়েছে এলাকায়। সূত্রের খবর, আপাতত গ্রামবাসীদের একাংশ সেই বাজি কারখানা ঘিরে রেখেছে। তাদের অভিযোগ, ওই বাজি কারখানা অবৈধ । স্থানীয়দের থেকে জানা গিয়েছে, ওই বাজি কারখানার মালিক চৈতন্য মান্না। তাঁকে গ্রামবাসী খুঁজে পায়নি। তাদের ধারণা, চৈতন্য এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। প্রসঙ্গত, খাদিকুল গ্রামের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের তদন্তভার রয়েছে সিআইডির হাতে। মঙ্গলবার দুপুরে বিস্ফোরণ হয়।

RDB RASAYANS LIMITED
CIN-L36999WB1995PLC074860
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, R.No- 09 Kolkata-700001,
Ph No (033) 44500500, Fax No 91-33-2242 0588
E-mail : info@rdbindia.com, Website: www.rdbgroup.in
RDB GROUP — GOING TOGETHER GROWING TOGETHER

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023 (Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended March 31,2023 Audited	Quarter ended December 31,2022 Unaudited	Quarter ended March 31 2022 Audited	Year Ended March 31 2023 Audited	Year ended March 31 2022 Audited
1	Total Income from Operations (Net)	3028.10	2793.74	3586.78	12413.48	13517.55
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	328.71	780.04	518.66	3272.34	2757.87
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	328.71	780.04	518.66	3272.34	2757.87
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	237.56	575.63	489.50	2436.94	2205.47
5	Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss)for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	236.26	575.63	492.93	2435.64	2208.90
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	1771.48	1771.48	1771.48	1771.48	1771.48
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				14461.74	12026.11
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic:	1.34	3.25	2.76	13.76	12.45
	Diluted:	1.34	3.25	2.76	13.76	12.45

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the Company's website at www.rdbgroup.in
2 The above audited results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 19th May, 2023.

For **RDB RASAYANS LIMITED**
Sd/-
Sandeep Baid
Whole Time Director / Chief Financial Officer
DIN:00557018

Date: 19.05.2023
Place : Kolkata

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 30.06.2022 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.09.2022 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 31.03.2023 পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্ত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 30.05.2023 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

BIRBHUM DISTRICT - BOLPUR: F11, F3891, F4, F4311, F4702, F6. **RAMPURHAT:** F2752, F2870, F2996, F4324, F4325, F4657, F7480, F7562, F7683. **SURI:** F10115, F9787, F9992. **COOCH BEHAR DISTRICT - COOCH BEHAR:** F4481, F4622. **DINHATA:** F1426. **DARJEELING DISTRICT - SILIGURI-SEVOKE ROAD:** F1164, F284, F288, F305, F307, F316, F320, F324, F348, F369, F372. **JALPAIGURI DISTRICT - JALPAIGURI:** F3061, F4806, F5485, F5601, F5612, F5632. **MALDA DISTRICT - CHANCHAL:** F2473, F2502, F2513, F2524, F2539, F2622, F2645. **MALDA:** F8090, F8584, F8631, F8759, F8789, F8795, F8894. **MALDA-MANGALBARI:** F1229, F1312, F1334, F1373, F1375, F1410, F1449. **MURSHIDABAD DISTRICT - BAHARAMPUR:** F3575, F3635, F3715. **SOUTH DINJAPUR DISTRICT - BALURGHAT:** F3120, F7477, F7680, F7709, F7716, F7758, F7829, F7896, F7927, F7933, F7951. **UTTAR DINAJPUR DISTRICT - RAIGANJ:** F204, F265, F284, F290, F320, F324, F347, F5986. **ALIPURDUAR DISTRICT - ALIPURDUAR:** F525, F659.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 09.06.2023 at 10.00 am at **BIRBHUM DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Holding No 18/149/1, Madrasa Road (J. L Banerjee Road), Birbhum, West Bengal - 731101. **COOCH BEHAR DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Banik Decoretors 5138, N.N. Road, Cooch Behar, West Bengal - 736101. **DARJEELING DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Second Floor, Ramkrishna Samity Building, 40/107, Darjiling, West Bengal - 734001. **JALPAIGURI DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Plot No. LR 264, Merchant Road, Jalpaiguri, West Bengal - 735101. **MALDA DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Panchataru Bhavan 18/18, Station Road, Malda, West Bengal -732101. **MURSHIDABAD DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor 37, Dr S.N. Bhattacharjee, Murshidabad, West Bengal - 742101. **SOUTH DINJAPUR DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Balurghat Ghatkali Bazar More, Narayanpur Road, South Dinajpur, West Bengal - 733101. **UTTAR DINAJPUR DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, One No Mill Campus, Plot No 3059/3435, North Dinajpur, West Bengal - 733134. **ALIPURDUAR DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Dag No 1570&1581, SH 12, Marwari, Patty, Near Alipurduar Chowpati, P.O & P.S- Alipurduar, West Bengal - 736121. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/043/01/2023-2024

Name of work : **Repairing of asphaltum road surface at phears Ln. in Ward No. 43**; Estimated cost : **₹ 1,87,718.51 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/042/02/2023-2024

Name of work : **Repairing of I.P.S. footpath at Brabourne Road cutting by PU Agency in Ward No. 042**; Estimated cost : **₹ 1,66,012.68 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 3,500.00**; Period of Completion : **30 Days (For Sl. no. 1), 15 Days (For Sl. No. 2)**; Last date and time of submission of bid : **27.05.2023 - 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; Date and time of opening of tender : **29.05.2023 - 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **18.05.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/XV/139/004/2023-2024/R/Bustee (1st Call)

Name of work : **Maintenance and repairing of C.C. / I.P.S. passages near H/No. Q-509, Q-483 Molla Bagan Lane, Q-603, Q-602 Jakaria Molla Lane etc. under slum area in Ward No. 139, Br.-XV;** Estimated Cost : **₹ 2,85,947.38 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,800.00.**

(2) NIT No. : KMC/XV/141/007/2023-2024/R/Bustee (1st Call)

Name of work : **Maintenance of C.C. pavement at various slum areas of Badartala Bye-Lanes in Ward No. 141, Br.-XV;** Estimated Cost : **₹ 2,98,514.54 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/XV/140/004/2023-2024/R/Bustee (1st Call)

Name of work : **Maintenance and repairing of passages (I.P./C.Con.) at Hoglapara, Phoolbagan, Satghara slum area in Ward No. 140, Br.-XV**; Estimated Cost : **₹ 2,88,043.04 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,800.00**; Period of Completion : **75 Days (For Sl. No. 1), 180 Days (For Sl. No. 2 & 3)**; Date of uploading of NIT & other documents (Online) : **19.05.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3)**; Document download/sell start date (Online) : **19.05.2023 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Document download/sell end date (Online) : **29.05.2023 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Bid submission start date (Online) : **19.05.2023 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Bid submission closing date (Online) : **29.05.2023 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Bid opening date of Technical Proposals (Online) : **31.05.2023 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/139/010/2023-2024/R

Name of work : **Removal of silt from drainage system at Ammtala Road Masjid & near H/No. V-209, V-73, V-76, Ratan Ghosh Lane etc. in Ward No. 139, Br.-XV**; Estimated Cost : **₹ 2,85,376.02 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,800.00.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/140/007/2023-2024/R

Name of work : **Removal of silt from nikashi drain at Tepa Para, Thunder Para to Library and Md. Madrasa to Jamtala upto Bilal Mosque and Mali Bagan in Ward No. 140, Br.-XV**; Estimated Cost : **₹ 2,69,712.94 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,400.00.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/133/002/2023-2024/R

Name of work : **Removal of silt & slush from surface drain at Kasmiri Para near premises No. J58/C, J72, J540 etc. in Ward No. 133 under Br.-XV**; Estimated Cost : **₹ 2,97,269.72 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/134/010/2023-2024/R

Name of work : **Repairing and maintenance works of the main office building for Phase-I (2023-24) of Br.-XV in Ward No. 134**; Estimated Cost : **₹ 2,55,206.55 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 5,200.00.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/139/009/2023-2024/R

Name of work : **Removal of silt from drainage system at M.S. Darga Bye Lanes, Darma Gali, D.M. Gali, Munshi Para in Ward No. 139, Br.-XV**; Estimated Cost : **₹ 2,88,156.47 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 5,800.00.**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/133/013/2023-2024/R

Name of work : **Restoration of hot mix road with allied works at Akshay Kanan Lane, Fathepur Village Road etc. near premises No. J313, J523, M82 in Ward No. 133, Br.-XV**; Estimated Cost : **₹ 2,90,067.15 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/138/015/2023-2024/R

Name of work : **Removal of silt from Panchpara Lane Nikashi covered drain in Ward No. 138, Br.-XV**; Estimated Cost : **₹ 2,95,967.21 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/135/014/2023-2024/D

Name of work : **Restoration of I.P.S., C.C. & paver block passage with ancillary works at Kasai Para Lane, Gulam Abbas Lane etc. N/H/No. I-10, I-24, H-52/1/G, H-52 etc. in Ward No. 135, Br.-XV**; Estimated Cost : **₹ 2,91,810.93 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/138/019/2023-2024/R

Name of work : **Raising of M.H., G.P., C.P. etc. cover with frame & providing few new catchpit etc. at Panch Para Road & Lane, Murray Road, Jugi Para Road etc. N/H/No. T-383, T-88, T-121 etc. in Ward No. 138, Br.-XV**; Estimated Cost : **₹ 2,96,544.95 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **90 Days (For Sl. No. 4, 6, 8 & 9), 180 Days (For Sl. No. 5 & 7), 60 Days (For Sl. No. 10 to 12);** Last date and time of submission of bid : **29.05.2023 - 11 am (For Sl. No. 4 to 7), 01.06.2023 - 11 am (For Sl. No. 8 & 9), 05.06.2023 - 11 am (For Sl. no. 10 to 12);** Date of opening of tender : **31.05.2023 - 11 am (For Sl. No. 4 to 7), 03.06.2023 - 11 am (For Sl. No. 8 & 9), 07.06.2023 - 11 am (For Sl. no. 10 to 12);** The bid forms and other details are available on and from **19.05.2023 (5 pm) (For Sl. No. 4 to 7), 23.05.2023 (5 pm) (For Sl. no. 8 & 9), 26.05.2023 (5 pm) (For Sl. No. 10 to 12)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 4 to 12).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XVI/143/005/23-24

Name of work : **Construction of cement concrete road at Pragati Pally near premises No. 16/27/7 in Ward No. 143**; Estimated cost : **₹ 4,94,125.02 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days;** Last date and time of submission of bid : **30.05.2023 - 12 noon;** The tender will be opened on : **01.06.2023 - 12 noon;** The bid forms and other details are available on and from **22.05.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

158/23-24

সেঞ্চুরির পরও আক্রমণাত্মক ইনিংস বিরাটের!
ধুয়ে দিলেন সমালোচকদের

হায়দরাবাদ, ১৯ মেঃ বৃহস্পতিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নিজের আইপিএল কেরিয়ারের ষষ্ঠ শতরান করেছেন বিরাট কোহলি। চার বছর পর আইপিএলে শতরান পেলেন তিনি। এই শতরানের সৌজন্যে শুধু আরসিবিকে জয়ে এনে দিয়ে প্লে অফের দৌড়ে বড় দাবিদার করে তুলেছেন বিরাট কোহলি। নিজেও বসেছেন আইপিএলের ইতিহাসে সবথেকে বেশি শতরানের সিংহাসনে। ছুঁয়েছেন ক্রিস গেইলের রেকর্ড। একইসঙ্গে সমালোচকদের চুপ করিয়ে দিয়েছেন মোক্ষম জবাব। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৬২ বলের নিজের শতরান পূরণ করেন বিরাট কোহলি। ১২টি চার ও ৪টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। এবারের আইপিএলে শুরু থেকেই দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন কোহলি। তবুও তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে মন্থর ব্যাটিংয়ের অভিযোগ। সমালোচকরা সরব হয়েছে কোহলির অতিরিক্ত বল খেলা ও স্ট্রাইকরেট নিয়ে। শতরানের পর সকল সমালোচকদের মাঠের বাইরে ফেললেন কোহলি। বাইরের লোকের কথায় কান দেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন কোহলি। বিরাট কোহলি বলেন, ''এটি আমার ষষ্ঠ আইপিএল সেঞ্চুরি। আমি নিজেকে এর জন্য কৃতিত্ব দিতে চাই না। আমি কখনও-ই অতীতের রেকর্ডের দিকে তাকাই না আমি ইতিমধ্যেই নিজেকে অনেক চাপের মধ্যে রেখেছি। বাইরের কে কী বললেন, তাতে যায় আসে না। কারণ এটি তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত।'' এছাড়াও কোহলি বলেন, ''যখন আপনি জানেন কী ভাবে ম্যাচ খেলে জিততে হয় এবং আমি দীর্ঘ সময় ধরে আমি এই কাজটা করে এসেছি। এটা এমন নয় যে, আমি আমার দলকে আগে জেতাতে পারিনি। দলকে জেতাতে পারলে গর্ববোধ হয়।'' প্রসঙ্গত, এবারের আইপিএলে এখনও পর্যন্ত বিরাট কোহলি ১৩টি ম্যাচ খেলেছে। মোট ৫৩৮ রান করে ফেলেছেন বিরাট কোহলি। কোহলির স্ট্রাইকরেট ১৩৫.৮৬ ও গড় ৪৪.৮৩। অর্ধশতরান করেছেন ৬টি ও শতরান ১টি। সর্বোচ্চ স্কোর ১০০। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শতরান কোহলির আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াবে। রবিবার প্লে অফে ওঠার জন্য গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধেও জ্বলে উঠতে মুখিয়ে রয়েছেন বিরাট কোহলি।

যত নিষেধাজ্ঞা বাইশ গজে! হকি-ফুটবলে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে বাধা নেই

নয়াদিল্লি, ১৯ মেঃ দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ। চলতি বছরে এসিসি ও আইসিসি টুর্নামেন্ট থাকায় একাধিকবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে। তাতেও বিপত্তি। পাকিস্তানে গিয়ে এশিয়া কাপ খেলার অনুমতি পায়নি ভারতীয় দল। দেশের সরকারের অনুমতি না মেলায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এক্ষেত্রে অসহায়। এশিয়া কাপ নিয়ে দড়ি টানাটানির মাঝেই ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তানের এদেশে এসে খেলা নিয়ে টালবাহানা চলছে। পাকিস্তানও বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি ভারতের মাটিতে খেলতে নারাজ। বাইশ গজে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ নিয়ে এত কড়াকড়ি হলেও অন্যান্য খেলায় নেই। যত নিষেধাজ্ঞা ক্রিকেট মাঠে। হকি, ফুটবল এমনকী তাসেও ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। সম্প্রতি ভারতের ব্রিজ টিম পাকিস্তান সফরে গিয়ে টুর্নামেন্ট খেলে এসেছে। যেখানে তাঁদেরকে নাকি 'রাজার হালে' রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানের হকি, ফুটবল দল এদেশে এসে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। গত বুধবার, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ঘোষণা করেছে যে,

আগামী মাসে সাউথ এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বেঙ্গালুরু আসবে পাকিস্তান টিম। ২৯ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় একই গ্রুপে রয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে বলেছেন, ''পাকিস্তানের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার পরই ড্রয়ে তাদের রাখা হয়েছিল।'' এদিকে চেন্নাইতে বসতে চলেছে এশিয়ান হকির আসর। যেখানে অংশ নেওয়ার জন্য পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। ৩ থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত হকির এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এদেশে এসে খেলবে পাকিস্তান। গত সপ্তাহে পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল হায়দার হুসেন জানান, ভারতে আসার জন্য তাঁরা এনওসি পেয়ে গিয়েছেন। পাকিস্তান দল অবশ্যই চেন্নাইয়ে খেলবে। তাহলে শুধুমাত্র ক্রিকেটের ক্ষেত্রে এত কড়াকড়ি কেন? ফুটবল এবং হকির সঙ্গে যুক্ত কর্তারা বলেছেন, তাঁদের ফিফা এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নিয়মে চলতে হয়। যেখানে কোনও একটি নির্দিষ্ট দেশের ক্রীড়াবিদদের প্রতি বৈষম্য কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হয় না। চার বছর আগে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি একটি গ্লোবাল ইভেন্টের আয়োজনের স্বত্ব কেড়ে নিয়েছিল ভারতের থেকে। কারণ ওই ইভেন্টের জন্য পাকিস্তানি শুটারদের ভিসা দিতে চায়নি ভারত। প্রতিযোগিতাটি দিল্লিতে হওয়ার কথা ছিল। তবে ক্রিকেট অলিম্পিকের অধীনে নয়। আইওসির নিয়ম বাইশ গজে খাটে না। এশিয়া কাপ বা ওডিআই বিশ্বকাপ নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে সেখানে হস্তক্ষেপ করছে না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলও। ফলে দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। যে কারণে দুটি টুর্নামেন্টেই ভারত ও পাকিস্তানের অংশগ্রহণ এখন প্রশ্ন চিহ্নের মুখে।

'লোক ঠকিয়ে টাকা নিয়েছে ইংলিশ ক্রিকেটার'! আর্চারকে তুলোধোনা করলেন গাভাসকর

মুম্বই, ১৯ মেঃ সোজা কথা সোজাভাবেই বলতে পছন্দ করেন সুনীল গাভাসকর। সম্প্রতি সানি জানিয়েছেন আইপিএল খেলতে এসে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে সম্পূর্ণ ঠকিয়েছে জোফ্রা আর্চার। যে সার্ভিস তিনি দিয়েছেন তাতে ভবিষ্যতে তার মার্কেট ভ্যালু আইপিএলে কমে যাবে বলছেন সানি। এত টাকা দিয়ে দলের নিয়েও কোনও সার্ভিস দিতে পারেননি আর্চার। পারফরম্যান্স অত্যন্ত নিম্নমানের। আর্চারকে ৮ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিল মুম্বই। এত টাকা দিয়ে কেনার পরেও আর্চারকে সেভাবে কাজেই লাগাতে পারেনি পাঁচ বারের আইপিএলজয়ী দল। যশপ্রীত বুমরা চোটের জন্য না থাকায় মুম্বইয়ের কাছে আর্চার ছিলেন প্রধান পেস অস্ত্র। কিন্তু ইংরেজ বোলার সব ম্যাচ খেলতে

পারলেন না। যে ক'টি ম্যাচ খেললেন, সেগুলিতেও তাঁকে খুব কার্যকরী মনে হয়নি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে ৩৩ রান, পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ৪২ রান এবং ফিরতি ম্যাচে ৫৬ রান দেন। পাঁচটি ম্যাচে আর্চার নেন মাত্র দু'টি উইকেট। এই সব নিয়েই আর্চারের উপর রেগে গিয়েছেন সুনীল গাভাসকার। বলেন, ''এমন ক্রিকেটারদের এক টাকাও দেওয়া উচিত নয়। যত বড়ই নাম হোক না কেন, সেই ক্রিকেটারের পুরো প্রতিযোগিতা খেলা উচিত। এক জন ক্রিকেটারের কাছে সুযোগ রয়েছে দেশ এবং আইপিএলের মধ্যে একটা বেছে নেওয়ার। কেউ দেশকে বেছে নিতেই পারে। কিন্তু যদি আইপিএল খেলার সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে কোনও অজুহাত দিয়ে পরে আসা বা আগে চলে যাওয়া উচিত নয়।'' তবে শুধু আর্চার নয়, এমন বহু ক্রিকেটার আছে যারা সার্ভিস না দিয়েও চুক্তির পুরো টাকা পেয়ে যায়। এটা বন্ধ হওয়া উচিত বলছেন গাভাসকর। এটা না হলে শুধু নামের জোরে কোটি কোটি টাকা পেয়ে যাবে একজন উচিত নয় এটা। ফ্রাঞ্চাইজি মালিকদের এবং আইপিএল কমিটিকে ভবিষ্যতে এই নিয়ে একটা নিয়ম ঠিক করতে হবে মনে করেন তিনি।

'মেসি বার্সায় ফেরার ধারকাছেও নেই'

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পিএসজিতে না খেললে লিওনেল মেসি কোথায় যাবেন, এটা এখন ফুটবল দুনিয়ার বড় আলোচনা। যে আলোচনা এখন প্রবল, তাতে ফরাসি ক্লাব ছাড়লে মেসির সম্ভাব্য সেরা গন্তব্য স্পেন। যেখানে মেসির 'মেসি' হয়ে ওঠা। পিএসজিতে যাওয়ার সময়ই মেসি বলেছিলেন, তিনি আবার তাঁর পুরোনো ক্লাবে ফিরবেন। ফ্রান্সে দুই বছরের চুক্তির শেষ দিকে এসে পিএসজির সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে আবার দলে টানার ব্যাপারে আশাবাদী বার্সেলোনা। কিন্তু বাস্তবিক নানা কারণে বার্সেলোনায় ফেরাটা মেসির জন্য সহজ নয়। মেসির বার্সায় ফেরার পথ কঠিন হয়ে উঠেছে দুটি কারণে। কিছুদিন আগেই সংবাদ সংস্থা এএফপি খবর দিয়েছিল, মেসি নাকি সৌদি আরবের কোনো এক ক্লাবের সঙ্গে আর্থিক চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। সৌদি আরবের ক্লাব মেসিকে যে পরিমাণ অর্থে দলে টানতে চাইছে, সেটি রীতিমতো অকল্পনীয়ই। প্রথমে অঙ্কটা শোনা গিয়েছিল ৪০ কোটি ইউরো, এরপর এটা বেড়েছে ৫০ কোটিতে। এ ছাড়া মেসির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিরও যোগাযোগ আছে। মেসিকে ফেরাতে হলে বার্সেলোনাকে এদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আর সেই লড়াইয়ে পকেট ভারি করেই নামতে হবে। ২০২১ সালে বার্সেলোনার আর্থিক সমস্যার কারণেই মেসিকে ক্লাব ছাড়তে হয়েছিল। মেসিকে দেওয়ার মতো বেতন সে সময়

বার্সেলোনার ছিল না। এখন মেসিকে যদি বার্সেলোনায় ফেরানো হয়, তাহলে উয়েফার আর্থিক সংগতি নীতি অনুসরণ করেই বেতন দিতে হবে, যা মেসির বর্তমান বেতনের চেয়ে বেশ কমই হওয়ার কথা। সব মিলিয়ে মেসির বার্সায় ফেরা কঠিনই। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের সাংবাদিক সিজার লুই মারলো জানিয়েছেন, ফেরার ব্যাপারে বার্সেলোনার ধারকাছেও নাকি এই মুহূর্তে মেসি নেই। লুই মারলো এক টুইটে লিখেছেন, 'মেসি বার্সেলোনায় ফেরার ধারকাছেও এখন নেই। যদিও লা লিগা কর্তৃপক্ষ তাঁকে ফেরানোর উপযোগিতার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। মেসিও বার্সেলোনায় ফিরতে আগ্রহী। এখনো তাঁকে ফেরানোর ব্যাপারে অনেক কিছু করা বাকি। সৌদি আরবের ক্লাব আল-হিলাল ও যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামির প্রস্তাব তো রয়েছেই।'' মেসিকে ফিরিয়ে নিতে নানা রকমের অঙ্ক কষছে বার্সেলোনা। এ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। লা লিগা সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান মিডিয়াপ্রোর প্রধান জাউমে রুরেস দাবি করেছেন, আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে পেতে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে সৌদি আরব। নতুন সেই প্রস্তাবে অর্থের পরিমাণ বেড়েছে। রুরেসের দাবি, মেসিকে ১ বছরের জন্য ৫০ কোটি ইউরো দেবে সৌদি আরব। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৪ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা। এর আগে জানা গিয়েছিল, মেসিকে ২ বছরের জন্য পেতে সৌদি আরব ৪০ কোটি ইউরো দেবে। যদিও এ খবর উড়িয়ে দিয়েছে মেসির ঘনিষ্ঠজনেরা। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, মেসির বাবা ও তাঁর এজেন্ট হোর্হে মেসি নাকি সৌদি আরবের প্রস্তাব দেখেই ছেলের বার্সেলোনায় ফেরার ব্যাপারে বেশ দ্বিধান্বিত।

ক্ষুব্ধ জাহির খান

'উমরান মালিক কোথায়! কেন খেলছে না'?

মুম্বই, ১৯ মেঃ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ওপর রেগে লাল জাহির খান। প্রাক্তন ভারতীয় পেসার পরিষ্কার জানিয়েছেন উমরান মালিককে এবারের আইপিএলে সঠিকভাবে ব্যবহার করেননি সানরাইজার্স দল। মাত্র সাতটি ম্যাচ খেলে পাঁচটি উইকেট নিয়েছেন উমরান। এটা সহ্য করতে পারছি না জাহির। উমরান মালিককে সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি হায়দারাবাদ পরিষ্কার জানিয়েছেন জাহির। তার মনে হয় উমরানকে দীর্ঘদিন বাইরে রেখে ক্ষতি করেছে সানরাইজার্স। একজন ফাস্ট বোলারকে বেশ কিছু ম্যাচ বসিয়ে দিলে তার পক্ষে ফিরে আসা প্রচন্ড মুশকিল হয়। ছন্দ চলে যায়, বলের পেস কমে যায়, লাইন লেন্থ সঠিক থাকে না। এটা প্র্যাকটিস করেও পুরোপুরি ঠিক করা সম্ভব নয়। ম্যাচ দরকার। জাহির খান মনে করেন উমরান মালিক ভারতের সম্পদ। তাকে এভাবে বসিয়ে বসিয়ে নষ্ট করার মানে নেই। এই ব্যাপারটা সানরাইজার্স ফ্রাঞ্চাইজি খুব খারাপ করছে বলে জানিয়েছেন জাহির। উমরানের আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এটা আঘাত লাগতে পারে মনে করেছেন তিনি। জাহির জানিয়েছেন উমরানকে যত বেশি খেলানো হবে, তত সে নিজেকে তৈরি রাখতে পারবে। এটাই ক্রিকেটের নিয়ম। ওয়ার্ক লোড ম্যানেজমেন্টের দোহাই দিয়ে তাকে বসিয়ে দেওয়া তার প্রতি অবিশ্বাস দেখানোর মত কাজ। আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগতে পারে জম্মু-কাশ্মীরের ফাস্ট বোলারের। এরকম চললে ভারত একজন উঠতি ফাস্ট বোলার হারিয়ে ফেলবে মনে হচ্ছে জাহিরের। উমরান নিজে অবশ্য এই নিয়ে মন্তব্য করেনি।

ইউরোপার ফাইনালে মুখোমুখি দুই অজেয়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পুরো নব্বই মিনিটে একটি শটও পোস্টে রাখতে পারেনি রোমা। শট পোস্টে রাখা বা গোল করা জরুরি ছিলও না। জরুরি ছিল নিজেদের জাল অক্ষত রাখা। কাল রাতে বেয়ার লেভারকুসেনের মাঠে সেটিই নিশ্চিত করেছে রোমা। সেমিফাইনাল ফিরতি লেগ গোলশূন্য ড্র করেছে রোমা। তাতে প্রথম লেগে ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়েই ইউরোপা লিগের ফাইনালে উঠেছে জোসে মরিনিওর দল। সেমিফাইনাল ফিরতি লেগের আরেক ম্যাচে জুভেন্তাসকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ গোলের অগ্রগামিতায় ফাইনালে উঠেছে সেভিয়া। মরিনিও উয়েফা আয়োজিত প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠলেন ষষ্ঠবারের মতো, আর দল হিসেবে ইউরোপা লিগে সেভিয়ার এটি সপ্তম ফাইনাল। কোনো পক্ষই এর আগে ইউরোপিয়ান টুর্নামেন্টের ফাইনাল হারেনি। ইউরোপা লিগ সেমিফাইনাল

ফিরতি লেগ এই দুই ম্যাচের মধ্যে নাটকীয়তা ছিল সেভিয়া-জুভেন্তাস ম্যাচে। তুরিনে প্রথম লেগে পিছিয়ে পড়েও নব্বই মিনিটের গোলে ১-১ সমতা এনেছিল জুভেন্তাস। এবার সেভিয়ার মাঠে তৈরি হয় উল্টো দৃশ্যের। ৬৫ মিনিটে জুভেন্তাস এগিয়ে যায় দুসান ভ্লাহোভিচের গোলে। পাঁচ মিনিট পরই সেভিয়াকে সমতায় নিয়ে আসেন সুসো। দুই লেগ মিলিয়ে ২-২ সমতায় নব্বই মিনিটের খেলা শেষ হলে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। ৯৫ মিনিটে সেভিয়াকে ম্যাচের দ্বিতীয় গোল এনে দেন এরিক লামেলা। বাকি সময়ে এই ব্যবধান ধরে রেখে ফাইনাল নিশ্চিত করে ৬ বারের ইউরোপা লিগ চ্যাম্পিয়নরা। একই সময়ে জার্মানির বে অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত লেভারকুসেন-রোমা ম্যাচে অবশ্য কোনো নাটকীয়তাই ছিল না। একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে গেলেও গোলের দেখা পায়নি লেভারকুসেন। লক্ষ্যে ৬টি সহ মোট ২৩টি শট নেয় লেভারকুসেন, কিন্তু মাঠ ছাড়তে হয় মাত্র একটি শট নেওয়া রোমার মতো ০ স্কোরলাইন নিয়ে। আগের লেগে ১ এগিয়ে থাকায় দুই লেগ মিলিয়ে রোমাই হেসেছে শেষ হাসি। ফাইনালে দুই অজেয় দল মুখোমুখি হবে ৩১ মে বুদাপেস্টে।

ক্লপ নিষিদ্ধ, ৮০ লক্ষ টাকা জরিমানা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রেফারির প্রতি বাজে মন্তব্য করে টাচলাইনে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। গত এপ্রিলে টটেনহামের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জয়ের ম্যাচে রেফারি পল টিয়ের্নির দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন জার্মান কোচ। তাঁকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ৭৫ হাজার পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা) জরিমানাও করেছে ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। টটেনহামের বিপক্ষে সেই ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে (৯০+৪) দিয়েগো জোতার জয়সূচক গোলের পর টাচলাইন দিয়ে দৌড়ে ম্যাচের চতুর্থ অফিশিয়ালের কাছে গিয়ে চিৎকার করেছিলেন ক্লপ। এ জন্য তাৎক্ষণিকভাবে হলুদ কার্ড দেখানো হয় তাঁকে। এরপর ম্যাচ শেষে মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি লিভারপুল কোচ। বলেছিলেন, ''টিয়ের্নির সঙ্গে

আমাদের অতীত ইতিহাস আছে। আমাদের প্রতি তার কিসের ক্ষোভ জানা নেই। সে দাবি করে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু তা সত্যি হতে পারে না। সে আমাকে যে কোন চোখে দেখে সেটাই বুঝতে পারি না। হ্যাঁ, আমি অমন উদযাপন না করলেও পারতাম। কিন্তু আমাকে হলুদ কার্ড দেখানোর সময় সে যা বলেছে, তা ঠিক হয়নি।'' ক্লপের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, টিয়ের্নি তাঁকে কী বলেছেন। ক্লপের জবাব ছিল, ''আমি এ নিয়ে কিছু বলব না। যা কথা হয়, রেফারিরা তো সেসব বলে না, তাই আমিও বলব না।'' অ্যানফিল্ডে রবিবার অ্যাস্টন ভিলার মুখোমুখি হবে লিভারপুল। এ ম্যাচে আয়োজকদের ডাগআউটে দেখা যাবে না ক্লপকে। পরের ম্যাচের নিষেধাজ্ঞাটি নির্ভর করছে ক্লপের ভবিষ্যৎ আচরণের ওপর। এটি স্থগিত নিষেধাজ্ঞা হিসেবে থাকবে। এফএ-এর বিবৃতিতে বলা হয়, ক্লপ স্বীকার করেছেন ম্যাচ শেষে টিয়ের্নির সঙ্গে আচরণটা ''ঠিক ছিল না, পক্ষপাতদুষ্ট এবং দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিলেন যা খেলার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে।''

৪৭ বছর অপেক্ষার পর খেলোয়াড়দের আনন্দ মাটি স্বজনদের ওপর হামলায়

আর্মস্টারডাম, ১৯ মেঃ তাণ্ডব শুরু হয় শেষ বাঁশি বাজার পরই। ৪৭ বছর পর ইউরোপিয়ান কোনো প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেড। নেদারল্যান্ডসের ক্লাব এজেড আলকামারের মাঠে ১-০ গোলের জয় উদ্যাপন করছিলেন ইংলিশ ক্লাবটির খেলোয়াড়েরা। তাদের পরিবার এবং স্বজনেরাও এই জয় উদযাপন করছিলেন গ্যালারিতে। এমন সময় ডাচ ক্লাবটির উগ্রপন্থী সমর্থকেরা গ্যালারিতে ওয়েস্ট হাম খেলোয়াড়দের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের গ্যালারিতে গিয়ে আক্রমণ করে বসেন! তাতে ইউরোপা কনফারেন্স লিগের ফাইনালে ওঠার আনন্দ আর থাকেনি ওয়েস্ট হামের খেলোয়াড়দের। মুহূর্তেই তা ভয় এবং শঙ্কায় পরিণত হয়। আলকামারের মাঠ এএফএএস স্তাদিওনে কাল রাতে ইউরোপা কনফারেন্স লিগের সেমিফাইনাল ফিরতি লেগে যোগ করা সময়ে পাবলো ফোরনালসের গোলে জেতে ওয়েস্ট হাম। লন্ডনে ঘরের মাঠে প্রথম লেগ ২-১ গোলে জেতায় দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ ব্যবধানের জয়ে ফাইনালে ওঠে ওয়েস্ট হাম। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় এর আগে সর্বশেষ ১৯৭৬ সালে উয়েফা কাপ উইনার্স কাপের ফাইনাল খেলেছিল পূর্ব লন্ডনের ক্লাবটি। সেবার হারতে হয় বেলজিয়ান ক্লাব অ্যান্ডারলেখটের কাছে। তারপর এই প্রথম ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠার আনন্দটা অন্য রকম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু শেষ বাঁশি বাজার পর সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস জানিয়েছে, মাথায় হুড ও কালো পোশাক পরা কিছু আলকামার সমর্থক গ্যালারির যে অংশে

ওয়েস্ট হাম খেলোয়াড়দের আত্মীয়স্বজন বসেছেন, সেখানে গিয়ে হামলা চালান। প্রতিপক্ষ দলের ডাগআউটের ঠিক পেছনেই ওয়েস্ট হাম খেলোয়াড়দের স্বজন ও সমর্থক মিলিয়ে প্রায় ২০০ জন বসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই স্বজনদের বাঁচাতে সেখানে ছুটে যান ওয়েস্ট হামের কয়েকজন খেলোয়াড়। অ্যারন ক্রেসওয়েল, ফ্লিন ডাউনেস ও মিকাইল আন্তনিওরা অ্যাডভারটাইজিং বোর্ড টপকে গ্যালারিতে গিয়ে আলকামারের প্রায় ৩০ জন 'আল্ট্রাস' সমর্থকের হাত থেকে স্বজনদের রক্ষার চেষ্টা করেন। ওয়েস্ট হামের কোচিং স্টাফ ও ক্রীড়া পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। স্টেডিয়ামে থাকা বিবিসির ধারাভাষ্যকার অ্যালিস্টার ব্রুস-বল দাবি করেন, আলকামার সমর্থকদের তিনি ঘুষি মারতে দেখেছেন। ওয়েস্ট হামের কোচ ডেভিড ময়েস বলেছেন, ''বলতে পারব না কী ঘটেছে এবং কেন ঘটেছে। শুধু এটুকু বলতে পারি, খেলোয়াড়েরা জড়িয়ে পড়েছিল। কারণ, গ্যালারিতে তাদের পরিবার ও বন্ধুরা ছিল। এটাই সম্ভবত তাদের প্রতিক্রিয়া দেখানোর কারণ। তবে ওয়েস্ট হামের সমর্থকেরা কিন্তু সমস্যাটা বাধায়নি।'' গত সপ্তাহে সেমিফাইনাল প্রথম লেগে ওয়েস্ট হামের মাঠে দলটির সমর্থকদের সঙ্গে আলকামারের খেলোয়াড়দের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের ঝামেলা বেধেছিল বলে জানিয়েছে বিবিসি। দ্য টাইমস জানিয়েছে, লন্ডন স্টেডিয়ামের নিরাপত্তাকর্মীরা আলকামার খেলোয়াড়দের কয়েকজন পারিবারিক সদস্য এবং বন্ধুদের আসন থেকে তুলে দিয়েছিলেন। ঘরের মাঠে ফিরতি লেগে সম্ভবত তারই শোধ তোলার চেষ্টা করেছেন আলকামারের কিছু উগ্র সমর্থক। আলকামারের কোচ প্যাসকেল ইয়ানসেন বলেছেন, ''গত সপ্তাহে যা ঘটেছে, তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গত সপ্তাহে কী ঘটেছে, তা দেখিনি, কিন্তু আজ (কাল) রাতে যা ঘটল এবং গত সপ্তাহে যা ঘটেছে, তা একই ব্যাপার। লজ্জা লাগছে যে এটা আমাদের স্টেডিয়ামে ঘটল!'' আলকামারের উগ্র সমর্থকেরা গ্যালারির যে অংশে হামলা চালিয়েছেন, সেখানে ডেভিড ময়েসের বাবা ডেভিড সিনিয়রও ছিলেন। ডেভিড ময়েস এ নিয়ে বলেছেন, ''আরমা পরিবার ও বন্ধুরাও সেখানে ছিল। ঘটনাটা প্রথমে বুঝতে পারিনি কারণ আনন্দে দিশেহারা ছিলাম। নিরাপত্তাকর্মীরা আমাকে মাঠ থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খেলোয়াড়েরো যেন সুরক্ষিত থাকে, আমি সেই চেষ্টায় ছিলাম।'' তবে পুলিশ ও অন্য নিরাপত্তাকর্মীদের হস্তক্ষেপে ১০ মিনিটের মধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

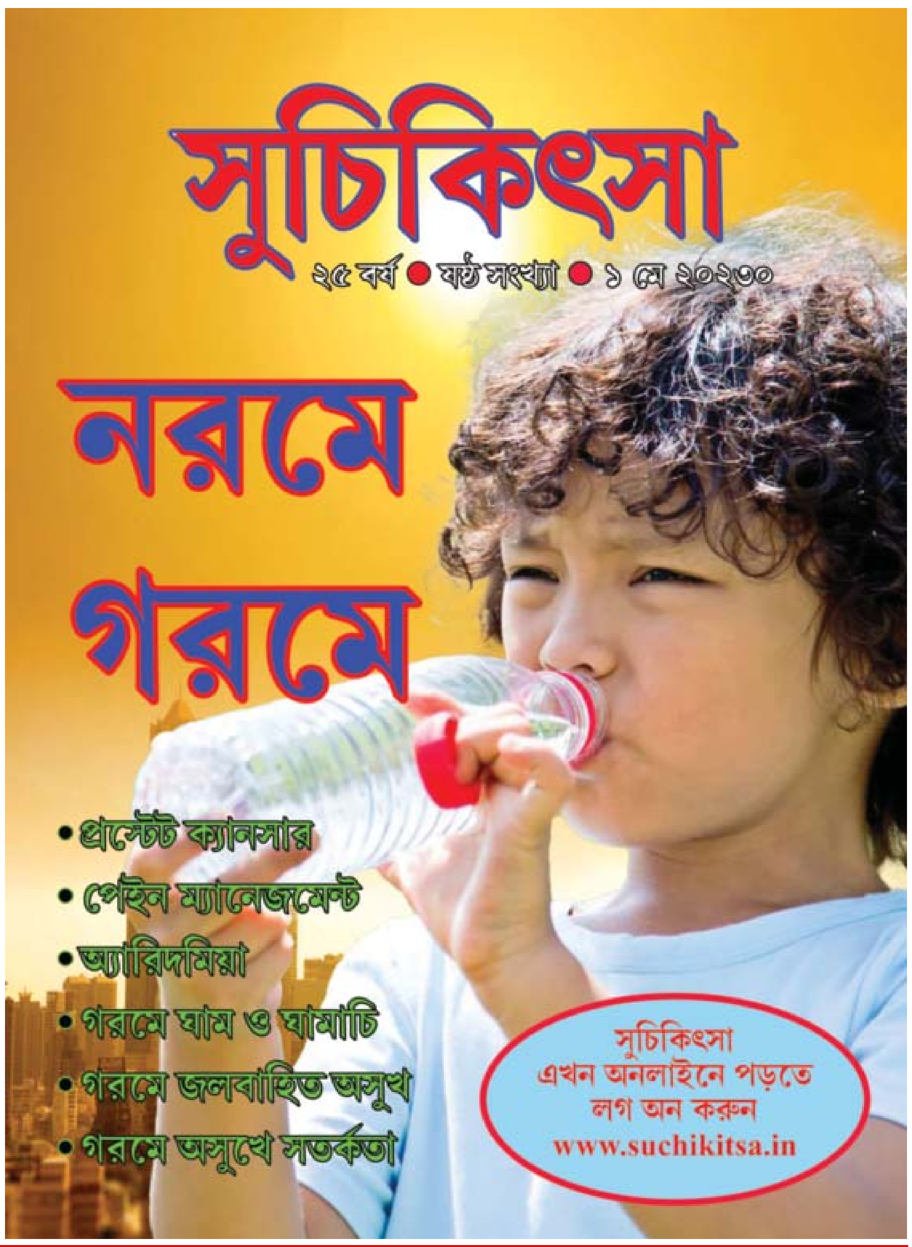

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501